গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়ন বিষয়ক গবেষণা

জুন, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস
সপুরা, রাজশাহী

গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়ন বিষয়ক গবেষণা

জুন, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস
সপুরা, রাজশাহী

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

আমরা অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস গত অর্থ বছরের মত এ অর্থ বছরেও (২০১৮-১৯) সফলভাবে আরো একটি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। আশির দশকে বেশ কিছু উপজেলা শহর/পৌরসভার ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা বা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছিল। এইসব মাষ্টারপ্ল্যান গুলোর মেয়াদ ইতিমধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এছাড়াও এসব ছোট ও মাঝারী আকারের শহরগুলোর জনসংখ্যা যথেষ্ট বেড়ে গেছে। শহরগুলোর ভৌত কাঠামোগত, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের কারণে পূর্বে প্রণয়ন করা মাষ্টারপ্ল্যান বর্তমানে প্রায় অকার্য-কর হয়ে পড়েছে। এ বিষয়টিকে প্রতিপাদ্য হিসেবে বিবেচনা করে আশির দশকে উপজেলা শহরের জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা বা মাষ্টারপ্ল্যান গুলোর বাস্তবায়ন নিরূপণের লক্ষ্যে রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলাকে বেছে নিয়ে এ গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যক্তি পর্যায়ের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রথমেই নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের পরিচালক জনাব ড. খুরশীদ জাবিন হোসেন তৌফিক স্যারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যিনি সর্বদা গবেষণা কাজের অগ্রগতির বিষয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং গবেষণা কাজটি সঠিক সময়ে সম্পন্ন করতে তাঁর সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ এবং সর্বাত্তক সহযোগিতা প্রদান করেছেন। তাছাড়া ভূমি ব্যবহার যাচাই বা জরিপ কালে উপজেলা পরিষদে ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) সভা আয়োজন করার ক্ষেত্রে গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ইসহাক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব মোঃ শিমুল আকতার সহ অত্র উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং উপজেলার ০২ জন পৌর মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ যারা মূল্যবান সময় ও তথ্যাদি দিয়ে জরিপ কাজে সহায়তা করেছেন। তাছাড়া উল্লেখ্য যে,গবেষণা কাজে নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ জন তরুণ নবীন পরিকল্পনাবিদ ও নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দের সর্বাক্তক সক্রিয় সহযোগিতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় গবেষণা কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, গোদাগাড়ী উপজেলার বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণ, যারা জরিপ কাজের সাথে থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের সকলকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

পরিশেষে এ গবেষণা প্রতিবেদনে বহুল ব্যবহৃত বাংলা ফন্ট এর পরিবর্তে ইউনিকোড ফন্ট সোনার বাংলা ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকলে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

মোঃ আবদুর রহমান খান
সিনিয়র প্ল্যানার এবং গবেষক
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী

গবেষণা টিম ঃ

ক) তত্ত্বাবধান ও প্রতিবেদন প্রণয়নে ঃ

১। জনাব মোঃ আবদুর রহমান খান, সিনিয়র প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

২। জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, সহকারী প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

খ) সহযোগিতায় ঃ

১। জনাব মোঃ মেরাজুল ইসলাম (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

২। জনাব মোঃ মিলন হোসেন (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

৩। জনাব মোঃ আবু হুরায়রা (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

৪। জনাব ওয়াকিমুল ইসলাম শাকিল (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

৫। জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)

৬। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, নক্সাকার (মান-৪), নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

৭। জনাব মোঃ রুবেল হোসেন, সার্ভেয়ার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

৮। জনাব মোঃ রমজান আলী, রেখাকার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

৯। জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন, রেখাকার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস

শব্দ সংক্ষেপ ঃ

BBS	:	Bangladesh Bureau of Statistics
FGD	:	Focused Group Discussion
GIS	:	Geographic Information System
UNHCR	:	United Nations Human Rights Council
BIP	:	Bangladesh Institute of Planners
RS	:	Remote Sensing
SPSS	:	Statistical Package for the Social Science

সারসংক্ষেপ ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা রাজশাহী জেলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বরেন্দ্র ভূমি উপজেলার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে বিরাজমান। গোদাগাড়ী উপাজেলা খাদ্য উদবৃত্ত এলাকা হিসাবে দেশব্যাপী পরিচিত। এখানে ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাস বিদ্যমান। অপরিকল্পিত নগরায়ন ও উন্নয়নের ফলে দেশের সীমিত কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ কৃষক তাঁর নাড়ী সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা কৃষি কাজ থেকে সরে গিয়ে তার পরিবর্তে শহর এলাকায় মাইগ্রেট করছে তাঁর জীবিকার তাগিদে। ফলে শহর এলাকার জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, সাথে সাথে খাদ্য নিরাপত্তাও মারাত্তক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত জনবিস্ফোরণ ও তাদের যাবতীয় পরিসেবা নিশ্চিতকরণের তাগিদে নগরবাসীর জীবনে বহুমাত্রিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি জমি হ্রাস, বাজেটে কৃষি খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ, জ্বালানি তেল ও সারের মূল্য বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি এবং জলবায়ু উষ্ণতার ফলে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেতে পারে, যার কিছু ফলাফল ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে। গবেষণা প্রকল্পটি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে শুরু হয় এবং ৭ এপ্রিল থেকে ১৯ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা শেষে গবেষণা কাজের প্রতিবেদন তৈরীর কাজ করা হয়।

গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ২০০১ সালে প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (৩.৫ একর), কলকারখানা (১.৬৫ একর), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১০.৪ একর), বিনোদন পার্ক (১.২৫ একর), আবাসিক এলাকা (১১২.২৫ একর), ও কৃষি-বনজ (৭০৩.৬৫ একর) ছিল। বর্তমানে পরিচালিত গবেষণা থেকে ২০১৯ সালে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান (৭.৫৬ একর), কলকারখানা (৮.৬৭ একর), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (১৪.৮৭ একর), বিনোদন পার্ক (৩.২৩ একর), আবাসিক এলাকা (১৫৭.৮৬ একর) ও কৃষি-বনজ (৬১৭.৫৯ একর) প্রস্তাবিত করা হয়েছে।

প্রশ্নাবলী জরিপ করে দেখা গেছে যে এই এলাকার প্রায় ৫১% মানুষ বিভিন্ন রকম কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। কৃষি বাদেও এখানকার ১৬% মানুষ ব্যবসার সাথে জড়িত। তাছাড়া, এখানে দক্ষ শ্রমিক, অদক্ষ শ্রমিক, পরিবহণ কর্মী, ছাত্র ও স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা রয়েছে। প্রায় ২৫% লোক ১০০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু, অনেক লোক প্রতি মাসে ১০০০০ এরও কম উপার্জন করে এবং তারা এখানে দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও, এখানে কিছু মানুষ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে ১৩% লোক প্রতি মাসে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টাকা আয় করে এবং প্রায় ১২% লোকের আয় ২০০০০ এর বেশি। এই উপজেলা শহরে স্বাক্ষরতার হার ৮৫.৩% এবং নিরক্ষরতার হার ১৪.৭%। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ৪৯% পড়তে এবং লিখতে পারে এবং তারা অন্তত প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়ন করেছেন। অপরদিকে মাধ্যমিক স্তরে পাস করেছে প্রায় ২৬.৪৪%। উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ ডিগ্রী সার্টিফিকেট আছে এমন মানুষের শতাংশ প্রায় ১০.৫৯, যা দ্বিতীয় গৃহীত লোকের চেয়ে বেশি। তবে বর্তমানে এই এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার হার ১০০% করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে এবং বাচ্চারা যাতে ক্লাস ৫ এর আগে ঝরে না পরে সেজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে অভিবাসন হার ৪৫%। যদিও অভিবাসন হার কম তবুও কর্মসংস্থানের জন্য মানুষ উপজেলা শহরের বাহিরে থাকছেন। অধিকাংশই চাকুরী (৩৫.৫%), ছাত্র (৩০.৬%) এবং ব্যবসা (২৫.৫) জন্য বাহিরে থাকছেন এছাড়াও উন্নত জীবন ব্যবস্থা (১.৫) জন্য মানুষ বাহিরে থাকছে। অপর দিকে ২০১১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে ৪.৬% সাধারণ পরিবার পাকা বাড়িতে বাস করত, আধা-পাকা বাড়িতে ১৮.৯%, কাঁচা ঘরটিতে ৭৪.২% এবং বাকি ২.৩% ঝুপরিতে থাকত। দেখা যায় যে ২০১১ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে পাকা বাড়ীর পরিমান ২৩.৭৪% বৃদ্ধি পেয়েছে। এই উপজেলা শহরের প্রায় ৬৫% এলাকা নিচু। জলাবদ্ধতার আরেকটি কারণ হল এখানে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাটি উন্নত নয়। এই উপজেলায় কোন গঠনমূলক নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই এবং ৩৫% এলাকা ড্রেনের অভাবের কারণে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার শিকার হয়ে পড়ে। সময়ের সাথে সাথে চাহিদা পূরণের জন্য পুকুর , খাল ইত্যাদি জলাভূমি ভরাট হচ্ছে। প্রায় ৫২% জমি ভরাট হয় নি, ১৮.৬৭% জমি আবাসিক, ৮.৬ জমি মিশ্র ভুমি ২০.৬৭% জমি বাণিজ্য ব্যবহার হচ্ছে।

এই উপজেলা শহর এলাকার স্যানিটেশন খুব খারাপ নয়। মানুষ এখন তাদের টয়লেট সম্পর্কে সচেতন। এই উপজেলায় শহরে প্রায় ৪২% আধা পাকা টয়লেট রয়েছে। পাশাপাশি, মানুষ পাকা টয়লেট নির্মাণ শুরু করেছে এবং তার পরিমাণ এখন প্রায় ৩০%। যদি, এখন কিছু পরিবার তাদের টয়লেট সম্পর্কে সচেতন নয়, এটি ২৮% এর বেশি নয়। জাতীয় অবস্থার তুলনায় এই উপজেলা শহরে পাকা ও সেমি পাকা টয়লেটের অবস্থা কিছুটা ভাল।

মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে যেমন বিভিন্ন বাধা বিঘ্নতা থাকে, তেমনি ব্যাপক চ্যালেঞ্জও থাকে। এছাড়াও একটি মাষ্টারপ্ল্যান নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, উপযুক্ত পরিমাণে সরকারী প্রণোদনা, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার কলাকৌশল, এছাড়াও বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ভূমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলা/পৌরসভায় পরিকল্পনা শাখার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল মাষ্টারপ্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মাষ্টারপ্ল্যান রিভিউ করলে তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা অতিদ্রুত দূরীভূত হয়। যেমন, উপজেলা/ পৌরসভার জন্য ২০ বছর মেয়াদী যে মাষ্টারপ্ল্যান রয়েছে তা বিভিন্ন ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ও অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যানের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া উচিত যা স্ট্রাকচার প্ল্যান তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

মাষ্টারপ্ল্যানের বাস্তবায়ন করা শুধুমাত্র উপজেলা/পৌরসভার একক দায়িত্ব নয়। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য সমন্বিত ভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোগের প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার মাধ্যমে মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলা/পৌরসভাকে বিবেচনা করা উচিত। গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে নগারয়নের হার গত দশকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে হয়নি। ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন যা হয়েছে তা যত্রতত্র ভাবে ও অপরিকল্পিত ভাবে হয়েছে। আবার নগরায়নের ফলে শহর বাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থারও তেমন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শিক্ষার হার এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হলেও এখনো অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তাদের পারিবারিক আয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। এছাড়া জলাবদ্ধতা, রাস্তা-ঘাটের অপ্রসস্থতা, অপর্যাপ্ত ল্যাম্প পোস্ট ইত্যাদি কারণগুলো শহরবাসীর নিকট নাগরিক সুবিধা প্রদানেই প্রধান অন্তরায়।

সুতরাং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ একটি শাখা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করে তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত যাতে তারা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করে। আর এক্ষেত্রে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নে অনেক বেশি তৎপর হবে।

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নং
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	**ii**
	গবেষণা টিম	**iii**
	শব্দ সংক্ষেপ	**iv**
	সারসংক্ষেপ	**v-vi**
	আলোচ্য বিষয়সমূহ	**vii-ix**
	অধ্যায় ০১: প্রাক আলোচনা	
১.১	ভূমিকা	১
১.২	উপজেলা পরিচিতি	১
১.২.১	ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন	২
১.২.২	প্রশাসনিক এলাকা	২
১.২.৩	ইউনিয়ন ও পৌরসভা	২
১.২.৪	জনসংখ্যা	৩
১.২.৫	নদী ও খাল	৪
১.২.৬	শিক্ষা	৪
১.২.৭	যোগাযোগ ব্যবস্থা	৫
১.২.৮	ঐতিহ্য	৬
১.২.৯	অর্থনীতি	৬
১.২.৯.১	হাট বাজারের তালিকা	৬
১.২.১০	ধর্ম ও সংস্কৃতি	৬
১.২.১১	প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব	৭
১.২.১২	উপজেলার কৃষি ও সেচ	৭
১.২.১৩	প্রাকৃতিক সম্পদ	৮
১.২.১৪	দর্শনীয় স্থান	৮
১.২.১৫	খেলাধুলা ও বিনোদন	৮
১.২.১৬	ব্যবসা বাণিজ্য	৯
১.৩	গবেষণা পটভূমি	৯
১.৪	গবেষণার যৌক্তিকতা	১০
১.৫	মূল লক্ষ্য	১০
১.৬	নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য	১০
১.৭	সীমাবদ্ধতা	১০

অধ্যায় ০২ : সাহিত্য পর্যালোচনা		
২.০	ভূমিকা	১১
২.১	নগরায়ণ বৃদ্ধির উপাদান এবং অভিবাসনের কারণসমূহ	১১
২.২	সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা সমূহ	১২
২.২.১	নগরায়ন	১২
২.২.২	নগর বৃদ্ধি	১২
২.২.৩	ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা	১৩
২.২.৪	ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন	১৩
অধ্যায় ০৩: গবেষণার পদ্ধতি		
৩.১	ভূমিকা	১৪
৩.২	গবেষণা পদ্ধতি	১৪
৩.২.১	ধাপ ১	১৪
৩.২.২	ধাপ ২	১৪
৩.২.৩	ধাপ ৩	১৬
৩.২.৪	ধাপ ৪	১৬
৩.২.৫	ধাপ ৫	১৬
৩.২.৬	ধাপ ৬	১৬
৩.২.৭	ধাপ ৭	১৬
৩.২.৮	ধাপ ৮	১৭
৩.২.৯	ধাপ ৯	১৭
৩.২.১০	ধাপ ১০	১৭
৩.২.১১	ধাপ ১১	১৭
অধ্যায় ০৪: তথ্য বিশ্লেষণ		
৪.১	গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়নের অবস্থা	১৮
৪.২	ভূমি-ব্যবহার নিরূপণ	১৮
৪.২.১	ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার	১৮-২০
৪.২.২	২০০১ সালে গোদাগাড়ী উপাজেলা শহরের ভুমি ব্যবহারের ধরণ	২১-২২
৪.২.২.১	গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহারের হার	২৩-২৪
৪.২.৩	গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে ভূমি ব্যবহারের বা স্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত চিত্র	২৫-২৬
৪.৩	আর্থ-সামাজিক অবস্থা	২৭
৪.৪	আর্থ সামাজিক জরিপ	২৭
৪.৪.১	উত্তরদাতার ধরণ	২৭
৪.৪.২	মানুষের পেশা	২৮

৪.৪.৩	মাসিক আয়	২৮
৪.৪.৪	পরিবারের ধরণ	২৯
৪.৪.৫	শিক্ষার অবস্থা	২৯
৪.৫	অভিগমন	৩০
৪.৫.১	অভিবাসন হার এবং উদ্দেশ্য	৩১
৪.৬	জমি ও গৃহ	৩১
৪.৬.১	বাড়ির কাঠামোর ধরণ	৩১
৪.৬.২	বাড়ি তৈরির আইন	৩২
৪.৭	উপজেলার ভূমি ধরণ	৩৩
৪.৭.১	জমি ভরাট করে ভূমির ব্যবহার	৩৪
৪.৮	জ্বালানী উৎস	৩৪
৪.৯	পয়ঃনিস্কাশনের ধরণ	৩৫
৪.১০	জলাবদ্ধতার কারন	৩৬
৪.১১	মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত	৩৭
৪.১১.১	মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে অবগত	৩৭
৪.১২	টেকসই উন্নয়নের উপায়	৩৭
৪.১৩	এলাকার সমস্যা অনুযায়ী মাষ্টারপ্ল্যান করার আহ্বান এলাকাবাসীর	৩৮
৪.১৪	SWOT বিশ্লেষণ	৩৮
৪.১৫	**Cause & Effect Diagram**	৩৯
	অধ্যায়ঃ ০৫ সুপারিশ	
৫.১	ভূমিকা	৪০
৫.২	সুপারিশ মালা	৪০
৫.৩	পরবর্তী করণীয়	৪১
৫.৪	উপসংহার	৪২
	তথ্যসুত্র	
	সংযুক্তি-০১	৪৩-৪৫
	সংযুক্তি-০২	৪৬-৪৭
	সংযুক্তি-০৩	৪৮
	সংযুক্তি-০৪	৪৯-৫৬

অধ্যায় ০১: প্রাক আলোচনা

১.১ ভূমিকাঃ

নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর নগর পরিকল্পনার একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। ১৯৬৫ সালে এই দপ্তরটি তৎকালীন গণপূর্ত ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আত্মপ্রকাশ করে। দেশের সার্বিক নগর পরিকল্পনায় সরকারকে পরামর্শ প্রদান করার জন্য মূলত এই প্রতিষ্ঠানটির সৃষ্টি হয়। গাইড লাইন হিসেবে কেন্দ্রীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় পর্যায়ে দেশের নগর ও অঞ্চলসমূহের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলীর অন্যতম একটি। আধুনিক বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে নগর ব্যবস্থাপনা তাদের জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে।

এখানে নগরায়ন ব্যবস্থা টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসাবে কাজ করায় ব্যবসা বানিজ্য, চাকুরী, বাসস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে সাজানো হয় যাতে এসব নগর বা শহর তাদের উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি বা প্রভাবক হিসাবে অবদান রাখতে পারে। সেসব দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে যথেষ্ট পূর্ণতা পাচ্ছে। অন্যদিকে উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশগুলোতে নগর গড়ে উঠছে অনেকটা অপরিকল্পিতভাবে। অপরিকল্পিত নগর ব্যবস্থাপনা আমাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে ঋণাত্মক ভূমিকা পালন করছে। এ কারণে পরিকল্পিত নগরায়নের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশী।

মোটামুটি একটি ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকায় বিশাল এক জনগোষ্ঠী সম্পন্ন দেশ বাংলাদেশ। কৃষি প্রধান এ দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ নগরবাসী হলেও জাতীয় উৎপাদনে এর ভূমিকা শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী। দেশের মোট নগর জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটি এবং এর বৃদ্ধির হার ২.৫% । দেশে মোট ৫৩২ টি নগর কেন্দ্রের মোট আয়তন ১১২৫৮ বর্গ কিঃ মিঃ যা দেশের মোট আয়তনের ৭.৬৬% (তানভির, ২০০৬)। গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্টের সাথে নগরীকরণের ইতিবাচক সহ-সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশ শহুর সেক্টরে জিডিপির অবদান অনেক উন্নয়নশীল দেশের মত গ্রামীণ সেক্টরের তুলনায় অনেক বেশি। প্রতিবছর বাংলাদেশে জিডিপির হার বাড়ছে এবং তা সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নে মহান ভূমিকা পালন করছে । স্বাধীনতার মধ্য থেকে শহুরে নগরায়নের গড় হারের পরিমাণ ৫% (বিশ্বব্যাংক ২০১২) এবং শহুরে জনসংখ্যার শতাংশ দ্বিগুণ হয়েছে যা ১৫%, ১৯৭৪ থেকে ২৮.৪% ২০১১ সালে (বিবিএস, ২০১১)। ঢাকা শহরের নগরায়নের হার খুব দ্রুত যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার হ্রাসে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি করছে ।

বাংলাদেশ বিশ্বের ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর অন্যতম। এ দেশের অপরিকল্পিত নগরায়নের হার ও অপরিকল্পিত উন্নয়নের মাত্রা স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মান ত্বরান্বিত করার পরিবর্তে ভোগান্তির কারন হয়ে দাড়িয়েছে। কিন্তু তারপরও আমাদের দেশে অতি দ্রুত নগরায়ন হচ্ছে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে আগামীতে ছোট-বড় অনেক শহর অনিয়ন্ত্রিত উন্নয়নের কারণে বাসযোগ্যতা হারাবে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নগরসমূহের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও অকার্যকর নগর ব্যবস্থাপনা ও অপরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কারণে নগরায়ন আমাদের জন্য অপার সম্ভাবনার ক্ষেত্র না হয়ে বরং পর্যায়ক্রমে আমাদের জীবনকে সমস্যার আবর্তে নিপতিত করছে। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে দেশের সামগ্রীক অর্থনীতি এবং সুষম উন্নয়ন। এখনই এর রশি টেনে না ধরতে পারলে ছোট বা মাঝারী কোন শহর এমনকি গ্রামও এর থেকে নিস্তার পাবে না (বিআইপি, ২০১৩) ।

এ ধরণের অপরিকল্পিত নগরায়ন ও উন্নয়নের ফলে দেশের সীমিত কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ কৃষক তাঁর নাড়ী সত্তার সাথে ওতপ্রোতভাবে গাঁথা কৃষি কাজ থেকে সরে গিয়ে তার পরিবর্তে শহর এলাকায় মাইগ্রেট করছে তাঁর জীবিকার তাগিদে । ফলে শহর এলাকার জনসংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, সাথে সাথে খাদ্য নিরাপত্তাও মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। অনিয়ন্ত্রিত জনবিস্ফোরণ ও তাদের যাবতীয় পরিসেবা নিশ্চিতকরণের তাগিদে নগরবাসীর জীবনে বহুমাত্রিক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কৃষি জমি হ্রাস, বাজেটে কৃষি খাতে অপ্রতুল বরাদ্দ, জ্বালানি তেল ও সারের মূল্য বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘাটতি এবং জলবায়ু উষ্ণতার ফলে আগামী বছরগুলোতে বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদন বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে হ্রাস পেতে পারে, যার কিছু ফলাফল ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে (নিতাই, ২০১২) ।

আশির দশকে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে দেশের ৫০টি জেলা ও ৩৯২টি উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত লোকবল এবং সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সচেতনতা না থাকার কারণে এসব জেলা-উপজেলা শহরের পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যায়নি (মাহমুদ, ২০১৬)। ২০২০ সালে বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগ অর্থাৎ ৮.৫ কোটি লোক নগরে বাস করবে এবং ২০৫০ সালে দেশের ১০০% অর্থাৎ ২৭ কোটি লোক নগরে বসবাস করবে। তখনকার বাংলাদেশ হবে নগরীয় বাংলাদেশ। তাই আমাদেরকে খাদ্য নিরাপত্তার জন্য কৃষিকে নগর পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করে নগরবাসীর জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য নগর ও তার আশেপাশে উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

এজন্য গ্রামীণ কৃষির সঙ্গে সঙ্গে নগরীয় কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে (নিতাই, ২০১২) ।

১.২ উপজেলা পরিচিতি ঃ

১.২.১ ভৌগলিক অবস্থান ও আয়তন ঃ

পদ্মা নদী বিধৌত উপজেলা হচ্ছে গোদাগাড়ী। গোদাগাড়ী উপজেলা রাজশাহী জেলার উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত । গোদাগাড়ী উপজেলার অবস্থান হচ্ছে ২৪°২১ থেকে ২৪°৩৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১৭ থেকে ৮৮°৩৩ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। এটি রাজশাহী হেড কোয়ার্টার থেকে ৩০ কি.মি. দূরে ৪৭৫.২৬ বর্গ কি.মি. এলাকা জুড়ে বিস্তৃত । গোদাগাড়ী উপজেলার উত্তরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর ও তানোর উপজেলা, দক্ষিণে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও গঙ্গা নদী, পূর্বে পবা ও তানোর উপজেলা, পশ্চিমে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

১.২.২ প্রশাসনিক এলাকা ঃ

১৮৬৫ সালে গোদাগাড়ী থানা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৪ সালে উপজেলাতে রুপান্তরিত হয়। ৯টি ইউনিয়ন, ৩৮৯টি মৌজা এবং ৩৯৬টি গ্রাম বিশিষ্ট একটি থানা।

১.২.৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভাঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা ০২টি পৌরসভা ও মোট ৯ টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে গঠিত। ইউনিয়ন পরিষদ গুলো হল গোগ্রাম, গোদাগাড়ী, চর আষাড়িয়াদহ, দেওপাড়া, পাকড়ি, বাসুদেবপুর, মাটিকাটা, মোহনপুর, ঋষিকুল। পৌরসভা দুইটি হল গোদাগাড়ী পৌরসভা এবং কাকনহাট পৌরসভা ।এই দুই পৌরসভায় ১৮ টি ওয়ার্ড, ৪৪ টি মহল্লা এবং মোট বাড়ির সংখ্যা হল ১২০০৫ টি। এই দুই পৌরসভায় জনসংখ্যার ঘনত্ব হচ্ছে ১৬৮০ বর্গ কিলোমিটার ।

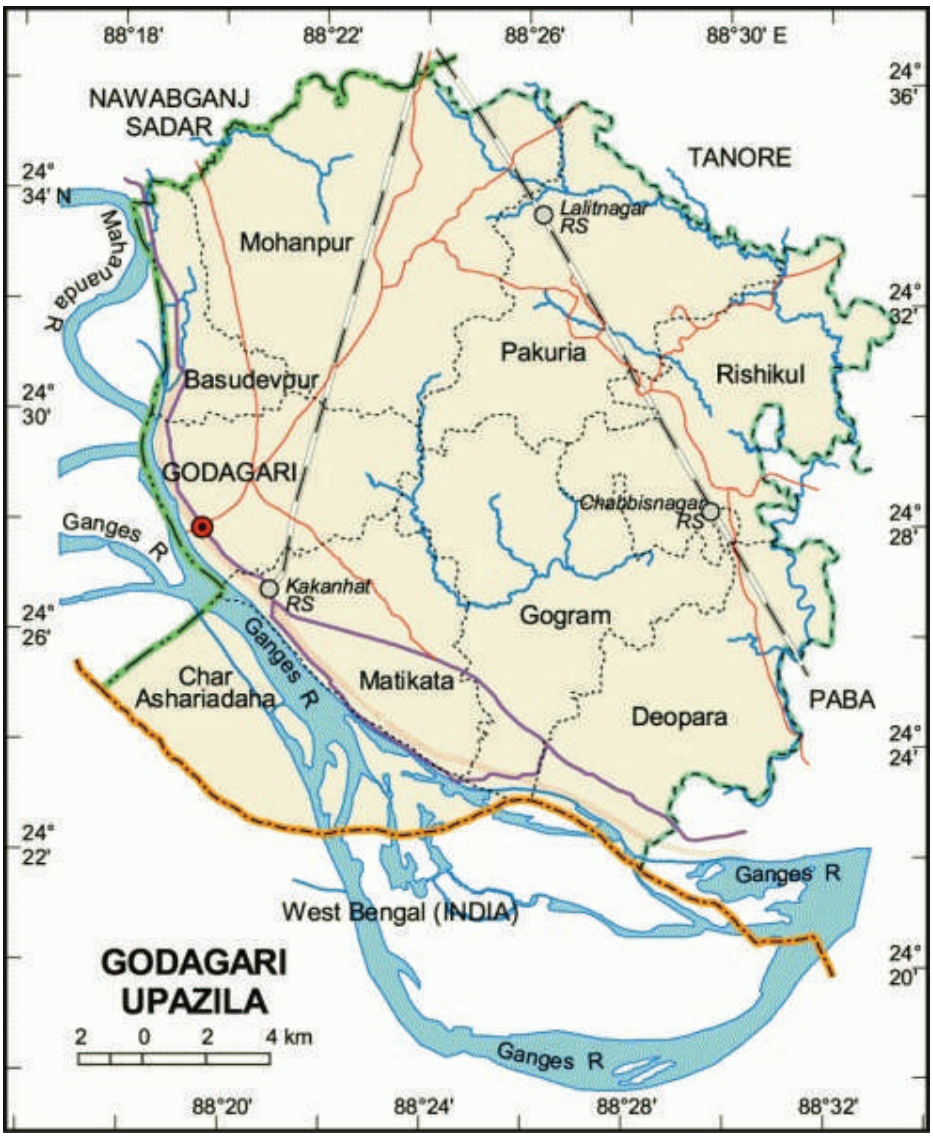

ম্যাপ-০১ গোদাগাড়ী উপজেলা,রাজশাহী । (উৎসঃ এল জি ই ডি, ২০১৯)

১.২.৪ জনসংখ্যা ঃ

আদমশুমারী (২০১১) গোদাগাড়ী উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩,৩০,৯২৪ জন। পুরুষ ১,৬৬,২৫৬ জন ও মহিলা ১,৬৪,৬৬৮ জন। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৬৯৬ প্রতি বর্গ কি. মি.। আদমশুমারী (২০১১) অনুযায়ী গোদাগাড়ী উপজেলার গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৫৩%। আদমশুমারী (২০১১) অনুযায়ী গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়ন এলাকার মোট আয়তন প্রায় ৩৩.৫২ বর্গ কি মিঃ এবং মোট জনসংখ্যা ৫৬৩৩৫।

সুতরাং নগর এলাকায় জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১৬৮০। গত অর্ধ শতাব্দীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারগুলি এবং গোদাগাড়ী উপজেলার জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্যাদি ক্রমান্বয়ে ছক ১.১ ও ছক ১.২ এ দেখানো হল। উপজেলা শহরের ২০১১ সালের জনসংখ্যা ব্যতীত অন্যান্য সালের জনসংখ্যার পরিমাণ আদমশুমারী রিপোর্টে উল্লেখ না থাকায় সেগুলো সারণীতে উল্লেখ করা যায়নি।

টেবিল ১.১- গোদাগাড়ী উপজেলার ১৯৮১-২০১১ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার

দশক	জনসংখ্যা পরিমাণ	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৮১	২১৭৮১১	২৫.৭
১৯৯১	২৭৯৫৪৫	২৮.০
২০০১	৩৩০৯২৪	১৮.৪

(উৎসঃ জনসংখ্যা ও গৃহায়ন আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।)

১.২.৫ নদী ও খাল ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দেশের অন্যতম প্রধান নদী পদ্মা। এর সাথে এতদঞ্চলের মানুষের অনেক সুখ দুঃখের লোক গাঁথা জড়িত রয়েছে। পদ্মার কড়াল গ্রাসে যেমন বিলীন হয়েছে অনেক মানুষের সহায় সম্বল তেমনি একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জীবিকা নির্বাহ করছে অনেক মানুষ। নদীটি এতদঞ্চলের কৃষি, জীব বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া পর্যটক সহ তরুন তরুনীরা বিনোদনের উদ্দেশ্যে নৌকায় বিচরণ করে থাকে।

১.২.৬ শিক্ষা

গোদাগাড়ী উপজেলায় সরকারী ৭৬টি, বেসরকারী ৭৪টি, মোট ১৫০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৬২টি, ৩০টি মাদ্রাসা, ১২টি কলেজ রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই অঞ্চলের শিক্ষার হার ৪৬.৩০%।

১.২.৭ যোগাযোগ ব্যবস্থা

গোদাগাড়ী উপজেলার অধিকাংশ যোগাযোগ ব্যবস্থা সড়কপথের উপর নির্ভরশীল। এছাড়া রেলপথে রাজশাহী ও চাঁপাই-নবাবগঞ্জ এর সাথে যোগাযোগ আছে। রাজধানী ঢাকার সাথে মূলত সড়ক পথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে এবং রাজশাহী শহর থেকে রেলপথে ঢাকাতে যাতায়াত করা হয়। উপজেলার সাথে আষাড়িয়াদহ ইউনিয়ন ব্যতীত সকল ইউনিয়নের সাথেই সড়ক যোগাযোগ আছে। পদ্মা নদীর নাব্যতা না থাকায় নৌপথে ঢাকার সাথে গোদাগাড়ী উপজেলার যোগাযোগ বর্তমানে নেই।

ছবি-২ রাস্তা (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

যোগাযোগ সুবিধা সমূহ ঃ

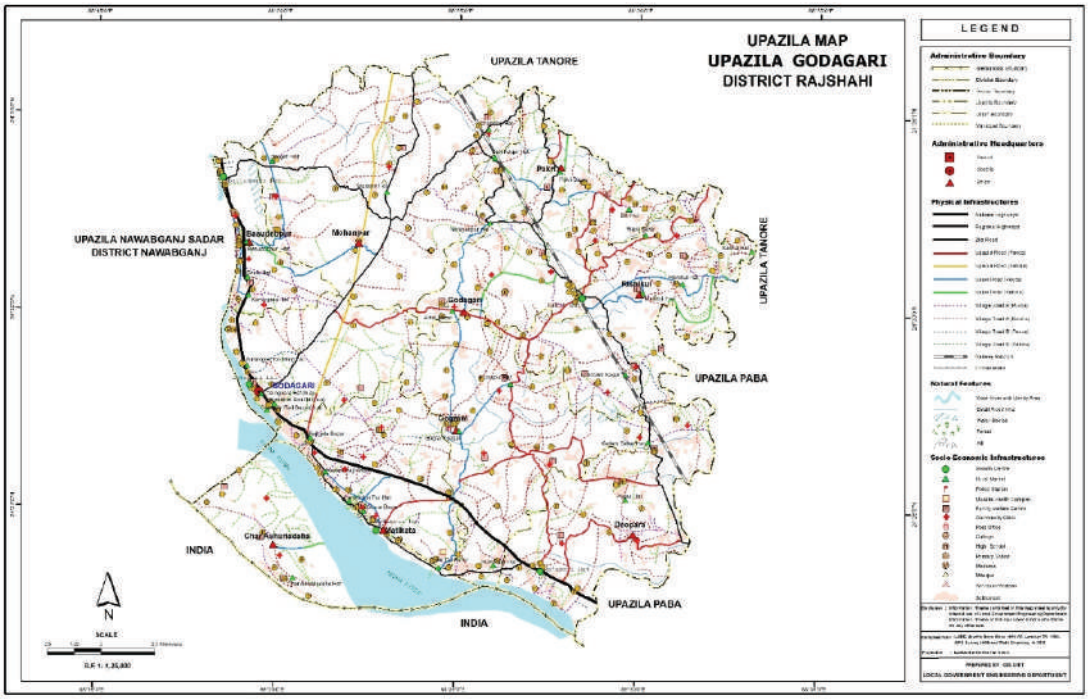

ম্যাপ -০২ গোদাগাড়ী উপজেলার বর্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থা (উৎসঃ এল.জি.ই.ডি, ২০১৯)

১.২.৮ ঐতিহ্য ঃ

কুটিরশিল্প ঃ

লৌহশিল্প, মৃৎশিল্প, তামা ও কাঁসাশিল্প, বাঁশের কাজ, বেতের কাজ প্রভৃতি। হাটবাজার ও মেলা হাটবাজার , মেলা গোদাগাড়ী হাট, বিদিরপুর হাট, প্রেমতলী হাট, মহিষালবাড়ী হাট, রেলবাজার হাট, কাঁকন হাট, রাজবাড়ী হাট এবং প্রেমতলী খেতুরের মেলা, সুলতানগঞ্জ সুলতান শাহেবের মেলা, কাঁকন হাটের মেলা, ললিতনগর মেলা, গোদাগাড়ী মেলা উল্লেখযোগ্য।

১.২.৯ অর্থনীতি ঃ

উপজেলা সম্পূর্ণ কৃষি নির্ভর। কৃষি উৎপাদিত ফসলের মাঝে ধান, গম, আলু উল্লেখযোগ্য। গোদাগাড়ী উপজেলায় সারাবছর ধান, গম, ভুট্টা, পাট, ছোলা, আলু, টমেটো, আখ, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আপেল কুল, লিচুসহ বিভিন্ন ফল ও বনজ গাছ রয়েছে।

সরকারী ও বেসরকারী পুকুরে মাছ চাষ করা হচ্ছে। পদ্মা ও মহানন্দার মোহনায় পাঙ্গাস মাছ সংরক্ষণের একমাত্র স্থান হচ্ছে গোদাগাড়ীর সুলতানগঞ্জ এলাকা।

১.২.৯.১ হাট বাজারের তালিকা ঃ

টেবিল ১.২ হাট বাজারের তালিকা ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষ

নাম	ঠিকানা	ইজারা মূল্য	পরিচালনা কর্তৃপ ক্ষ	আয়তন	চান্দিনা ভিটির সংখ্যা
রাজাবাড়ী হাট	রাজাবাড়ী, গোদাগাড়ী	১১,৯২,৫০০/-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী	(একর)	-
বিদিরপুর হাট	বিদিরপুর, গোদাগাড়ী	৩,৩৫,০০০/-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী	৩.৩৪	-
গোগ্রাম হাট	গোগ্রাম, গোদাগাড়ী	৮৮,০০০/-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী	০.৬৬	-
বালিয়াঘাট্টা হাট	বালিয়াঘাট্টা, গোদাগাড়ী	১,০১,০২০/-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী	০.৩৪	-
বাসুদেবপুর হাট	বাসুদেবপুর, সুইচগেট, গদাগাড়ী	১,০৭,০০০ /-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী	০.১৪	-
কদমশহর হাট	কদমশহর, গোদাগাড়ী	৯০,০০০/-	উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোদাগাড়ী	০.৬৬	-
কাকনহাট	কাকনহাট, গোদাগাড়ী	১,১৬,৫০,০০০/-	মেয়র, কাকনহাট পৌরসভা	২.৫০	৯৭টি
গোদাগাড়ী রেলবাজার	রেলবাজার, গোদাগাড়ী	৩,৫১,৭০০/-	মেয়র, গোদাগাড়ী পৌরসভা	২.২৯	-
ভগন্তপুর হাট	ভগন্তপুর, গোদাগাড়ী	খাস আদায়	মেয়র, গোদাগাড়ী পৌরসভা	০.২৪	-
মহিশালবাড়ী হাট	মহিশালবাড়ী, গোদাগাড়ী	১৭,২১,০০০/-	মেয়র, গোদাগাড়ী পৌরসভা	০.৫৫	-

১.২.১০ ধর্ম ও সংস্কৃতিঃ

ধর্মাবলম্বী জনগোষ্ঠীর

মুসলিম ২৪২৭৩৩, হিন্দু ২০৯৪৪, বৌদ্ধ ৯৪৭৬, খ্রিষ্টান ১৮৬ এবং অন্যান্য ৬২০৬। এ উপজেলায় সাঁওতাল আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ঃ

মসজিদ ৫৮০, মন্দির ২১, গির্জা ৯, তীর্থস্থান ২। উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান: খেতুরের শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গবাড়ী মন্দির (১৫৮২), আহলে হাদিস জামে মসজিদ (১৯৪৯), প্রেমতলী জামে মসজিদ (১৯৪০), ফরাদপুর জামে মসজিদ (১৯৫০), কাঁঠালবাড়িয়া শেখেরপাড়া জামে মসজিদ (১৯৬০), প্রেমতলী শাহ জঙ্গীর মাযার, জাহানাবাদ শাহ মহিউদ্দিনের মাযার, সুলতানগঞ্জে শাহ নজরের মাযার, মান্ডইলের জৈন মন্দির, শ্রী শ্রী খেতুরধাম তীর্থ।

প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ ঃ

উপরবাড়ী টিলা বৌদ্ধ বিহার (পাল আমল), কুমারপুরের আলী কুলীবেগের মাযার (অষ্টম শতাব্দী), দেওপাড়া গ্রামে পদুম-সার শিব মন্দির, দীঘি ও প্রশস্তি শিলালিপি (একাদশ শতাব্দীতে রাজা বিজয় সেন নির্মাণ করেন), হযরত শাহ সুলতানের মাযার (চতুর্দশ শতাব্দী, সুলতানগঞ্জ), এবং খেতুর গ্রামের শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গবাড়ী মন্দির (১৫৮২) ও মান্ডইলের জৈন মন্দির।

মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাবলি ঃ

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ পাকবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের লড়াইয়ে ইপিআর সিপাই আব্দুল মালেক শহীদ হন। ২৬ ও ৩০ মে গোদাগাড়ী উপজেলায় পাকবাহিনী ৩১ জন লোককে নির্মমভাবে হত্যা করে।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন

স্মৃতিস্তম্ভ ১ (শেখেরপাড়া)।

বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায়

সনাতন বাহন পাল্কি, ঘোড়া ও গরুর গাড়ি।

১.২.১১ প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ঃ

মরহুম মোঃ খলিলুল্লাহ (মহাজন): তিনি বাংলায় কাব্যকারে সম্পন্ন কোরআন অনুবাদ করেন। তাঁর বাড়ি গোদাগাড়ী ইউনিয়নের আই হাই (রাহী) গ্রামে। মরহুম রিয়াজউদ্দীন আহমেদ: পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলা থানার বলরামপুর গ্রামের অধিবাসী উচ্চ শিক্ষিত মরহুম রিয়াজউদ্দীন আহমেদ (বিএ,বিটি) বাংলাদেশ বিভক্তের পর পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ পার হয়ে গোদাগাড়ীতে এসে ১৯৪৮ সালে হাইস্কুল (৭ম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি) চালু করেন। তিনিই গোদাগাড়ী হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক।

১.২.১২ উপজেলার কৃষি ও সেচ ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা রাজশাহী জেলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বরেন্দ্র ভূমি উপজেলার অধিকাংশ এলাকা জুড়ে বিরাজমান। গোদাগাড়ী উপজেলা খাদ্য উৎপাদক এলাকা হিসাবে দেশব্যাপী পরিচিত। এখানে ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাস বিদ্যমান। উপজেলা সেচ এলাকা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইতোমধ্যে অত্র উপজেলায় ৭১৯ টি গভীর নলকুপ, ২৫০৯ টি অগভীর নলকূপ ও ৫১১ টি পাওয়ার পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে সেচ কাজ সম্পাদিত হওয়ায় পানের বর, গম, টমেটো আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে ।

সেই সঙ্গে বরেন্দ্র ভূমিতে ডাল ফসল চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। আবাদ বৃদ্ধি পেলে এ ফসল উপজেলার পুষ্টি চাহিদা এবং মাটির উর্বরতা সংরক্ষণে অবদান রাখবে। প্রধান কৃষি ফসল ধান, পাট, গম, মাসকালাই, আখ, সলা, মসুরি এবং শাকসবজি। বিলুপ্ত ফসলাদির মধ্যে আউশ ধান, তিল, সরিসা, কাউন, তিশি, রাই ও তরমুজ ইত্যাদি।

১.২.১৩ প্রাকৃতিক সম্পদঃ

এ উপজেলায় উল্লেখযোগ্য কোন প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। তাই এ উপজেলার সংগ্রহে কোন প্রাকৃতিক সম্পদের তালিকা ও নেই। তবে এ উপজেলার মাটি বেশ উর্বর হওয়ায় এখানে প্রচুর পরিমানে খাদ্যশস্য ও ফলজ গাছপালা জন্মে।

১.২.১৪ দর্শনীয় স্থান ঃ

সাফিনা পার্ক

সরমংলা ইকোপার্ক

ঠাকুর নরোত্তম দাসের বাড়ী- গোদাগাড়ী উপজেলার প্রেমতলী নামকস্থানে সনাতন ধর্মের সবচাইতে বড় তীর্থ স্থান

শাহ সুলতান (রহঃ) এর মাজার

কদমশহরে সেন রাজাদের রাজধানীর ধ্বংসস্তুপ

আলিবর্দি খা-র কেল্লা ধ্বংশস্তুপ

১.২.১৫ খেলাধুলা ও বিনোদন ঃ

প্রাচীনকাল থেকেই গোদাগাড়ী উপজেলার জনগোষ্ঠী ক্রীড়ামোদী। এখানে প্রতিবছরই বিভিন্ন টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার জনপ্রিয় খেলার মধ্যে বর্তমানে ক্রিকেট ও ফুটবলের আধিপত্য দেখা গেলেও অন্যান্য খেলাও পিছিয়ে নেই। গ্রাম অঞ্চলে কাবাডি, বউ-ছি ইত্যাদি দেশীয় খেলা এখনো বিদ্যমান। গোদাগাড়ী উপজেলায় বেশ কয়েকটি খেলার মাঠ রয়েছে। এর মধ্যে গোদাগাড়ী মডেল স্কুল এন্ড কলেজ মাঠ অতি পরিচিত।

ছবি ৩ - খেলাধুলা ও বিনোদন (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

১.২.১৬ ব্যবসা বাণিজ্য ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা সম্পূর্ন কৃষি নির্ভর। কৃষি উৎপাদিত ফসলের মাঝে ধান, গম, আলু উল্লেখযোগ্য। গোদাগাড়ী উপজেলায় সারাবছর ধান, গম, ভুট্টা, পাট, ছোলা, আলু, টমেটো, আখ, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। এই উপজেলায় আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আপেল কুল, লিচুসহ বিভিন্ন ফল ও বনজ গাছ রয়েছে। এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। পদ্মা ও মহানন্দার মোহনায় পাঙ্গাস মাছ সংরক্ষণের একমাত্র স্থান হচ্ছে গোদাগাড়ীর সুলতান-গঞ্জ এলাকা। সম্প্রতি গোদাগাড়ীর মাটিকাটা ইউনিয়নের গোপালপুর নামক স্থানে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের কোল ঘেঁষে গড়ে উঠেছে প্রাণ এগ্রো বিজনেস কারখানা।

ছবি ৪ - ব্যবসা বাণিজ্য (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

১.৩ গবেষণা পটভূমি ঃ

উন্নয়নশীল দেশ হওয়ায় বাংলাদেশে নগরায়নের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে বাড়ছে শহরগুলোতে জনসংখ্যার চাপ। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন সময় পরিকল্পিত নগরায়নের লক্ষ্যে মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হলেও তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫৯ সালে ঢাকা, ১৯৬১ সালে চট্টগ্রাম, ১৯৬৬ সালে খুলনা এবং ১৯৮৪ সালে রজশাহী শহরের জন্য যে ২০ বছর মেয়াদী মাষ্টারপ্ল্যান তৈরি করা হয়েছিল সে অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শহরগুলোর অবকাঠামো, আবাসিক এলাকা এবং বাণিজ্যিক এলাকার উন্নয়ন সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। এছাড়া, আশির দশকে উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান এর সহায়তায় নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশের ৫০টি জেলা এবং ৩৯২টি উপজেলা শহরের জন্য ভূমি ব্যবহার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করলেও লোকবল সংকটের কারণে তা আর বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয়নি। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট শহরগুলোতে পরিকল্পিত নগরায়নের বিস্তৃতি ঘটেনি। পক্ষান্তরে, শহরগুলোতে দিন দিন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিক-ল্পিত নগারয়ন না ঘটায় এই জনগণের জীবনযাত্রার মান দিন দিন নিম্নমুখী হচ্ছে। এমতাবস্থায়, দেশের উন্নয়নের জন্য এবং শহরবাসীদের নিকট নগরায়ণের সুবিধাসমূহ পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যে ছোট ও মাঝারি শহরগুলোকে পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দাড়িয়েছে। তাছাড়া আশির দশকের মাষ্টারপ্ল্যান গুলোর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় বর্তমান প্রেক্ষাপট বিবেচনায় জরুরি ভিত্তিতে সকল জেলা, উপজেলা ও পৌরসভা গুলোর জন্য মাষ্টারপ্ল্যান নবায়ন করা প্রয়োজন।

গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের প্রস্তাবিত (২০০১ সাল) ভূমি ব্যবহারের চিত্রঃ

ভূমি ব্যবহার ধরণ	এলাকা (একর)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৫২	১.৬৮
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	৪৮	১.৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৬	১.৪৯
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স /হাসপাতাল	১৪	০.৪৫
দাপ্তরিক	১৭	০.৫৫
বিনোদন	৫১	১.৬৫
আর্থ-সামাজিক	২৭.৩০	০.৮৮
শহরের সুবিধা	২৪.৫০	০.৭৯
রাস্তা	১৭৫	৫.৬৫
আবাসিক	৭১০	২২.৯৩
শহর নিরাপত্তা	২২২	৭.১৭
জলজ এলাকা	১৫৬.১৮	৫.০৫
কৃষি খামার	০	০.০০
কৃষি-বনজ	১৫৫৩.৪০	৫০.১৭
মোট	৩০৯৬.৩৮	১০০

উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

অধ্যায় ০২ : সাহিত্য পর্যালোচনা

২.০ ভুমিকা

গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত বিভিন্ন গবেষণাপত্র, বই, জার্নাল, সাময়িকী ইত্যাদিতে গোদাগাড়ী সম্পর্কিত যে সব তথ্য উপাত্ত পাওয়া গেছে, এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে । পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে অলিখিত তথ্যাবলী যা জরিপকালীন সময়ে স্থানীয় জনসাধারণের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছে ।

আশির দশকে সব ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনাগুলো যে মহৎ উদ্যোগ নিয়ে প্রণীত হয়েছিল তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ার সঠিক কারণ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ হলেও এই গবেষণায় গোদাগাড়ী উপজেলার জন্য প্রণীত ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন নিরূপন ও পর্যালোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

একটি গবেষণায় দেখা গেছে ১৯৭০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ ভাগ মানুষ নগর এলাকায় বসবাস করত। কিন্তু ২০১০ সালে তা এসে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ শতাংশে। তার মানে গত চল্লিশ বছরে নগরায়নের হার বেড়েছে শতকরা প্রায় ২৫ শতাংশ। এই হারে বাড়তে থাকলে ২০২০ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নগরে বাস করবে। এই মাত্রা আরো বাড়তে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী তিন বা চার দশকেই সারাদেশ সিটি স্টেট বা নগররাষ্ট্রে পরিণত হবে। ইউনেসকো প্রকাশিত "বাংলাদেশের নগরকেন্দ্র: প্রবণতা, ধরন ও বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রতিবেদন হতে জানা যায়, ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে শহর এলাকার সংখ্যা ছিল ১০৮ টি। ১৯৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫২২টি । বর্তমানে এ সংখ্যা বেড়ে অনেক বেশি হয়েছে।

অবশ্য এসব পরিসংখ্যানে অনুমানভিত্তিক তথ্য পাওয়া যায়। এ কারণে বিভিন্ন সংস্থায় রিপোর্টে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দেখা যেতে পারে। কিন্তু এটি তো সত্য যে নগরায়নের হার খুব দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে (দা পাবলিক পোস্ট, ২০১৬) । সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা (অন্যথায় এসইএস নামে পরিচিত) একজন ব্যক্তির আয়, সম্পদ, শিক্ষা এবং প্রতিপত্তি উল্লেখ করে। সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা বৈষম্য আজকে উদ্বেগের কারণ হচ্ছে যেহেতু সারা বিশ্বে বৈষম্য বৃদ্ধি হচ্ছে। যদিও সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা পরিষ্কারভাবে প্রাপ্ত বয়স্কদের এবং ছোট শিশুদের সুখের সাথে যুক্ত করা হয়েছে, কিশোরদের উপর তার প্রভাব বিতর্কিত হয়েছে ।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা জনবসতিগুলির স্থায়িত্ব এবং বাসস্থানগুলির উপর নির্ভর করে। বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থাগুলির সাথে সংশ্লিষ্ট, যেমনঃ ক) ন্যায্যতা, খ) কর্মসংস্থানের অবস্থা, গ) আয়, ঘ) অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, এবং ঙ) শিক্ষা। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি জীবনের মানকে অবদান রাখতে পারে, বিশেষ করে যখন তার প্রয়োজনীয়তাগুলি সর্বাধিক প্রয়োজনে বিতরণ করা হয়। এটিও স্পষ্ট যে বর্তমান এবং উর্ধ্বমুখী পরিবেশগত ও সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে অর্থনৈতিক সম্পদ ও ক্ষমতা প্রয়োজন, যেমন এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা রিপোর্টে উল্লেখিত হয়েছে (তাসমানিয়া, ২০০৬)।

২.১ নগরায়ণ বৃদ্ধির উপাদান এবং অভিবাসনের কারণসমূহ ঃ

গত তিন দশকে বাংলাদেশে শহুরে জনসংখ্যার যে দ্রুত প্রবৃদ্ধি ঘটেছে তার পেছনে কয়েকটি কারণ সন্নিবেশিত রয়েছে। এর মধ্যে আছে: স্থানীয় শহুরে জনসংখ্যার প্রাকৃতিক প্রবৃদ্ধির উঁচু হার; বিদ্যমান নগর এলাকার ভূখন্ডগত বিস্তার ও এর সংজ্ঞায় পরিবর্তন এবং গ্রামাঞ্চল থেকে শহর এলাকায় অভিবাসন।

পল্লী এলাকা থেকে শহরাঞ্চলে উচ্চ হারে অভিবাসনের পেছনে পল্লীর বহির্মুখী 'চাপ ও শহরের অন্তর্মুখী 'টান কাজ করেছে। গ্রামাঞ্চল থেকে বহির্মুখী অভিবাসনের পেছনে গ্রাম্য দারিদ্র ও ভূমিহীনতা ছিল মুখ্য কারণগুলি অন্যতম। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিশেষত নদীতীরের ভাঙন প্রায়শই তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে। শহুরে 'টান'-এর মধ্যে আছে কর্মসংস্থানের প্রকৃত ও ধারণাগত সুযোগ এবং আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা।

২.২ সংশ্লিষ্ট সংজ্ঞা সমূহ

২.২.১ নগরায়নঃ

নগরায়নের স্তর (Level of Urbanization) বা সাধারণভাবে নগরায়ণ (Urbanization) বলতে জনসংখ্যার সেই অংশকে বোঝায় যারা নগর এলাকাতে বসবাস করে। নগরায়ণের স্তর নিম্নোক্ত সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যেতে পারে

$$U^n = \frac{U_p}{T_p} \times 100$$

যেখানে, U^n = নগরায়ণের স্তর, U_p = নগরের মোট জনসংখ্যা এবং T_p = মোট জনসংখ্যা (বিবিএস, ২০১৫)।

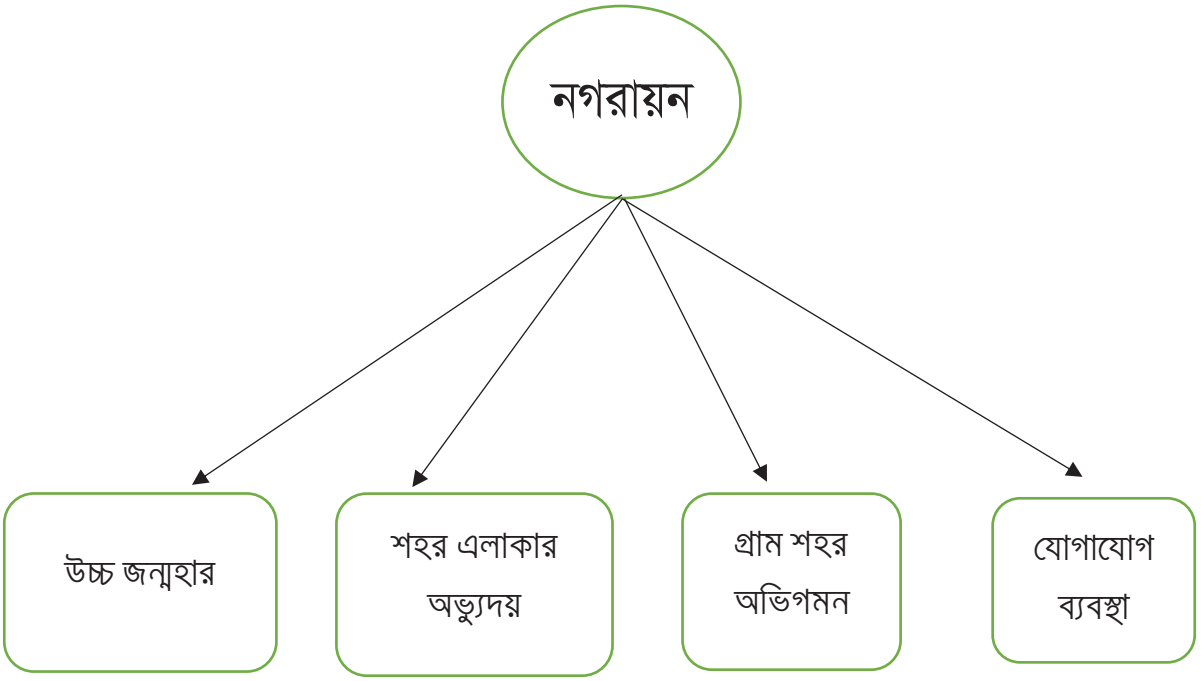

২.২.২ নগর বৃদ্ধিঃ

নগর বৃদ্ধি (Urban Growth) বলতে নগরের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি বোঝায় যেখানে নগরায়ন (Urbanization) হল নগরের জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধি। সুতরাং অনেক সময় নগর বৃদ্ধি নগরায়ন ছাড়াও ঘটতে পারে (বিবিএস ২০১৫)। এই গবেষণায় নগর বৃদ্ধি নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে হিসেব করা হয়েছে ঃ

৪.২.২.১ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের বর্তমান (২০১৯ সাল) ভূমি ব্যবহারের চিত্র ঃ

ভূমি ব্যবহার ধরণ	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	
	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%)হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৩৫	১.১৩
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	২০	০.৬৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০	০.৯৭
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/হাসপাতাল	৮	০.২৬
দাপ্তরিক	২০	০.৬৫
বিনোদন	৭	০.২৩
আর্থ-সামাজিক	১০.৬	০.৩৪
শহরের সুবিধা	২৫.০৩	০.৮১
রাস্তা	১৪৫.৩৫	৪.৬৯
আবাসিক	৫৭৫.৩৩	১৮.৫৯
শহর নিরাপত্তা	৩	০.১০
জলজ এলাকা	১২০.২৩	৩.৮৮
কৃষি খামার	০০	০০
কৃষি-বনজ	১৭২৫.৩৫	৫৫.৭২
পতিত / অব্যবহৃত জমি	৩৭১.৪৯	১১.৯৯
মোট	৩০৯৬.৩৮	১০০

টেবিল ৪.৩ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহারের হার উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

টেবিল ৪.৩ এ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের মহাপরিকল্পনার বর্তমান চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে আবাসিক এলাকা , শহরের সুবিধাবলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এলাকায় কিছু পরিবর্তন পাওয়া যায়। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, আবাসিক এলাকার শতকরা হার ২১.১১% যেখানে বাণিজ্যিক এলাকার শতকরা হার ০.৭৩%। শহরের সুবিধাবলি, রাস্তাঘাটের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ০.৯২%, ৫.৩৩%। এখানে দেখা যায় যে, কৃষি ও জলাধারের জমির পরিমান ২০০১ সালের তুলনায় কমেছে। ২০০১ সালে যেখানে কৃষি ও জলাধারের জমির পরিমান ছিল ৭২.১৭% ও ৫.৪০% , ২০১৯ সালে এই জমির পরিমান কমে এসেছে ৬৩.৩১% ও ৪.৪১%। সুতরাং নগরায়নের প্রভাব কৃষি ও জলাধারের জমির উপর পড়েছে। ম্যাপ ৪.৩ এ বর্তমানের ভূমি ব্যবহার দেখানো হল।

অধ্যায় ০৩: গবেষণার পদ্ধতি

৩.১ ভুমিকা ঃ

গবেষণা পদ্ধতি এমন এক বিজ্ঞান যেখানে কিভাবে গবেষণা করা হবে সেটা নিয়ে আলোকপাত করা হয়। মূলত, পদ্ধতিগুলি যার মাধ্যমে গবেষকরা তাদের কাজ সম্পর্কে বর্ণনা, ব্যাখ্যা এবং পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। বাজেট অনুমোদনের পর এই গবেষণা প্রকল্পটি ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে শুরু হয় এবং ৭ এপ্রিল থেকে ১৯ জুন ২০১৯ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে সভা শেষে গবেষণা কাজের প্রতিবেদন তৈরির কাজ করা হয়।

৩.২ গবেষণা পদ্ধতি ঃ

কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করে গবেষণা কাজটি সম্পন্ন হয়েছে যেগুলো হল ঃ

* সেকেন্ডারী সোর্স হতে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ।
* প্রাক সম্ভাব্য জরিপ (Reconnaissance Survey) সম্পন্নকরণ।
* ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনার (১৯৮৮) সংশ্লিষ্ট মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ।
* মৌজা ম্যাপ ডিজিটাইজিং ও বেইজ ম্যাপ তৈরি।
* ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন দেখার জন্য মাঠ পর্যায় পরিদর্শন।
* মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের সময় তথ্য সংরক্ষণের জন্য প্লট টু প্লট জরিপ করা হয় যেখানে বিল্ডিং এর ধরণ, ইউনিট, তলা, এবং বিল্ডিং এর সাথে জড়িত অন্যান্য সুবিধাগুলো সংগ্রহ করা।
* প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ।
* বেইজ ম্যাপ হতে বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত প্রস্তাবনাগুলোর হিসাব/পরিমাণ ও হার নির্ণয়।
* ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশনের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার।
* প্রাপ্ত যাবতীয় তথ্যাদির বিশ্লেষণ ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে ভূমি ব্যবহার এর নতুন মানচিত্র তৈরী।
* খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত ও যাচাই এবং পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি ।
* পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মুদ্রণ।

৩.২.১ ধাপ ১ ঃ প্রথম পর্যায়ে তথ্য উপাত্ত বিভিন্ন বই পত্র, পত্রিকা, জার্নাল, ম্যাগাজিন ইত্যাদি থেকে সংগ্রহ করা হয় যেটা পরবর্তিতে সাহিত্য পর্যালোচনায় ব্যবহার করা হয় ।

৩.২.২ ধাপ ২ ঃ গবেষণা কাজটি শুরুর পূর্বে প্রস্তাবিত এলাকা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে গোদাগাড়ী উপজেলায় প্রাক সম্ভাব্য জরিপ সম্পন্ন করা হয় । এতে নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে একটি টীম এলাকাটি সরেজমিনে পরিদর্শন করেন এবং কর্মপন্থা ঠিক করার জন্য গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে একটি সভায় অংশগ্রহণ করে তাঁকে- গবেষণা- সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন এবং গবেষণা কাজটি সূচারুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন। প্রাক সম্ভাব্য জরিপ হতে প্রাপ্ত তথ্য প্রাথমিক পর্যায়ের তথ্য উপাত্ত হিসাবে গণ্য করা হয়।

৪.২.৩ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে ভূমি ব্যবহারের বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত চিত্র ঃ

টেবিল ৪.৪ এ গোদাগাড়ী উপজেলা মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অবাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র উপস্থাপন করছে যেখানে আবাসিক এলাকা, শহরের সুবিধাবলি , বাণিজ্য এলাকার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অবাস্তবায়ন অবস্থা পাওয়া যায় ।

ভূমি ব্যবহার ধরণ	প্রস্তাবিত		বাস্তবায়িত		অবাস্তবায়িত		বাস্তবায়িত + বাস্তবায়িত	
	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৫২	১.৬৮	৩৫	১.১৩	১৭	০.৫৪	৫২	১.৬৮
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	৪৮	১.৫৫	২০	০.৬৫	২৮	০.৯০	৪৮	১.৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৬	১.৪৯	৩০	.৯৭	১৬	০.৫০	৪৬	১.৪৯
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স /হাসপাতাল	১৪	০.৪৫	৮	০.২৬	৬	০.১৯	১৪	০.৪৫
দাপ্তরিক	১৭	০.৫৫	২০	০.৬৫	-৩*	-০.১০*	১৭	০.৫৫
বিনোদন	৫১	১.৬৫	৭	০.২৩	৪৪	১.৪২	৫১	১.৬৫
আর্থ-সামাজিক	২৭.৩০	০.৮৮	১০.৬	০.৩৪	১৬.৭	০.৫৪	২৭.৩০	০.৮৮
শহরের সুবিধা	২৪.৫০	০.৭৯	২৫.০৩	০.৮১	-.৫৩*	-০.০২*	২৪.৫০	০.৭৯
রাস্তা	১৭৫	৫.৬৫	১৪৫.৩৫	৪.৬৯	২৯.৬৫	০.৯৬	১৭৫	৫.৬৫
আবাসিক	৭১০	২২.৯৩	৫৭৫.৩৩	১৮.৫৯	১৩৪.৬৭	৪.৩৪	৭১০	২২.৯৩
শহর নিরাপাত্তা	২২২	৭.১৭	৩	০.১০	২১৯	৭.০৭	২২২	৭.১৭
জলজ এলাকা	১৫৬.১৮	৫.০৫	১২০.২৩	৩.৮৮	৩৫.৯৫	১.১৬	১৫৬.১৮	৫.০৫
কৃষি খামার	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০	০০
কৃষি-বনজ	১৫৫৩.৪০	৫০.১৭	১৭২৫.৩৫	৫৫.৭২	-১৭১.৯৫*	-৫.৫৫*	১৫৫৩.৪০	৫০.১৭
পতিত / অব্যবহৃত জমি	০০	০০	৩৭১.৪৯	১১.৯৯	-৩৭১.৪৯*	-১১.৯৯*	০০	০০
মোট	৩০৯৬.৩৮	১০০	৩০৯৬.৩৮	১০০	০০	০০	৩০৯৬.৩৮	১০০

টেবিল ৪.৪ গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহারের বাস্তবায়ন ও অবাস্তবায়ন উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, আবাসিক এলাকা বাস্তবায়িত হয়েছে ২১.১১% যেখানে অবাস্তবায়ন এলাকার শতকরা হার ১৮.৬৪%। শহরের সুবিধাবলি এবং বাণিজ্যিক এলাকার আয়তন বৃদ্ধি যথাক্রমে ০.৯২% ও ০.৭৩%। অপরদিকে অবাস্তবায়নের হার যথাক্রমে ০.০০৭% ও ৩.৭৩%। এখানে দেখা যায় যে শহরের নিরাপত্তার তেমন কোন বড় ধরণের পরিবর্তন হয়নি। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত মোট ৩০৯৬.৬৩ একর ভূমির প্রায় ৮৮.০০৫% এলাকার উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ১১.৯৯৫% উন্নয়ন এখনও অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। ম্যাপ ৪.৪ এর মাধ্যমে গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহারের বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত চিত্র দেখানো হয়েছে।

৩.২.৩ ধাপ ৩ ঃ প্রস্তাবিত এলাকার প্রাথমিক বেইজ ম্যাপ প্রস্তুতির লক্ষ্যে মহাপরিকল্পনাভুক্ত এলাকার মাষ্টারপ্লান এবং সংশ্লিষ্ট মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করা হয় যা ম্যাপ ৩.১ এর মাধ্যমে দেখানো হল।

৩.২.৪ ধাপ ৪ ঃ GIS সফটওয়্যার ব্যবহার করে সংগ্রহকৃত মাষ্টারপ্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট মৌজা ম্যাপ থেকে বেইজ ম্যাপ তৈরি করা হয় ।

৩.২.৫ ধাপ ৫ ঃ প্রস্তুতকৃত বেইজ ম্যাপ নিয়ে গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহারের ম্যাপ আপডেট করার আগে বিভিন্ন ধাপে এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছিল। পরিদর্শন কালে একটি দল যা ০২ গ্রুপে বিভক্ত হয়ে কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রতিটি গ্রুপে মোট ০৪ জন সদস্য ছিল। এর মাধ্যমে ম্যাপে কোন কোন ভূমির ব্যবহার বাস্তবায়িত হয়েছে বা হয়নি সেগুলো চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া বিল্ডিং এর সাথে জড়িত যে তথ্যগুলো সংগ্রহ করা হয় তা বিশ্লেষণ অংশে দেখানো হয়েছে।

৩.২.৬ ধাপ ৬ ঃ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের অধিবাসীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নিরূপণের লক্ষ্যে প্রশ্নাবলি জরিপের মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রথমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন নির্দেশকসমূহ যেমনঃ পরিবারের ধরণ, আয়, শিক্ষার স্তর, বাড়ীর ধরণ, জ্বালানির উৎস, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা নির্বাচিত করে প্রশ্নাবলি তৈরি করা হয়।

$$\therefore n = \frac{Z^2pqN}{(N-1)e^2 + Z^2pq}$$

যেখানে, $n =$ নমুনা সংখ্যা,

$Z =$ নির্দিষ্ট কনফিডেন্স লেভেলে একটি আদর্শ ভেরিয়েটের মান। ৯৫% কনফিডেন্স লেভেলে যার মান ১.৯৬,

$P =$ ব্যক্তিগত বিবেচনায় নমুনার শতকরা হার।

এখানে $P = ০.১০$ ধরা হয়েছে যাতে n এর মান হবে সর্বোচ্চ এবং

এটির মাধ্যমে যথাযথ নমুনা সংখ্যা পাওয়া যাবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে,

$q = (১ - p)$,

$e =$ গ্রহণযোগ্য ত্রুটির পরিমাণ যার মান ০.০৫ ধরা হয়েছে,

$N =$ মোট জনসংখ্যার পরিমাণ

২০১৮ সালের বিবিএস অনুযায়ী গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের জনসংখ্যা ছিল ২৭৯৫৪৫ জন। এই জনসংখ্যার ভিত্তিতে উপরিউক্ত সমীকরণ থেকে নমুনা জনসংখ্যা ১৩৭ জন নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপণের জন্য মোট ১৩৭ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়।

৩.২.৭ ধাপ ৭ ঃ ভূমি ব্যবহার যাচাই জরিপে প্রাপ্ত তথ্যাবলী জিআইএস (GIS) ভিত্তিক বেইজ ম্যাপে সমন্বিত করে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি নিরূপণের জন্য ভূমি ব্যবহারের বিদ্যমান অবস্থা এবং বাস্তবায়ন ও অবাস্তবায়ন নির্দেশনামূলক দুইটি আলাদা ম্যাপ প্রস্তুত করে তাতে বাস্তবায়ন চিত্র যথাযথভাবে নির্ণয় করা হয়।

৩.২.৮ ধাপ ৮ ঃ তথ্য সূত্রের নির্ভুলতা যাচাই করার জন্য তথ্যপ্রদানকারী সাক্ষাৎকার নেয়া হয়, যেখানে প্রধান তথ্য প্রদানকারীগণ ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যান, শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা। এছাড়াও একটি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর আয়োজন করা হয়, যাতে গোদাগাড়ী উপজেলার সঠিক তথ্যগুলো পাওয়া যায়। গোদাগাড়ী উপজেলার প্রকৃত সমস্যা, সমাধান এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানার জন্য ২৯ জুন ২০১৯ একটি ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) এর আয়োজন করা হয়।

৩.২.৯ ধাপ ৯ ঃ ArcGIS ১০.৪ সফটওয়্যার ব্যবহার করে মানচিত্রটি প্রস্তুত করা হয়। মাষ্টারপ্ল্যানের প্রস্তাবিত এবং বিদ্যমান এলাকার ভূমি ব্যবহারের আয়তন নির্ণয় করার জন্য, মানচিত্রটি বিটিএম সমন্বয় সিস্টেমের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়েছিল। মাইক্রোসফট এক্সেল তথ্য বিশ্লেষণ করতে ব্যবহার করা হয়েছিল।

৩.২.১০ ধাপ ১০ ঃ প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুত করা এবং যাচাই করা।

৩.২.১১ ধাপ ১১ ঃ খসড়া প্রতিবেদনে সংশোধন ও সংযোজন শেষে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা ।

অধ্যায় ০৪: তথ্য বিশ্লেষণ

৪.১ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়নের অবস্থাঃ

সীমিত এলাকা, বিরাট. সংখ্যক লোকের ঘন বসতি, বহুবিধ সাধারণ স্বার্থের অবস্থিতি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত স্থানীয়. সরকারের অধীনে পরিচালিত বহুবিধ প্রথার অস্তিত্বেই এই নগর। মিচেলের মতে, নগরায়ন হচ্ছে শহর হওয়ার একটি পদ্ধতি।

নগরায়নের স্তর (Level of Urbanization) বা সাধারণভাবে নগরায়ণ (Urbanization) বলতে জনসংখ্যার সেই অংশকে বোঝায় যারা নগর এলাকাতে বসবাস করে। ২০১৯ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা এবং উপজেলা শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৩৩০৯২৪ এবং ৪২,২৪১ জন (বিবিএস, ২০১৯)। সুতরাং নগরায়ণের স্তর হবে

$$U^n = \frac{৪২২৪১}{৩৩০৯২৪} \times ১০০ = ।১২.৭৬$$ (সমীকরণটি সাহিত্য পর্যালোচনায় উল্লেখিত হয়েছে)।

সুতরাং ২০১৯ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে নগরায়ণের স্তর বা হার ছিল ১২.৭৬%। পক্ষান্তরে, ২০০১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা এবং উপজেলা শহরে জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৫৯৮০৬ ও ৩৫০১৩ জন (বিবিএস, ২০০১) এবং নগরায়ণের স্তর ছিল ১২.২৯%। অর্থাৎ ২০০১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে নগর এলাকাতে জনসংখ্যার অংশ ৩.৫৬% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.৭৬% হয়েছে।

আবার, নগর বৃদ্ধি (Urban Growth) বলতে নগরের মোট জনসংখ্যার বৃদ্ধি বোঝায় যেখানে নগরায়ণ (Urbanization) হল নগরের জনসংখ্যার শতকরা বৃদ্ধি। সুতরাং অনেক সময় নগর বৃদ্ধি নগরায়ণ ছাড়াও ঘটতে পারে। ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে জনসংখ্যা ১১৬৫৮ জন থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৬৪৫ জন হয়েছিল (বিবিএস, ২০১১) অর্থাৎ বার্ষিক নগর বৃদ্ধির হার ছিল-

$$r = \sqrt[১০]{\frac{১৯৬৪৫}{১১৬৫৮}} - ১ = ৫.৩৬$$ (সমীকরণটি সাহিত্য পর্যালোচনায় উল্লেখিত হয়েছে)।

সুতরাং ২০০১ সাল থেকে ২০১১ সালের মধ্যে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে নগর বৃদ্ধির হার ছিল ৫.৩৬%, যেখানে নগর এলাকাতে জনসংখ্যার অংশ ৭.৬২% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২.২৯% হয়েছে। সুতরাং ২০০১-২০১৯ পর্যন্ত গোদাগাড়ী উপজেলাতে ধনাত্মক নগরায়ণের সাথে নগর বৃদ্ধি ঘটেছিল।

৪.২ ভূমি ব্যবহার নিরূপণঃ

৪.২.১ ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার ধরণঃ

২০০১ সালে ইউ ডি ডি কর্তৃক গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের একটি মহাপরিকল্পনা করা হয়। এই মহাপরিকল্পনায় গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের উন্নয়নের জন্য এর আবাসিক, ব্যবসায়িক, শিল্প প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং নগরের সুবিধাবলি প্রদানের জন্য এলাকা চিহ্নিত করা হয়। যদিও এটি গেজেটেড হয়নি। ম্যাপ ৪.১ এর মাধ্যমে প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী ভূমি ব্যবহার দেখানো হল।

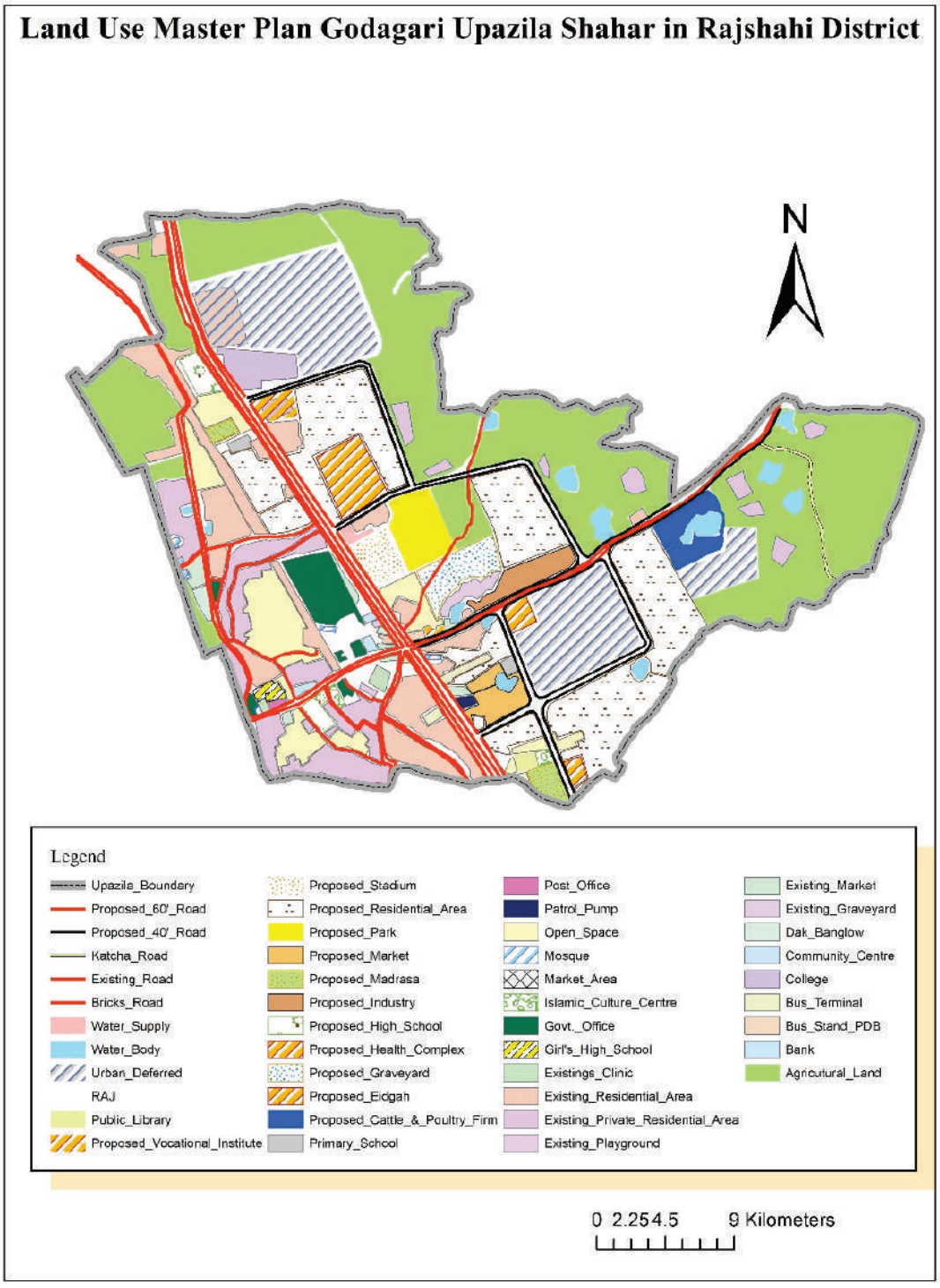

ম্যাপ ৪.১ গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহার / মহাপরিকল্পনার মানচিত্র উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

টেবিল ৪.১ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের জন্য প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা ২০০১ অনুযায়ী ভূমি ব্যবহারের ধরন

ভূমি ব্যবহার ধরণ	এলাকা (একর)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৫২	১.৬৭
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	৪৮	১.৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৬	১.৪৯
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স /হাসপাতাল	১৪	০.৪৫
দাপ্তরিক	১৭	০.৫৬
বিনোদন	৫১	১.৬৫
আর্থ-সামাজিক	২৭.৩০	০.৮৮
শহরের সুবিধা	২৪.৫০	০.৭৯
রাস্তা	১৭৫	৫.৬৭
আবাসিক	৭১০	২২.৯৩
শহর নিরাপত্তা	২২২	৭.১৭
জলজ এলাকা	১৫৬.১৮	৫.০৪
কৃষি খামার	০	
কৃষি-বনজ	১৫৫৩.৪০	৫০.১৬
মোট	৩০৯৬.৩০	১০০

উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

টেবিল ৪.১ এর তথ্য সংগ্রহ করা হয়, গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা থেকে যা প্রায় ৩০৯৬.৩০ একর এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এখানে সারনি থেকে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এলাকার শতকরা হার সম্পূর্ণ এলাকাটির ২২.৯৩%, ১.৬৭% এবং ১.৪৯%। এছাড়া এখানে প্রায় ৫০.১৬% কৃষি-বনজ এলাকা আছে।

৪.২.২ ২০০১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহারের ধরণ ঃ

২০০১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহারের ধরন টেবিল ৪.২ তে দেখানো হয়েছে । দেখা যায় যে, সে শহর এলাকার মধ্যে প্রায় ১৫.৪০% জমিতে বসতবাড়ি ছিল। এছাড়া বাণিজ্য, শিক্ষা, ও অন্যান্য সুবিধাকাজে জমির পরিমান ১%এর কিছু কম ছিল। বাকি ২২৩৪.৮৮ একর জমিতে অর্থাৎ ৭২.১৭% জমিতে কৃষি কাজ হত । ম্যাপ ৪.২ এ ২০০১ সালের ভূমি ব্যবহারের অবস্থা দেখানো হয়েছে।

ভূমি ব্যবহার ধরণ	২০০১ সালের ভূমি ব্যবহার	
	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	১১	০.৩৫
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	১১	০.৩৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	২৩	০.৭৪
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/হাসপাতাল	৬	০.১৯
দাপ্তরিক	১৭	০.৫৪
বিনোদন	৬	০.১৯
আর্থ-সামাজিক	৬.৫০	০.২০
শহরের সুবিধা	১৯.৬০	০.৬৩
রাস্তা	১২৮.২৪	৪.১৪
আবাসিক	৪৭৭	১৫.৪০
শহর নিরাপত্তা	০০	০০
জলজ এলাকা	১৫৬.১৮	৫.৪০
কৃষি খামার	০০	০০
কৃষি-বনজ	২২৩৪.৮৮	৭২.১৭
মোট	৩০৯৬.৩০	১০০

টেবিল ৪.২ ২০০১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ভূমি ব্যবহারের হার উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

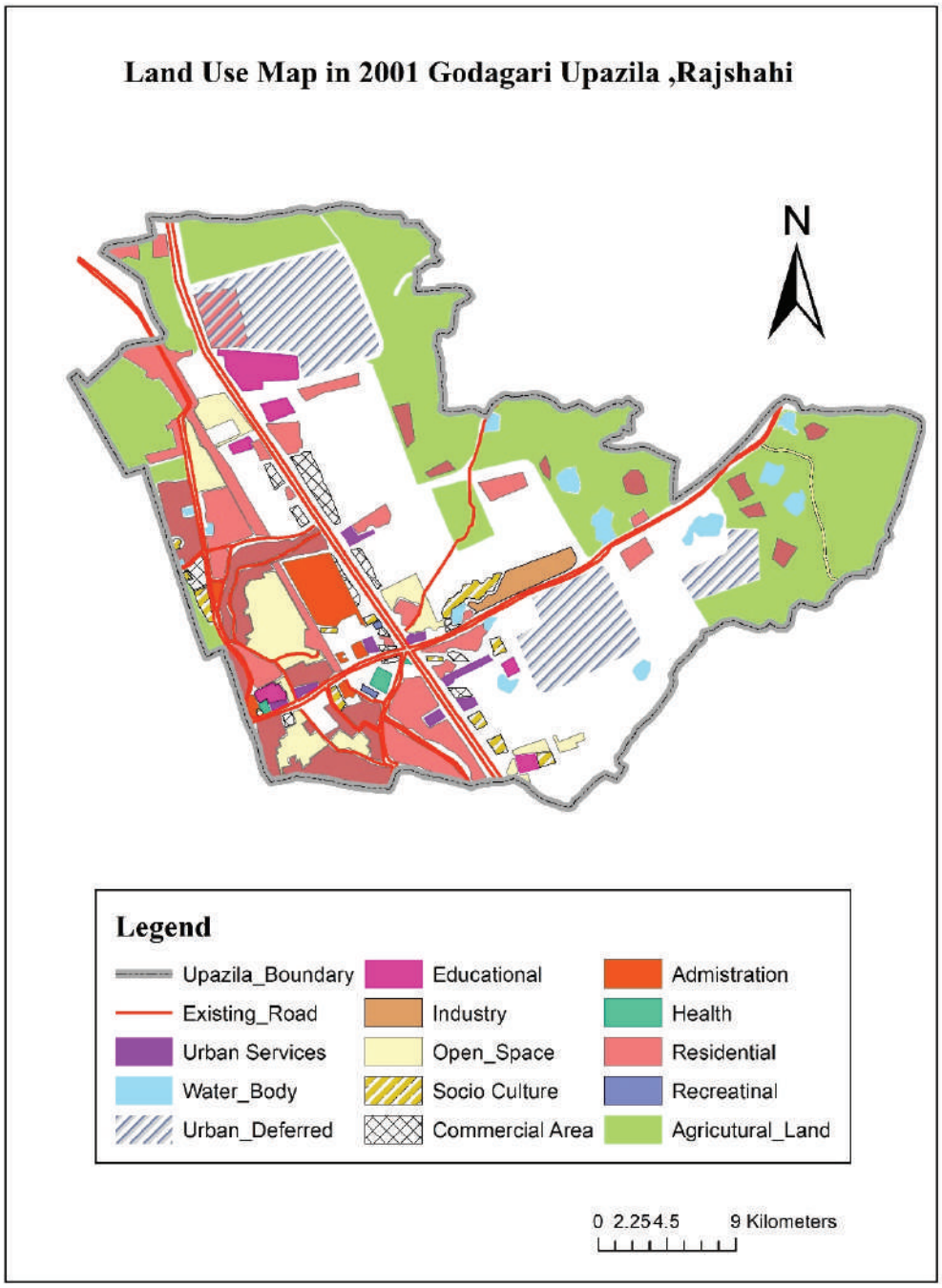

ম্যাপ ৪.২ ২০০১ সালের গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র

উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

৪.২.২.১ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহারের

ভূমি ব্যবহার ধরণ	বর্তমান ভূমি ব্যবহার	
	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%)হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	৩৫	১.২৮
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	২০	০.৭৩
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০	১.১০
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/হাসপাতাল	৮	০.২৯
দাপ্তরিক	২০	০.৭৩
বিনোদন	৭	০.২৫
আর্থ-সামাজিক	১০.৬	০.৩৯
শহরের সুবিধা	২৫.০৩	০.৯২
রাস্তা	১৪৫.৩৫	৫.৩৩
আবাসিক	৫৭৫.৩৩	২১.১১
শহর নিরাপত্তা	৩	০.১১
জলজ এলাকা	১২০.২৩	৪.৪১
কৃষি খামার	০০	০০
কৃষি-বনজ	১৭২৫.৩৫	৬৩.৩১
মোট	২৭২৪.৮৯	১০০

টেবিল ৪.৩ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহারের হার উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

টেবিল ৪.৩ এ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের মহাপরিকল্পনার বর্তমান চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে যেখানে আবাসিক এলাকা , শহরের সুবিধাবলি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এলাকায় কিছু পরিবর্তন পাওয়া যায়। বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, আবাসিক এলাকার শতকরা হার ২১.১১% যেখানে বাণিজ্যিক এলাকার শতকরা হার ০.৭৩%। শহরের সুবিধাবলি, রাস্তাঘাটের আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ০.৯২%, ৫.৩৩%। এখানে দেখা যায় যে, কৃষি ও জলাধারের জমির পরিমান ২০০১ সালের তুলনায় কমেছে। ২০০১ সালে যেখানে কৃষি ও জলাধারের জমির পরিমান ছিল ৭২.১৭% ও ৫.৪০% , ২০১৯ সালে এই জমির পরিমান কমে এসেছে ৬৩.৩১% ও ৪.৪১%। সুতরাং নগরায়নের প্রভাব কৃষি ও জলাধারের জমির উপর পড়েছে। ম্যাপ ৪.৩ এ বর্তমানের ভূমি ব্যবহার দেখানো হল।

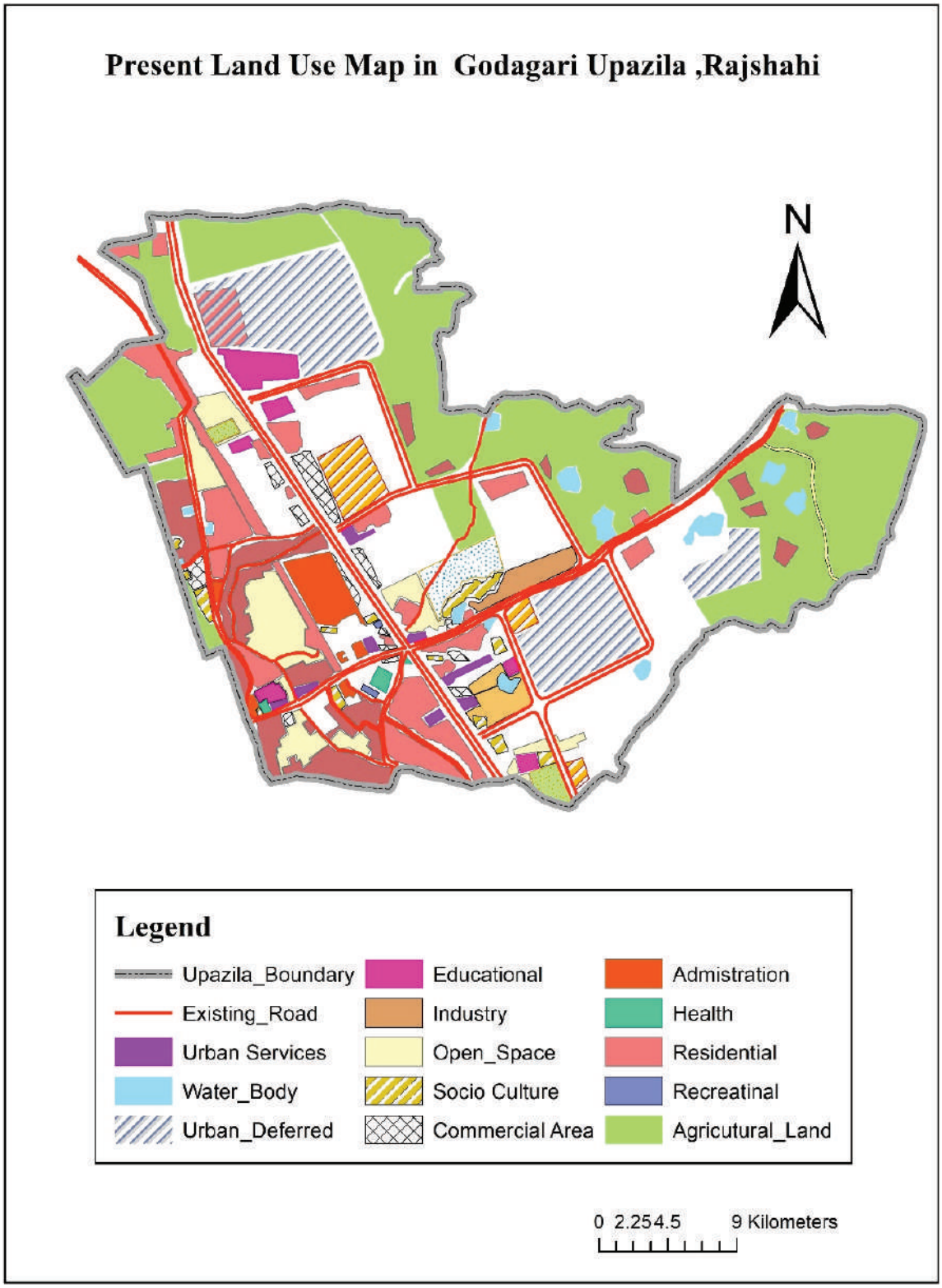

ম্যাপ ৪.৩ গোদাগাড়ী উপজেলার শহরের বর্তমান ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র

উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

৪.২.৩ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে ভূমি ব্যবহারের বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত চিত্র ঃ

টেবিল ৪.৪ এ গোদাগাড়ী উপজেলা মহাপরিকল্পনার বাস্তবায়ন ও অবাস্তবায়নের বর্তমান চিত্র উপস্থাপন করছে যেখানে আবাসিক এলাকা, শহরের সুবিধাবলি , বাণিজ্য এলাকার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অবাস্তবায়ন অবস্থা পাওয়া যায় ।

ভূমি ব্যবহার ধরণ	প্রস্তাবিত		বাস্তবায়িত		অবাস্তবায়িত		বাস্তবায়িত + অবাস্তবায়িত	
	আয়তন	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা	আয়তন	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার	আয়তন (একরে)	ক্যাটাগরি অনুযায়ী আয়তনের শতকরা (%) হার
ব্যবসা প্রতিষ্ঠান	(একরে)	(%) হার	(একরে)	১.২৮	১৭	২.৩৫	৫২	১.৬৭
কলকারখানা ও বাণিজ্যিক	৫২	১.৬৭	৩৫	০.৭৩	২৮	৩.৭৩	৪৮	১.৫৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৪৮	১.৫৫	২০	১.১০	১৬	২.২১	৪৬	১.৪৯
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স /হাসপাতাল	৪৬	১.৪৯	৩০	০.২৯	৬	০.৮৩	১৪	০.৪৫
দাপ্তরিক	১৪	০.৪৫	৮	০.৭৩	৩	০.৪১	১৭	০.৫৬
বিনোদন	১৭	০.৫৬	২০	০.২৫	৪৪	৬.০৯	৫১	১.৬৫
আর্থ-সামাজিক	৫১	১.৬৫	৭	০.৩৯	১৬.৭	২.৩১	২৭.৩০	০.৮৮
শহরের সুবিধা	২৭.৩০	০.৮৮	১০.৬	০.৯২	০.৫৩	০.০০৭	২৪.৫০	০.৭৯
রাস্তা	২৪.৫০	০.৭৯	২৫.০৩	৫.৩৩	২৯.৬৫	৪.১০	১৭৫	৫.৬৭
আবাসিক	১৭৫	৫.৬৭	১৪৫.৩৫	২১.১১	১৩৪.৬৭	১৮.৬৪	৭১০	২২.৯৩
শহর নিরাপত্তা	৭১০	২২.৯৩	৫৭৫.৩৩	০.১১	২১৯	৩০.৩১	২২২	৭.১৭
জলজ এলাকা	২২২	৭.১৭	৩	৪.৪১	৩৫.৯৫	৪.৫	১৫৬.১৮	৫.০৪
কৃষি খামার	১৫৬.১৮	৫.০৪	১২০.২৩	০০	০০	০০	০০	০০
কৃষি-বনজ	০০		০০	৬৩.৩১	১৭১.৯৫	২৩.৮০	১৫৫৩.৪০	৫০.১৬
মোট	১৫৫৩.৪০	৫০.১৬	১৭২৫.৩৫	১০০	৭২২.৪৫	১০০	৩০৯৬.৩০	১০০

টেবিল ৪.৪ গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহারের বাস্তবায়ন ও অবাস্তবায়ন উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী, আবাসিক এলাকা বাস্তবায়িত হয়েছে ২১.১১% যেখানে অবাস্তবায়ন এলাকার শতকরা হার ১৮.৬৪%। শহরের সুবিধাবলি এবং বাণিজ্যিক এলাকার আয়তন বৃদ্ধি যথাক্রমে ০.৯২% ও ০.৭৩%। অপরদিকে অবাস্তবায়নের হার যথাক্রমে ০.০০৭% ও ৩.৭৩%। এখানে দেখা যায় যে শহরের নিরাপত্তার তেমন কোন বড় ধরণের পরিবর্তন হয়নি। তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত মোট ৩০৯৬.৬৩ একর ভূমির প্রায় ৮৮.০০৫% এলাকার উন্নয়ন বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ১১.৯৯৫% উন্নয়ন এখনও অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে। ম্যাপ ৪.৪ এর মাধ্যমে গোদাগাড়ী উপজেলার ভূমি ব্যবহারের বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত চিত্র দেখানো হয়েছে।

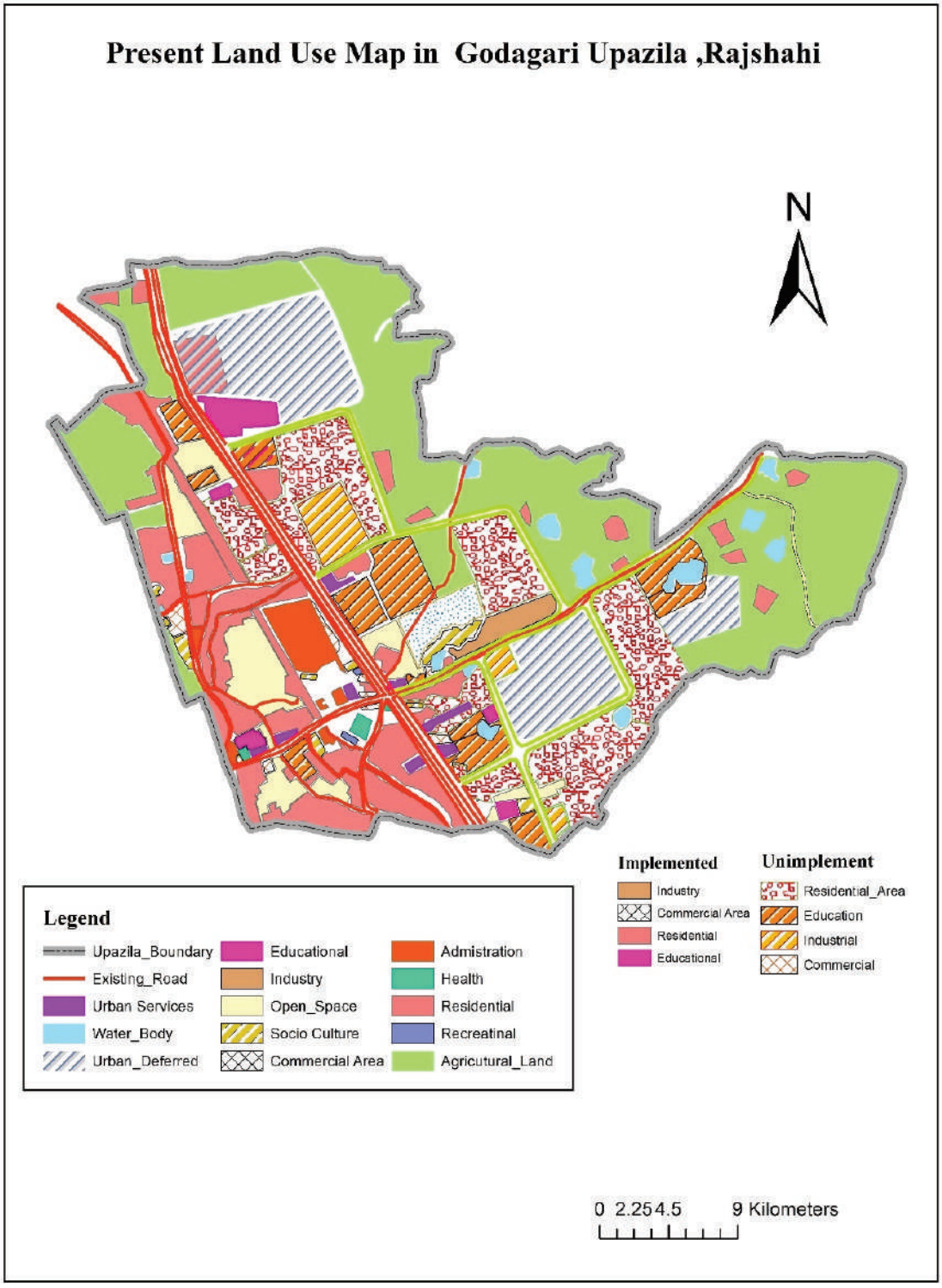

ম্যাপ ৪.৪ গোদাগাড়ী উপজেলার শহরের বাস্তবায়িত ও অবাস্তবায়িত ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র

উৎসঃ গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৯

৪.৩ আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঃ

সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা জানতে গোদাগাড়ী উপজেলার শহুরে এলাকায় একটি প্রশ্নাবলী জরিপ পরিচালিত হয় । বিভিন্ন ধরণের তথ্য কম সময়ের মধ্যে চাহিদা অনুযায়ী সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ছিল। তবে, কিছু প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি জরিপ করা হয় এবং তারপর এটি জাতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা ২০১১ এর সাথে তুলনা করা হয়। এই এলাকার অধিকাংশ মানুষ বিভিন্ন পেশার সাথে জড়িত যার মধ্যে অধিকাংশই কৃষিজীবী। এছাড়া অন্যান্য পেশার মধ্যে রয়েছে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক, ব্যবসা, গৃহস্থালীর কাজ ও পরিবহন কাজ। উপজেলায় ৭২২৮০ টি পরিবার রয়েছে। এর মধ্যে আবার দেখা যায় যে ৯৫.৭০% সাধারণ ইউনিট, ৩.৩২% প্রাতিষ্ঠানিক এবং ০.৯৮% অন্য ইউনিট।

৪.৪ আর্থ-সামাজিক জরিপ ঃ

৭২২৮০ টি পরিবারের ভিত্তিতে ৯৫% কনফিডেন্স লেভেল ও ৮% মার্জিনাল ভুল ধরে ১৫৫ টা নমুনা প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ১৫৫ জন উত্তরদাতার কাছ থেকে উত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে।

৪.৪.১ উত্তরদাতার ধরণ ঃ

গবেষণা কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে আর্থ-সামাজিক জরিপ বিশ্লেষণ করার নিমিত্তে ১৫৫ টা নমুনা প্রশ্নমালাসহ জরিপ করা হয়েছে। উত্তরদাতার মধ্যে ৭৫% পুরুষ ২৫% নারী।

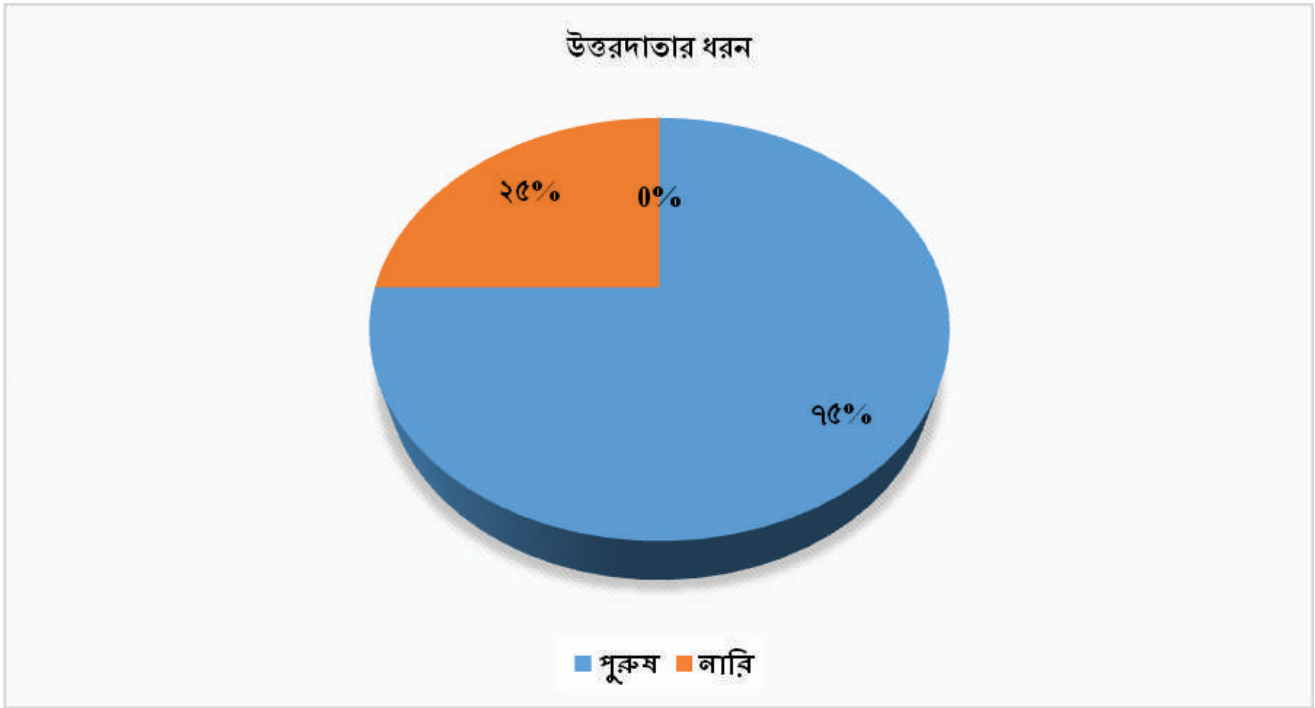

চিত্র ৪.৪.১ উত্তরদাতার ধরণ (উৎসঃ আর্থ-সামাজিক জরিপ, গোদাগাড়ী, ২০১৯)

৪.৪.২ মানুষের পেশা ঃ

এই এলাকায় বিভিন্ন পেশার মানুষ বসবাস করে। তবে অধিকাংশ মানুষ কৃষির সাথে সম্পৃক্ত, যা মোট পেশাজীবির অর্ধেকের ও বেশি । প্রশ্নাবলী জরিপ করে দেখা গেছে যে এই এলাকার প্রায় ৫২% মানুষ বিভিন্ন রকম কৃষি কাজের সাথে যুক্ত। কৃষি বাদেও এখানকার ১৬% মানুষ ব্যবসার সাথে জড়িত। তাছাড়া, এখানে দক্ষ শ্রমিক, অদক্ষ শ্রমিক, পরিবহণ কর্মী, ছাত্র ও স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা রয়েছে।

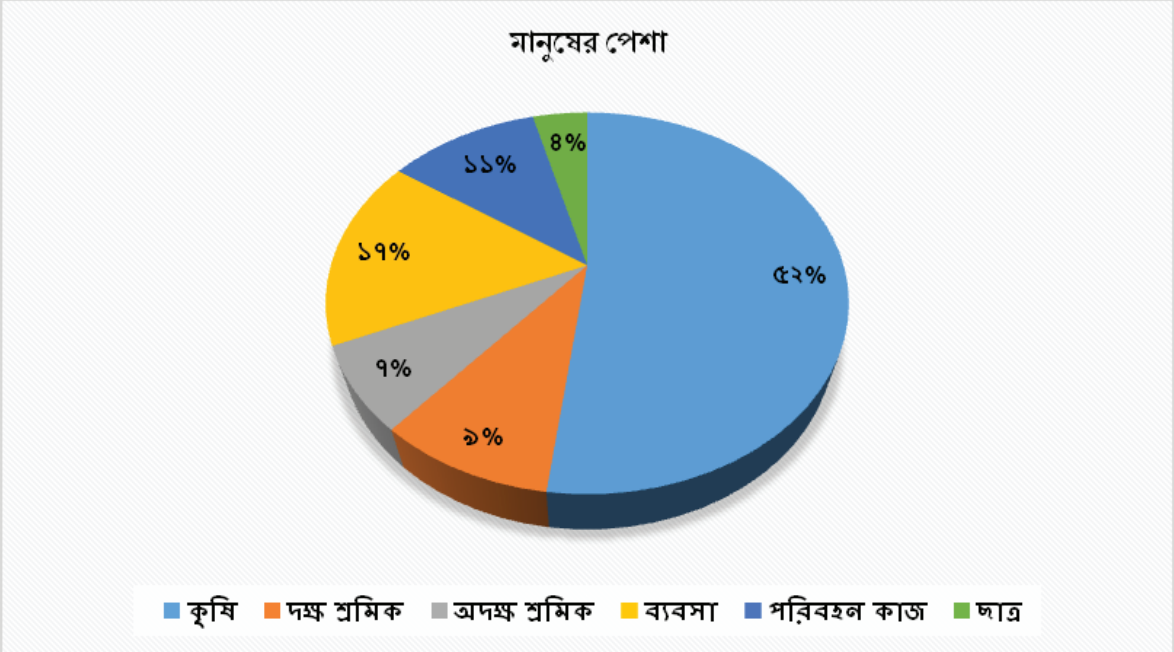

চিত্র ৪.৪.২: গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের মানুষের পেশা (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৪.৩ মাসিক আয় ঃ

এই উপজেলা শহরের অর্থনৈতিক অবস্থা কৃষি ভিত্তিক, ব্যবসা ও শ্রমিক নির্ভর। অধিকাংশ পরিবার মধ্যবিত্ত এবং তা মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ।

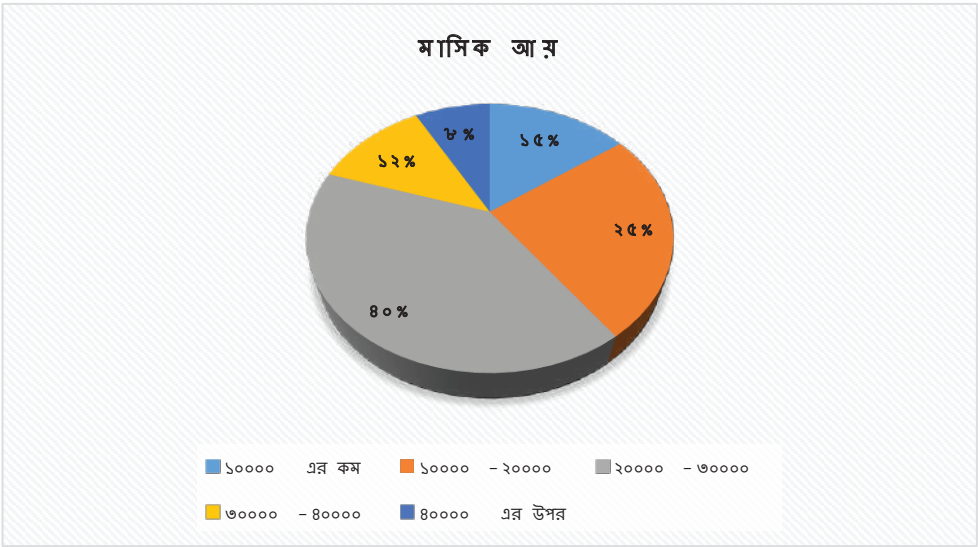

চিত্র ৪.৪.৩: গোদাগাড়ী উপজেলা শহরবাসীদের মাসিক আয় (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

প্রায় ২৫% লোক ১০০০০ থেকে ১৫০০০ টাকা অর্থ উপার্জন করে। কিন্তু, অনেক লোক প্রতি মাসে ১০০০০ এরও কম উপার্জন করে এবং তারা এখানে দরিদ্র হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও, এখানে কিছু মানুষ ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত। তাদের মধ্যে ১৩% লোক প্রতি মাসে ১৫০০০ থেকে ২০০০০ টাকা আয় করে এবং প্রায় ১২% লোকের আয় ২০০০০ এর বেশি।

৪.৪.৪ পরিবারের ধরণ ঃ

টেবিল ৪.৫ থেকে জাতীয় আবাসন এবং পরিবারের প্রকারের ক্ষেত্রে, দেখা যায় যে, নগর এলাকাগুলোতে একক পরিবারের সংখ্যা বাড়ছে এবং এটি বিবিএস ২০০১ অনুযায়ী প্রায় ৮৩.৮%। পাশাপাশি, যৌথ পারিবারিক অবস্থা ১৬.২% হারে কমেছে । দিন দিন গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে পারিবারিক অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছে। যৌথ পরিবার সংস্কৃতি এখন ভাঙ্গা শুরু করেছে এবং মানুষ একক পরিবার গঠন করতে বেশী পছন্দ করছে। একক পরিবার প্রবণতা যে এখন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জরিপ থেকে দেখা যায়, যেখানে এই উপজেলা শহরের প্রায় ৬৫% পরিবার এখন একক পরিবার।

পাশাপাশি, যৌথ পরিবার হার ধীরে ধীরে কমছে এবং এটি এখন প্রায় ৩৫%। তবে জাতীয় পর্যায়ের হারের তুলনায় এই উপজেলা শহরে একক পরিবারের হারের পরিমাণ কম।

পরিবারের ধরণ			
গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে		জাতীয় পর্যায়ে নগর এলাকার ক্ষেত্রে (২০১১ সালের বিবিএস অনুযায়ী)	
একক	যৌথ	একক	যৌথ
৬৫%	৩৫%	৮৩.৮%	১৬.২%

টেবিল ৪.৫: গোদাগাড়ী উপজেলা শহর-এর পরিবারের ধরণ হারের সাথে জাতীয় অবস্থার তুলনাঃ (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৪.৫ শিক্ষার অবস্থা ঃ

টেবিল ৪.৬ থেকে জাতীয় পর্যায়ে নগর এলাকার স্বাক্ষরতার হারের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষিতের হার অশিক্ষিতের হারের চেয়ে এখন বেশি এবং এটি বিবিএস ২০১১ অনুযায়ী প্রায় ৬৬.৪০%। পাশাপাশি, অশিক্ষিতের হারের অবস্থা প্রায় ৩৩.৬০ %। ২০১১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলাতে স্বাক্ষরতার হার ছিল ৫৫.৩% ।

টেবিল ৪.৬: গোদাগাড়ী উপজেলা শহর-এর স্বাক্ষরতার হারের সাথে জাতীয় অবস্থার তুলনাঃ

স্বাক্ষরতার হার			
গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে*		জাতীয় পর্যায়ে নগর এলাকার ক্ষেত্রে (২০১১ সালের বিবিএস অনুযায়ী)	
শিক্ষিত	অশিক্ষিত	শিক্ষিত	অশিক্ষিত
৮৫.৩%	১৪.৭%	৬৬.৪০%	৩৩.৬০%

(উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের মানুষ শিক্ষার ব্যাপারে সচেতন। এই উপজেলা শহরে স্বাক্ষরতার হার ৮৫.৩% এবং নিরক্ষরতার হার ১৪.৭%। এটা খুবই ভালো যে এই উপজেলা শহরের লোকেরা এখন আগের তুলনায় আরো বেশি শিক্ষিত হতে আগ্রহী। এটিও ঘটতে পারে কারণ এই উপজেলায় অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তবে জাতীয় স্বাক্ষরতার হারের চেয়ে গোদাগাড়ী স্বাক্ষরতার হারের পরিমাণ অনেকাংশে বেশি। শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ৪৯% পড়তে এবং লিখতে পারে এবং তারা অন্তত প্রাথমিক স্তরে অধ্যয়ন করেছেন। অপরদিকে মাধ্যমিক স্তরে পাস করেছে প্রায় ২৬.৪৪% । উচ্চ মাধ্যমিক বা উচ্চ ডিগ্রী সার্টিফিকেট আছে এমন মানুষের শতাংশ প্রায় ১০.৫৯, যা দ্বিতীয় গৃহীত লোকের চেয়ে বেশি । তবে বর্তমানে এই এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার হার ১০০% করার লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে এবং বাচ্চারা যাতে ক্লাস ৫ এর আগে ঝরে না পরে সেজন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে । এর মধ্যে পৌরসভা এলাকার আশেপাশের সকল স্কুলে ছেলে মেয়ে উভয়ের জন্য উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে । তাছাড়া বাচ্চাদের বাবা মায়ের সাথে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কাজ করার মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হচ্ছে। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝড়ে পরার শিশুর হার প্রায় ১০% ।

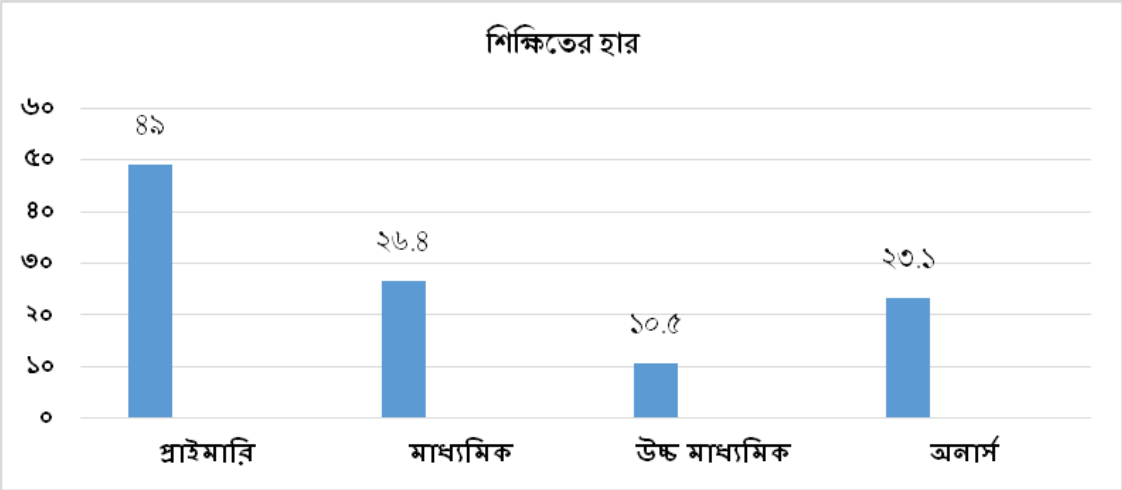

চিত্র ৪.৪.৫: গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে শিক্ষিতের হার (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৫ অভিগমন

কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী কর্তৃক স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করাকে অভিগমন (Migration) বলে। জাতিসংঘের সংজ্ঞা অনুযায়ী, কমপক্ষে ১ বছর সময়ের জন্য বাসস্থানের যে কোন প্রকারের পরিবর্তন করাকে অভিগমন বলা হয়। অভিগমনের বিষয়টি সময় ও দূরত্বের উপর নির্ভরশীল।

৪.৫.১ অভিবাসন হার এবং উদ্দেশ্যঃ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে অভিবাসন হার ৪৫%। যদিও অভিবাসন হার কম তবুও কর্মসংস্থা-নের জন্য মানুষ উপজেলা শহরের বাহিরে থাকছেন। অধিকাংশই চাকুরী (৩৫.৫%), ছাত্র (৩০.৬%) এবং ব্যবসা (২৫.৫) জন্য বাহিরে থাকছেন এছাড়াও উন্নত জীবন ব্যবস্থা (১.৫) জন্য মানুষ বাহিরে থাকছে।

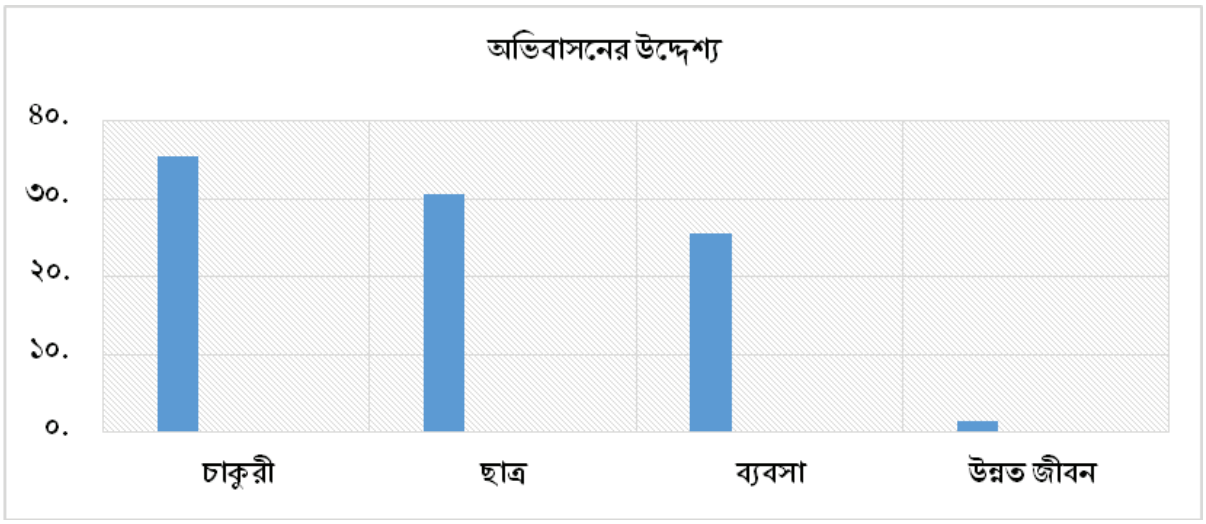

চিত্র ৪.৫.১: গোদাগাড়ী উপজেলা শহর আধিবাসিদের অভিবাসন (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৬ জমি ও গৃহ ঃ

এই উপজেলাতে প্রায় সকল মানুষের কম বেশি নিজের জমি আছে। কারও আবাদি জমির পরিমান বেশি। এই জমি ও বাড়ির মূল্য প্রায় প্রতি কাঠাতে ১,৩০,০০০-২,০০,০০০ টাকা। যাদের বাড়ি নিচু জমিতে তারা মাটি দিয়ে জমি ভরাট করে বাড়ি করেছে । এই জমি ভরাট করতে গিয়ে অনেকে পুকুর তৈরি করছে ।

৪.৬.১ বাড়ির কাঠামোর ধরই ঃ

উপজেলার গড় পরিবারের লোকসংখ্যা (সাধারণত) ৪-৫ জন। গ্রামীণ এবং শহুরে এলাকায় এর অবস্থা একই। টেবিল থেকে জাতীয় পর্যায়ে নগর এলাকার ক্ষেত্রে বাড়ির কাঠামোর ধরণে দেখা যায় যে, কাঁচা-ঝুপড়ি ও পাকা বাড়ির হারের অনুপাত মোটামুটি সমান এবং এটি বিবিএস ২০১১ অনুযায়ী যথাক্রমে প্রায় ৩৬.১২% এবং ৩১.৮৬%। তবে দেশের নগর এলাকাগুলোতে সেমি পাকা বাসার হারের পরিমাণ প্রায় ৩২.০২%। অপর দিকে ২০১১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে ৪.৬% সাধারণ পরিবার পাকা বাড়িতে বাস করত, আধা-পাকা বাড়িতে ১৮.৯% , কাঁচা ঘরটিতে ৭৪.২% এবং বাকি ২.৩% ঝুপরিতে থাকত। দেখা যায় যে ২০১১ হতে ২০১৮ সালের মধ্যে পাকা বাড়ীর পরিমান ১৩.৭৪ (২৮.৩৪-৪.৬=২৩.৭৪) বৃদ্ধি পেয়েছে ।

টেবিল ৪.৭: গোদাগাড়ী উপজেলা শহর-এর বাড়ির কাঠামোর ধরণের সাথে জাতীয় অবস্থার তুলনাঃ

বাড়ীর কাঠামোর ধরণ						
গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে*				জাতীয় পর্যায়ে নগর এলাকার ক্ষেত্রে (২০১১ সালের বিবিএস অনুযায়ী)		
কাঁচা	ঝুপড়ি	সেমি পাকা	পাকা ইমারত	কাঁচা ও ঝুপড়ি	সেমি পাকা	পাকা ইমারত
১২%	৮.৩৩%	৪৫.৩৩%	৩৪.৩৪%	৩৬.১২%	৩২.০২%	৩১.৮৬%

(উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

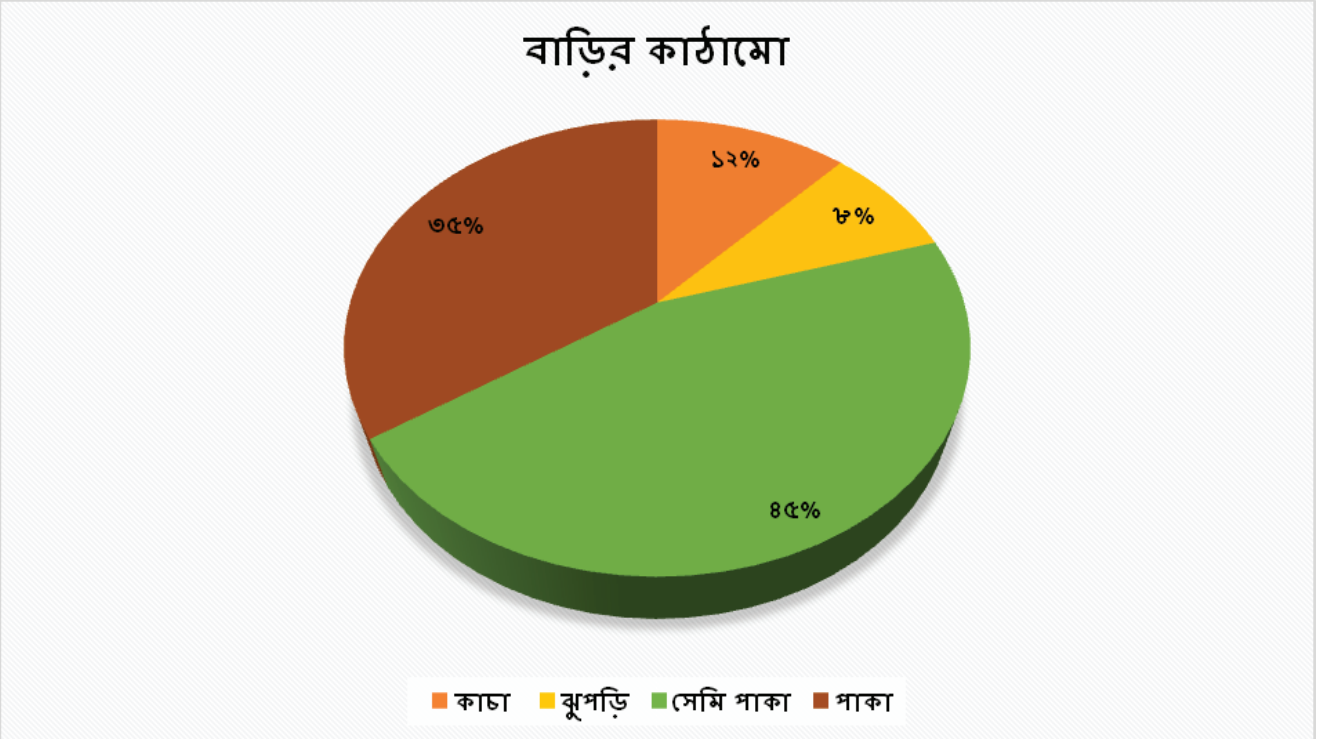

চিত্র ৪.৬.১: গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের বাড়ির কাঠামোর ধরণ (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

এই উপজেলা শহরে বিভিন্ন ধরণের কাঠামোগত বাড়ি আছে। সেগুলোর বেশীরভাগ ঘরই আধা-পাকা এবং অন্যগুলি পাকা ও কাঁচা। প্রায় ৪৫% ঘরবাড়ি আধা পাকা। সেগুলো ইট এবং টিনের তৈরি। এছাড়া, ১২%ঘর কাঁচা এবং ৩৫% ঘর পাকা মানে ইট দ্বারা তৈরি সম্পূর্ণরূপে। জাতীয় বাড়ির কাঠামোর ধরণের হারের সাথে এই উপজেলা শহরে পার্থক্য দেখা যায়।

৪.৬.২ বাড়ি তৈরির আইন ঃ

অধিকাংশ মানুষ বাড়ি তৈরিতে কোন প্ল্যান মানেনি। আবার তাদের বাড়ি পৌরসভা দ্বারা অনুমোদিত না । তারা বাড়ির কোন আইন মেনে চলছে না। নিজের ইচ্ছা মত বাড়ি জায়গা ব্যবহার করছে। অধিকাংশই মনে করে এই কাজ গুলো ঝামেলা এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এই উপজেলা শহরে বিভিন্ন ধরণের কাঠামোগত বাড়ি আছে। সেগুলার বেশীরভাগ ঘরই আধা-পাকা এবং অন্যগুলি পাকা ও কাঁচা । প্রায় ৪৫% ঘরবাড়ি আধা পাকা। সেগুলো ইট এবং টিনের তৈরি। এছাড়া, ১২%ঘর কাঁচা এবং ৩৫% ঘর পাকা মানে ইট দ্বারা তৈরি সম্পূর্ণরূপে। জাতীয় বাড়ির কাঠামোর ধরণের হারের সাথে এই উপজেলা শহরে পার্থক্য দেখা যায়।

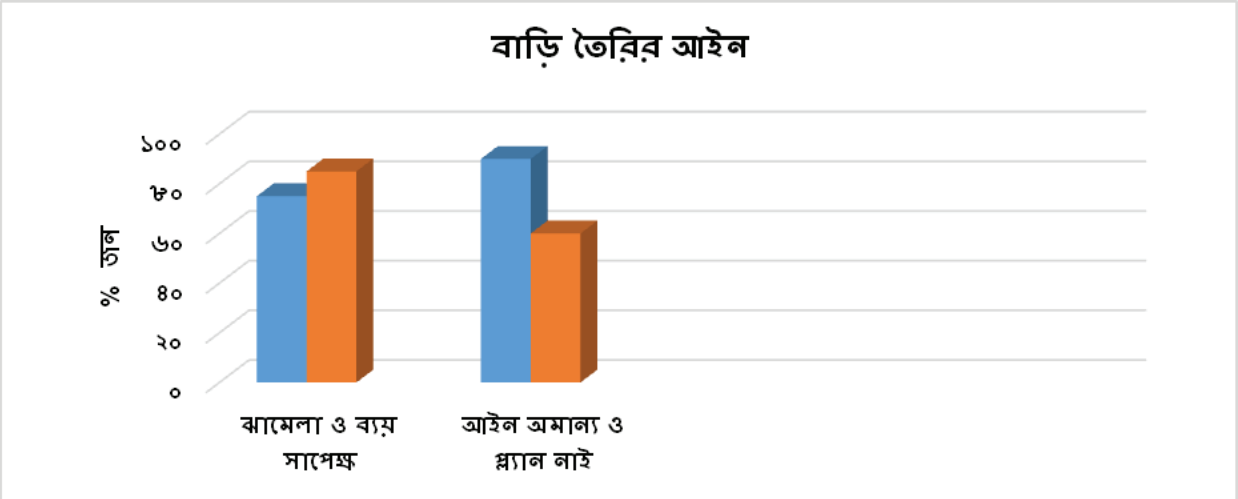

চিত্র ৪.৬.২ বাড়ি তৈরির আইন (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৭ উপজেলার ভূমি ধরণ ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা সম্পূর্ন কৃষি নির্ভর। কৃষি উৎপাদিত ফসলের মাঝে ধান, গম, আলু উল্লেখযোগ্য। গোদাগাড়ী উপজেলায় সারাবছর ধান, গম, ভুট্টা, পাট, ছোলা, আলু, টমেটো, আখ, পেঁয়াজসহ বিভিন্ন ফসল চাষ করা হয়। এই উপজেলায় আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আপেল কুল, লিচুসহ বিভিন্ন ফল ও বনজ গাছ রয়েছে। এছাড়া সরকারী বেসরকারী পুকুরে মাছ চাষ করা হয়।

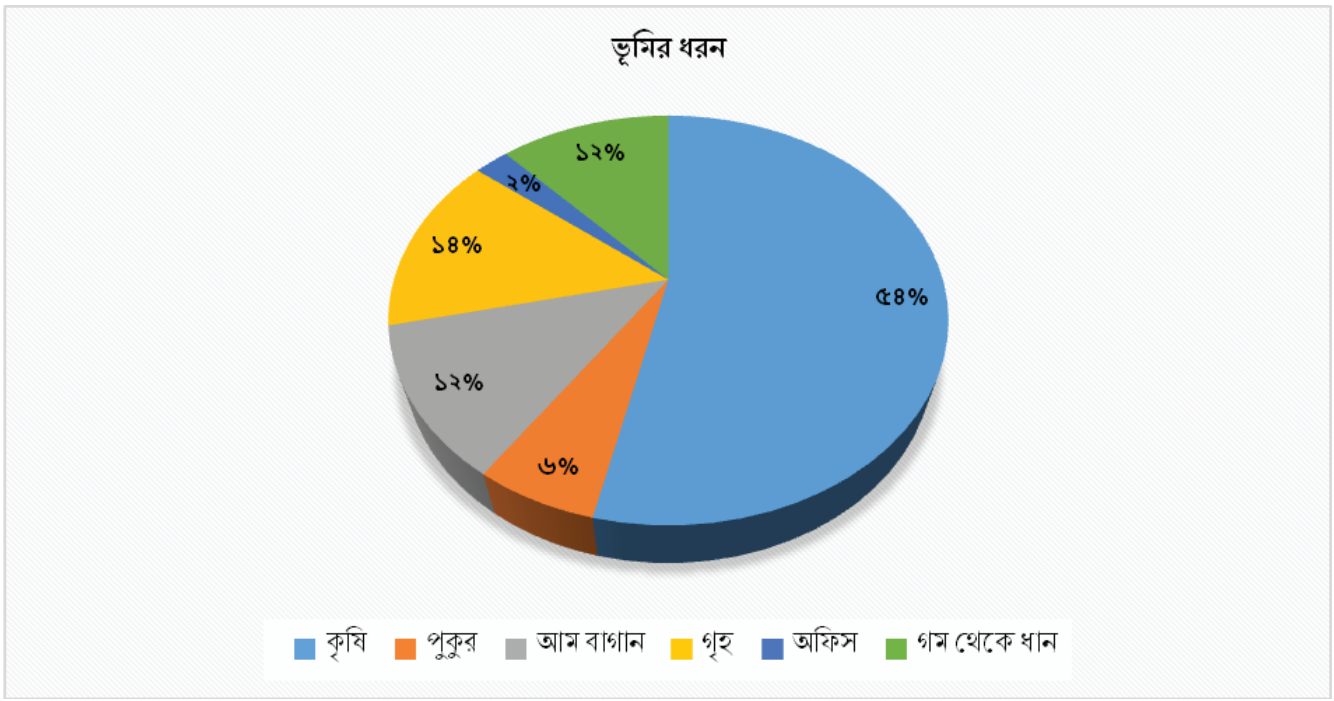

চিত্র ৪.৭ উপজেলার ভূমি ধরণ (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৭.১ জমি ভরাট করে ভূমির ব্যবহার ঃ

সময়ের সাথে সাথে চাহিদা পূরণের জন্য পুকুর , খাল ইত্যাদি জলাভূমি ভরাট হচ্ছে । প্রায় ৫২% জমি ভরাট হয় নি, ১৮.৬৭% জমি আবাসিক, ৮.৬ জমি মিশ্র ভূমি ২০.৬৭% জমি বাণিজ্য ব্যবহার হচ্ছে।

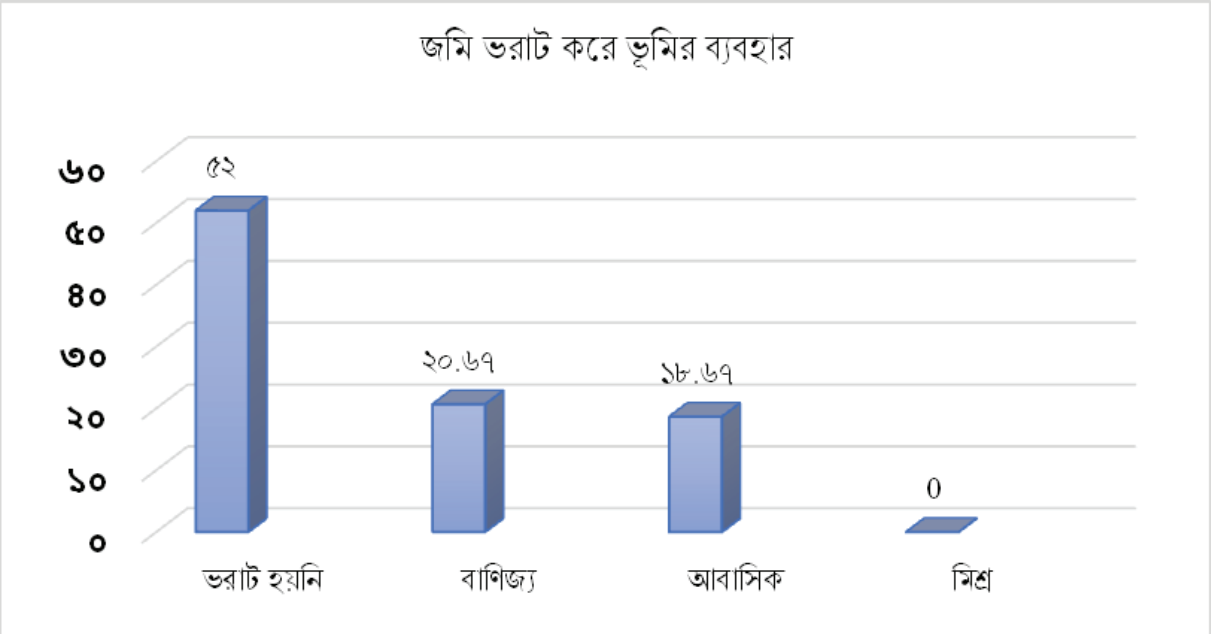

চিত্র ৪.৭.১জমি ভরাট করে ভূমির ব্যবহার (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.৮ জ্বালানী উৎস ঃ

টেবিল ৪.৮ থেকে জাতীয় ক্ষেত্রে বাড়ির জ্বালানীর উৎসে দেখা যায় যে, লাকড়ি/কাঠ/পাতা/শুকনা গোবর দ্বারা রান্নার পরিমানের হারের পরিমাণ অনেক বেশি এবং বিবিএস ২০১১ অনুযায়ী ৮৫.৯% মানুষ লাকড়ি/কাঠ/পাতা/শুকনা গোবর এগুলোর যে কোনো একটা কিছু রান্নার কাজে ব্যবহার করে । তবে সিলিন্ডার, গ্যাস বা অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহারের হারের পরিমাণ যথাক্রমে প্রায় ১২.৬% এবং ১.৫%,যা অনেক কম ।

টেবিল ৪.৮: গোদাগাড়ী উপজেলা শহর-এর জ্বালানির উৎসের সাথে জাতীয় অবস্থার তুলনাঃ

জ্বালানীর উৎস					
গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে*			জাতীয় পর্যায়ে সার্বিক অবস্থা গ্রাম ও শহর যুগোৎপত (২০১১ সালের বিবিএস অনুযায়ী)		
লাকড়ি/কাঠ/পাতা/শুকনা গোবর	সিলিন্ডার	অন্যান্য	লাকড়ি/কাঠ/পাতা/শুকনা গোবর	সিলিন্ডার	অন্যান্য
২৮%	৫৬%	১৬%	৮৫.৯%	১২.৬%	১.৫%

(উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

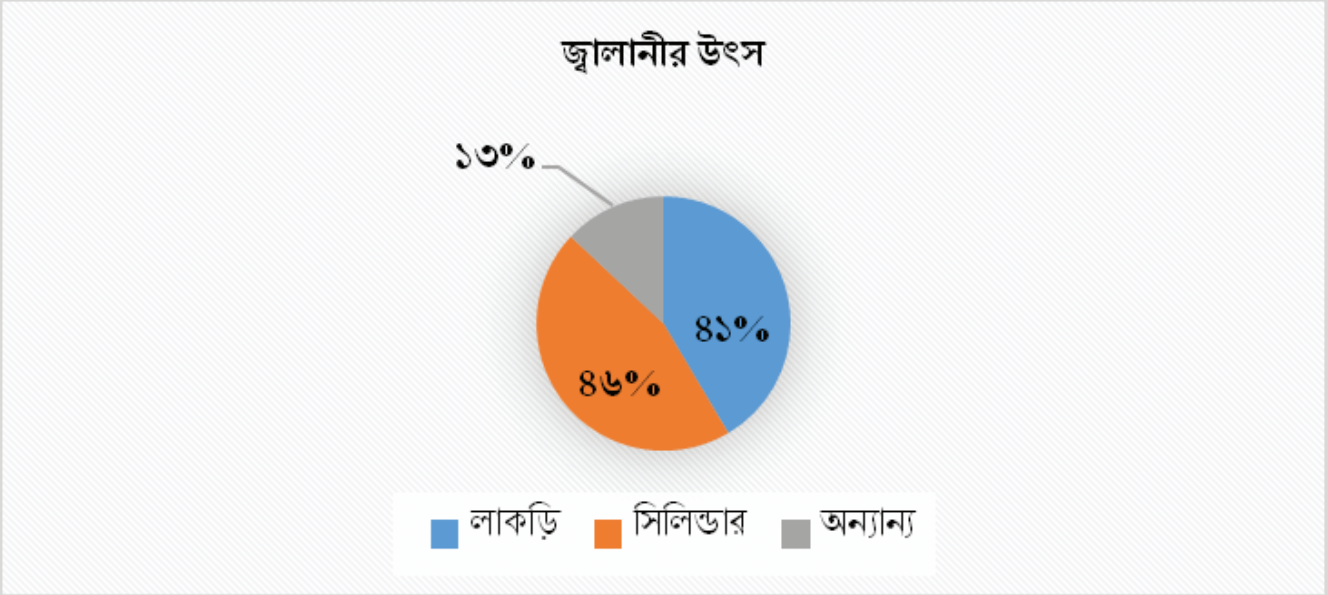

চিত্র ৪.৮ : গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে জ্বালানির উৎস (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

গোদাগাড়ী উপজেলা শহর এলাকায় মানুষ জ্বালানির জন্য সিলিন্ডার গ্যাসের উপর নির্ভর করে। প্রায় ৪৬% পরিবার রান্না করার জন্য জ্বালানি হিসেবে সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করে। পাশাপাশি, কিছু পরিবার এখনও রান্নার কাজে জ্বালানী হিসাবে কাঠ বা লাকড়ী ব্যবহার করে। লাকড়ী ব্যবহারের হার প্রায় ৪১% এবং এটি কুড়িয়ে বা নিজস্ব জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও, তারা রান্নার জন্য কেরোসিন, কাঠকয়লা এবং অন্যান্য জিনিস ব্যবহার করে।

৪.৯ পয়ঃনিস্কাশনের ধরণ ঃ

টেবিল ৪.১০ থেকে জাতীয় পয়ঃনিস্কাশনের ধরণের অবস্থার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কাঁচা, পাকা ও সেমি পাকা পয়ঃনিস্কাশনের অবস্থার হার প্রায় একই রকম এবং বিবিএস ২০১১ অনুযায়ী তা যথাক্রমে ৩৮.৪%, ২৭.৮% এবং ৩৩.৮%। ২০১১ সালে গোদাগাড়ী উপজেলায় ৬৭.৫% সাধারণ পরিবার স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ৩৯.৩% নন-স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং অবশিষ্ট ৩.২% কোন টয়লেট ব্যবহার করত না ।

টেবিল ৪.৯: গোদাগাড়ী উপজেলা শহর-এর পয়ঃনিস্কাশনের ধরণের অবস্থার সাথে জাতীয় অবস্থার তুলনাঃ

পয়ঃনিস্কাশনের ধরণ					
গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের ক্ষেত্রে*			জাতীয় পর্যায়ে সার্বিক অবস্থা ু গ্রাম ও শহর যুগোৎপত (২০১১ সালের বিবিএস অনুযায়ী)		
কাচা	পাকা	সেমি পাকা	কাচা	পাকা	সেমি পাকা
২৭.৯৪%	৩০.১৫%	৪১.৯১%	৩৮.৪%	২৭.৮%	৩৩.৮%

(উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

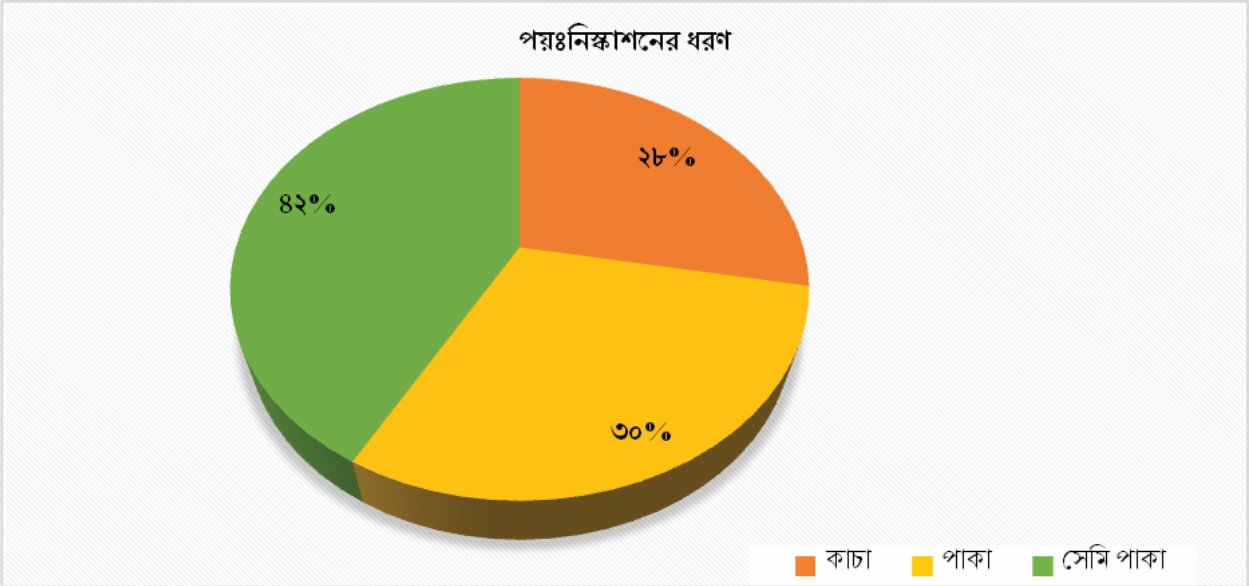

চিত্র ৪.৯: গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে পয়ঃনিস্কাশনের ধরণ (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

চার্ট থেকে দেখানো হয়েছে যে এই উপজেলার শহর এলাকার স্যানিটেশন খুব খারাপ নয়। মানুষ এখন তাদের টয়লেট সম্পর্কে সচেতন। এই উপজেলায় শহরে প্রায় ৪২% আধা পাকা টয়লেট রয়েছে। পাশাপাশি, মানুষ পাকা টয়লেট নির্মাণ শুরু করেছে এবং তার পরিমাণ এখন প্রায় ৩০%। যদিও, এখনও কিছু পরিবার তাদের টয়লেট সম্পর্কে সচেতন নয়, এটি ২৮% এর বেশি নয়। জাতীয় অবস্থার তুলনায় এই উপজেলা শহরে পাকা ও সেমি পাকা টয়লেটের অবস্থা কিছুটা ভাল।

৪.১০ জলাবদ্ধতার কারণ ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা শহর সর্বদা বর্ষার সময় জলাবদ্ধতার শিকার হয়। ৩- ৪ ঘন্টা বৃষ্টিপাতের জন্য, এই উপজেলার অনেক অংশ পানির নিচে অনেক সময়ের জন্য থাকে। এটার কারণ এই উপজেলা শহরটি একটি নিচু এলাকা এবং এটি বিল দ্বারা বেষ্টিত। এই উপজেলা শহরের প্রায় ৬৫% এলাকা নিচু। জলাবদ্ধতার আরেকটি কারণ হল এখানে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থাটি উন্নত নয়। এই উপজেলায় কোন গঠনমূলক নিষ্কাশন ব্যবস্থা নেই এবং ৩৫% এলাকা ড্রেনের অভাবের কারণে বর্ষাকালে জলাবদ্ধতার শিকার হয়ে পড়ে।

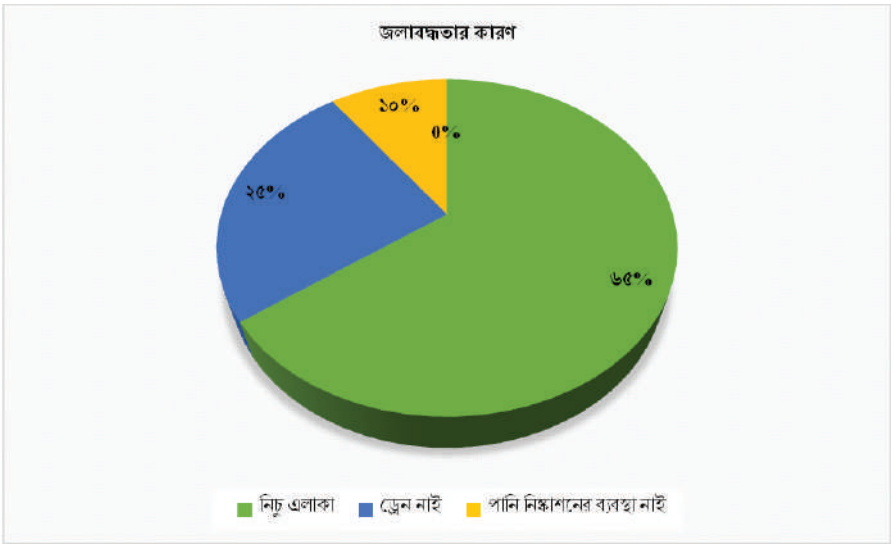

চিত্র ৪.১০:গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে জলাবদ্ধতার কারণ (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.১১ মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত ঃ

৪.১১.১ মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে অবগত ঃ

মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে অবগত হওয়ার প্রশ্নে ৮৮% উত্তরদাতা বলেছেন তারা নব্বই দশকের প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে জানে না , ১২% উত্তরদাতা জানে।

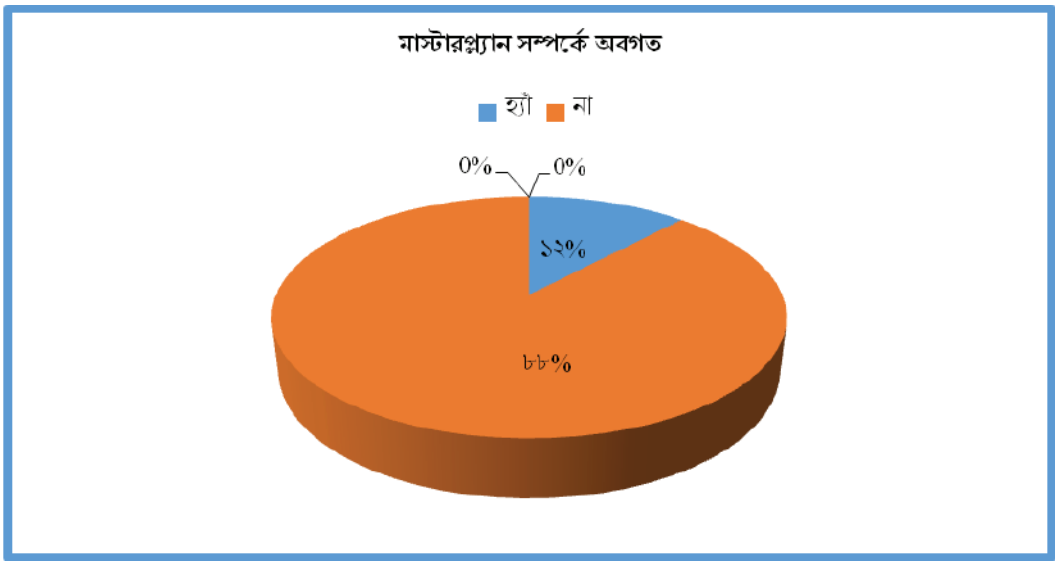

চিত্র ৪.১১.১ মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে অবগত (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.১১.২ এলাকার উন্নয়ন মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে কিনা

এলাকার উন্নয়ন মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী হয়েছে কিনা প্রশ্নে ৮৩% উত্তরদাতা বলেছেন তারা নব্বই দশকের প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী হয় নি, ১৭% উত্তরদাতা বলেছে কাজ হয়েছে ।

৪.১২ টেকসই উন্নয়নের উপায়

টেকসই উন্নয়নের উপায় জানতে চাইলে ৭০% উত্তরদাতা বলেছেন নতুন মাষ্টারপ্ল্যান অনুযায়ী করতে ২৭% বলেছে আগের অনুযায়ী করতে ৩% কোন উত্তর দিতে পারেনি ।

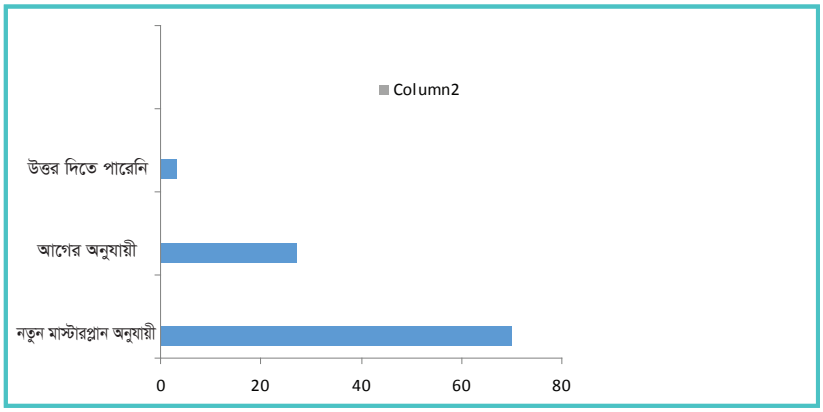

চিত্র ৪.১২ টেকসই উন্নয়নের উপায় উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.১৩ এলাকার সমস্যা অনুযায়ী মাষ্টারপ্ল্যান করার আহ্বান এলাকা বাসির দাবি এলাকার সমস্যা অনুযায়ী মাষ্টারপ্ল্যান করা। আহ্বান গুলোর মধ্যে খাবার পানি, বিদ্যুৎ ও জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধান করা। সেই সাথে যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন করা ।

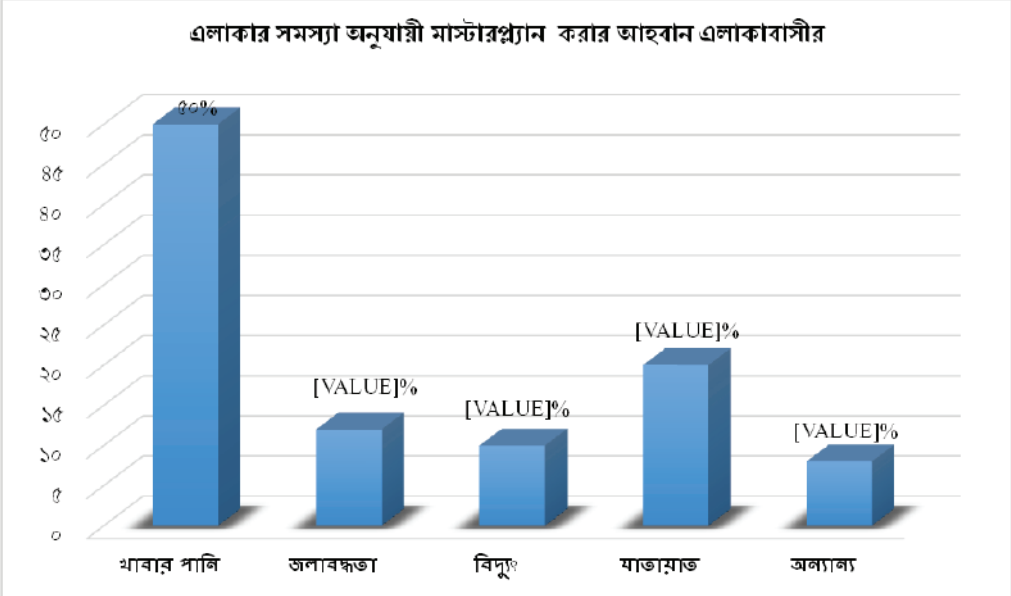

চিত্র ৪.১৩ এলাকার সমস্যা অনুযায়ী মাষ্টারপ্ল্যান করার আহ্বান এলাকাবাসীর (উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

৪.১৪ SWOT বিশ্লেষণ ঃ

SWOT বিশ্লেষণ হচ্ছে এমন একটি গবেষণা যার মধ্যমে কোন প্রতিষ্ঠান কোন এলাকার আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং ঐ এলাকার দুর্বলতা এর পাশাপাশি ঐ এলাকার বহিরাগত সুযোগ সুবিধা এবং হুমকি নিয়ে আলোচনা করা হয় । গোদাগাড়ী উপজেলায় মাঠ পর্যায় পরিদর্শন এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে আভ্যন্তরীণ শক্তি, আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, সুযোগ সুবিধা, হুমকি বিশ্লেষণ করা হল ।

১। আভ্যন্তরীণ শক্তি ঃ	**২। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ঃ**
* পর্যাপ্ত আবাদযোগ্য কৃষি জমি। * পর্যাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। * আম ও মৎস্য চাষের মত লাভজনক ব্যবসা। * ইউনিয়ন ও পৌরসভার সাথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা। * যুবউন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক যুবদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষনের আয়োজন। * এনজিও কর্তৃক এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কর্মশালার আয়োজন	* নিচু এলাকা এবং পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা । * বিভিন্ন নাগরিক সুবিধা যেমন ড্রেন, ল্যাম্প পোস্ট, পানি সরবরাহ, গ্যাস, কমিউনিটি সেন্টার, ফায়ার সার্ভিস এবং অন্যান্য সুবিধা না থাকা। * বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সমন্বয়হীনতা । * ভবিষ্যতের জন্য কোন সুনির্দষ্ট মহাপরিকল্পনা না থাকা।

৩। **বাহ্যিক সুযোগ সুবিধা ঃ**	৪। বাহ্যিক হুমকি ঃ
*বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে এলাকার কৃষি কাজের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব । *এলাকা কে রপ্তানি কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের সুষ্ঠ বাজার নিশ্চিত করা । *চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক খেলার মাঠ তৈরি করার সুযোগ রয়েছে । *আইনগত নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে বিছিন্ন আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠা রোধ করা সম্ভব ।	* প্রাকৃতিক দূর্যোগ (বন্যা) । * রাজনৈতিক প্রভাব । * বেকার সমস্যা । * মাদক সমস্যা ।

৪.১৫ Cause & Effect Diagram:

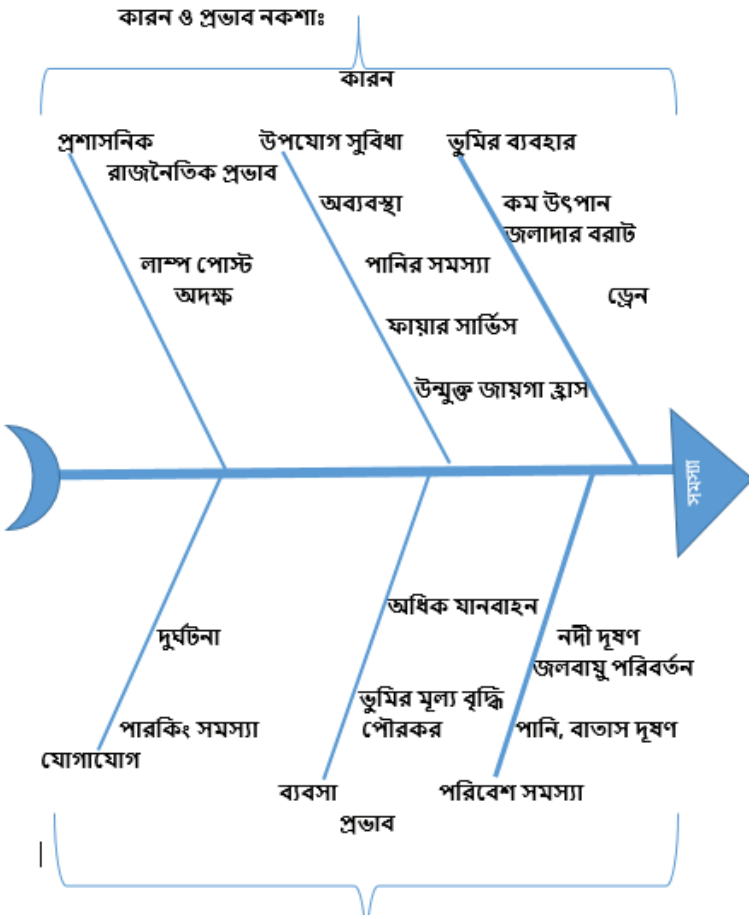

চিত্র ৪.১২ টেকসই উন্নয়নের উপায় উৎসঃ মাঠ পর্যায় জরিপ, ২০১৯)

অধ্যায় ০৫ সুপারিশঃ

৫.১ ভূমিকা:

মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নে যেমন বিভিন্ন বাধা বিঘ্নতা থাকে, তেমনি ব্যাপক চ্যালেঞ্জও থাকে। এছাড়াও একটি মাষ্টারপ্ল্যান নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, উপযুক্ত পরিমাণে সরকারি প্রণোদনা, পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করার কলাকৌশল, এছাড়াও বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা প্রয়োজন। প্রস্তাবিত ভূমিতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা ছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। এ ক্ষেত্রে উপজেলা/পৌরসভায় পরিকল্পনা শাখার যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। নিয়মিত পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল মাষ্টার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর মাষ্টারপ্ল্যান রিভিউ করলে তা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমস্যা অতিদ্রুত দূরীভূত হয়। যেমন, উপজেলা / পৌরসভার জন্য ২০ বছর মেয়াদী যে মাষ্টারপ্ল্যান রয়েছে তা বিভিন্ন ডিটেইলড এরিয়া প্ল্যান ও অ্যাকশন এরিয়া প্ল্যানের সমন্বয়ে তৈরি হওয়া উচিত যা স্ট্রাকচার প্ল্যান তৈরিতেও বিশেষ ভূমিকা রাখবে। মাষ্টার প্ল্যানের বাস্তবায়ন করা শুধুমাত্র উপজেলা/পৌরসভার একক দায়িত্ব নয়। বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার জন্য সমন্বিত ভাবে অনেক প্রতিষ্ঠানেরই উদ্যোগের প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিস্তৃত গবেষণার মাধ্যমে মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন উপজেলা/পৌরসভাকে বিবেচনা করা উচিত।

৫.২ সুপারিশমালা ঃ

এক্ষেত্রে যে সকল সুপারিশমালা প্রদান করা যেতে পারে তা হল ঃ

১। উপজেলার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক গেজেট হওয়া উচিত,
২। উপজেলার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিতরণ করা।
৩। মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান ও জনসাধারণের মধ্যে সমন্বয় রাখা উচিত।
৪। ভূমির মালিক এবং ভূমি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষগুলোর জন্য দৃশ্যমান সুবিধাদি বা লভ্যাংশের ব্যবস্থা থাকা উচিত যা জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে ।
৫। স্থানীয় বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা বিশেষত পরিকল্পনাবিদ, প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার ও অন্যান্য যারা পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট কাজে জড়িত ।
৬। উপজেলা/পৌরসভার পরিকল্পনা শাখার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিক যথাযথভাবে সরবরাহ করা উচিত।
৭। জেলা পরিষদের সমন্বয় সভায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বিষয়ক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।
৮। গোদাগাড়ী উপজেলাকে নদী বন্দর ও অর্থনৈতিক অঞ্চল পরিকল্পনার আওতায় এনে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়া।
৯। উপজেলার গ্রাম পর্যায়ে আমার গ্রাম, আমার শহর ও একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প গুলো ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটানো ।
১০। পয়ঃনিষ্কাশন ও নাগরিক সুবিধা আরও সহজ ও উন্নত করা উচিত।
১১। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে উপজেলার কৃষি উদ্যোক্তাগণকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে।
১২ । এলাকা কে রপ্তানি কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্যের সুষ্ঠ বাজার নিশ্চিত করা।
১৩ । চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক ও খেলার মাঠ তৈরি করা উচিত।
১৪ । আইনগত নীতিমালা প্রণয়ের মাধ্যমে বিছিন্ন আবাসিক এলাকা গড়ে ওঠা রোধ করতে হবে ।

এছাড়া, FGD থেকে পাওয়া তথ্য মতে, এই উপজেলার কৃষিভিত্তিক উন্নয়ন করা দরকার। তাছাড়া, নিজেদের মধ্যে কৃষিভিত্তিক সমিতি করে কৃষির উন্নয়নে কাজ করা দরকার। যেহেতু, অন্যান্য ফসলের মধ্যে এই এলাকার আম, পেয়ারা ও লিচুর বিশেষ খ্যাতি আছে। সেহেতু এসব ফসলের উন্নয়ন বাড়ানোর জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫.৩ পরবর্তী করণীয় ঃ

আশির দশকে প্রণীত গোদাগাড়ী উপজেলার মাষ্টার প্ল্যানের মেয়াদ ইতিমধ্যেই উত্তীর্ণ হয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণ, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবী এবং স্থানীয় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদের যথাক্রমে চেয়ারম্যান, মেয়র এবং কাউন্সিলরবৃন্দের চাহিদা মোতাবেক গোদাগাড়ী উপজেলার যে সমস্যা গুলো চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধানের মাধ্যমে এবং নতুন মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে উপজেলার সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

৫.৪ উপসংহার ঃ

গোদাগাড়ী উপজেলা শহরে নগারয়নের হার গত দশকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেলেও তা মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে হয়নি। ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন যা হয়েছে তা যত্রতত্র ভাবে ও অপরিকল্পিত ভাবে হয়েছে। আবার নগরায়নের ফলে শহর বাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থারও তেমন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। শিক্ষার হার এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হলেও এখনো অধিকাংশ মানুষ তাদের জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং তাদের পারিবারিক আয়ের পরিমাণ অতি সামান্য। এছাড়া জলাবদ্ধতা, রাস্তা-ঘাটের অপস্থতা, অপর্যাপ্ত ল্যাম্প পোস্ট ইত্যাদি কারণগুলো শহরবাসীর নিকট নাগরিক সুবিধা প্রদানে প্রধান অন্তরায়। সুতরাং মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষ জনবল সমৃদ্ধ একটি শাখা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া স্থানীয় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত করে তাদেরকে উৎসাহিত করা উচিত যাতে তারা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্ষমতা অর্জন করে।

তথ্যসুত্রঃ

১। ক্লেমেন্ট, এ., আরা, এম. এম. এ. এ., আকান, এম. এম. আর. (২০০৬). পটভূমি তথ্য রাজশাহী সিটি, বাংলাদেশ,

২। তাসমানিয়া, এস.টি.ই. (২০০৬)। সামাজিক ও অর্থনৈতিক শর্তাবলী, Http://soer.justice.tas.gov.au/2003/set/5/issue/31/index.php নেয়া হয়েছে ০৬ মার্চ, ২০১৬,

৩। পরিসংখ্যান, বি.বি. (২০১১). জনসংখ্যা এবং গৃহায়ন আদমশুমারি,

৪। বিবিএস. (২০১১). জনসংখ্যা এবং গৃহায়ন আদমশুমারি,

৫। বিবিএস (২০১৫)। বাংলাদেশের জনসংখ্যা বণ্টন ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসন। জনসংখ্যা প্রবন্ধঃ খণ্ড-৬। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, নভেম্বর ২০১৫,

৬। বিআইপি, পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা ক্যাটাগরি সৃষ্টির বাস্তবতা ও বিআইপির সুপারিশ, বিআইপি ওয়েবসাইট ব্লগ, জুলাই ২৮, ২০১৩,

৭। পরিষদ মো. উ. (২০১৬). পাঁচ বছর পরিকল্পনা, তথ্য্ বাজেট বই,

৮। উন্নয়ন, এস. পি. চ. (২০০৯). গবেষণা সরঞ্জামসমূহ: ফোকাস গ্রুপের আলোচনা, নেয়া হয়েছে ১২ মার্চ, https://www.odi.org/publications/5695-focus-group-discussion

৯। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর পোর্টাল, ২০১৭,

১০। আহমেদ এস. এস., আহমেদ এম. (২০১৫). বাংলাদেশের নগরায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন: ঢাকার প্রাধান্য এবং প্রতিযোগিতা,

১১। মাহমুদ আ. (২০১৬). নগর-পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, প্রথম আলো. নেয়া হয়েছে ১৫ মার্চ, ২০১৮. http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1016279/নগর-পরিকল্পনা-ও-বাস্তবায়ন,

১২। পোষ্ট দা. পা. (২০১৬). নগরায়ন এবং বনায়ন, নেয়া হয়েছে ১৫ মার্চ ২০১৮, http://www.public-post.com/posts/robi নগরায়ন-এবং-বনায়ন,

১৩। পরিষদ উ. (২০১৮). বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন:গোদাগাড়ী উপজেলা,

১৪। নিতাই চন্দ্র রায়, নগর পরিকল্পনায় কৃষি, দৈনিক ইত্তেফাক, জুলাই ১৪, ২০১২,

১৫। ইয়ং, এ, ২০১৩ ।

১৬ । বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন (জুন ২০১৪)। "এক নজরে গোদাগাড়ী উপজেলা"। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। সংগ্রহের তারিখ ১০ ডিসেম্বর ২০১৪।

http://godagari.rajshahi.gov.bd/site/page/5b33e27b-94aa-4517-8816-2a224e95493f/%E0%A6%8F%E0%A6%95%20%E0%A6%A8%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A7%87%20%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A7%9C%E0%A7%80%20%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE

১৭ । উইকিপিডিয়া, গোদাগাড়ী উপজেলা (১৪ মার্চ ২০১৯)

https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%80_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE

১৮ । বাংলাপিডিয়া, গোদাগাড়ী উপজেলা (২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৪)

http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%A1%E0%A6%BC%E0%A7%80_%E0%A6%89%E0%A6%AA%E0%A6%9C%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BE

সংযুক্তি-০১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সিনিয়র প্ল্যানারের কার্যালয়
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস
সপুরা, রাজশাহী

বিষয়ঃ গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের নগরায়ন বিষয়ক গবেষণার ফোকাসড গ্রুপ ডিসকাশন সভার কার্য বিবরণী

সভার সভাপতিঃ জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, সহকারী প্ল্যানার, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী

সভার স্থানঃ সভাকক্ষ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়, গোদাগাড়ী

সভার তারিখঃ ১৯/০৬/২০১৯ ইং

সভার সময়ঃ সকাল ১০.০০ ঘটিকা

উপস্থিতিঃ সংযুক্ত "ক"

আশির দশকে প্রণীত রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ী উপজেলা/পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান এর উপর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে সম্পাদিত গবেষণা কাজের এফ.জি.ডি সভা জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, সহকারী প্ল্যানার, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী এর সভাপতিত্বে গত ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে গোদাগাড়ী উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার বক্তাদের বক্তব্য নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

১) জনাব মোঃ আবু হুরায়রা, ইর্ন্টাণ শিক্ষার্থী, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন।

২) জনাব মোঃ মেরাজুল ইসলাম, ইন্টার্ণ শিক্ষার্থী, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা গোদাগাড়ী উপজেলার গবেষণা কাজের উপর পাওয়ার পয়েন্ট (১ম অংশ) প্রেজেন্টেশন করেন।

৩) জনাব মোঃ মিলন হোসেন, ইন্টার্ণ শিক্ষার্থী, নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা গোদাগাড়ী উপজেলার গবেষণা কাজের উপর পাওয়ার পয়েন্ট (২য় অংশ) প্রেজেন্টেশন করেন।

৪) জনাব মোঃ মতিয়র রহমান, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী বলেন, প্রেজেন্টেশনের ৩০৯৬.৩০ একর যে, আয়তনের কথা বলা হয়েছে, তা আরও সুস্পষ্ট করে বলা দরকার। প্রেজেন্টেশনে উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছে "কৃষি জমির সুরক্ষা আইন" বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এ আইন সম্পর্কে সবারই ধারণা থাকা উচিৎ। গোদাগাড়ীর ফল বলতে মূলত আমকেই তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমের পাশাপাশি এখানে প্রচুর লিচুও উৎপন্ন হয়। এখানে অনেক ফুল ও ফসল উৎপন্ন হয়। তাছাড়া এলাকায় ড্রাগন চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বিষয়গুলো তুলে ধরা উচিৎ।

৫) জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, সহকারী প্ল্যানার, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর বলেন, নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ভূমি ব্যবহার মহাপরিকল্পনা বা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের কাজ করে থাকে। আশির দশকে তৎকালীন সরকারের নির্দেশে এই অধিদপ্তর দেশের ৩৯২ টি উপজেলা শহর এবং ৫০ টি জেলা শহরের মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছিল। যার অংশ হিসেবে গোদাগাড়ী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণীত হয়। রাজনৈতিক ১টি পরিবর্তনের ফলে প্রণীত ঐ মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হয়নি বলা চলে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশের কৃষি জমি সুরক্ষা করে পরিকল্পিত উপায়ে দেশের উন্নয়নের লক্ষ্যে আবারো প্রতিটি উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের নির্দেশ প্রদান করেছেন। সে নির্দেশ মোতাবেক প্রতিটি উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান যথাযথভাবে প্রণয়নের লক্ষ্যে পূর্বতন মাষ্টারপ্ল্যান এর অবস্থা বাস্তবে জানার জন্য ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে গোদাগাড়ী উপজেলায় এই গবেষণার কাজ পরিচালনা করা হয়। এ গবেষণা লব্ধ জ্ঞান/তথ্য আমাদেরকে পরবর্তী সমগ্র উপজেলার জন্য প্রণীতব্য মাষ্টারপ্ল্যান

এর ক্ষেত্রে সহায়ক এবং ফলপ্রসু ভূমিকা পালন করবে। আপনারা যারা উপস্থিত আছেন সবাই সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করবেন যাতে এটি অধিকতর ফলপ্রসু হয় এবং আপনাদের বার্তা আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারি। এ গবেষণা কাজে পাবনার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগের ছাত্ররা অংশ গ্রহণ করেছে। তারা উপজেলার বিভিন্ন বাড়ী/জায়গায় গিয়ে জরিপ কাজ করেছে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছে। যাহা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আজকে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে ৯৪১ একর যে আয়তনের কথা বলা হয়েছে তা হলো তৎকালীন প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যান এর কভারেজ এরিয়া যা উপজেলা সদর এলাকাকে বুঝানো হয়েছে। তথ্য/উপাত্তে কিছু ভুল ত্রুতি থাকতে পারে। আপনাদের মতামত/পরামর্শ গবেষণার চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে। এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আপনাদের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে এখানেই শেষ করছি।

৬) জনাব মোঃ শিমুল আকতার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী বলেন, "আমার গ্রাম, আমার শহর" এ শ্লোগান মোতাবেক গোদাগাড়ী উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে পূর্বাতন মাষ্টারপ্ল্যান নিয়ে গবেষনা করার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করছে এবং তারা আজকের এই এফজিডির সভার আয়োজন করেছে। আজকে প্রেজেন্টেশনে যা দেখানো হয়েছে এটাই চুড়ান্ত তথ্য/উপাত্ত না আপনারা আপনাদের মতামত ব্যক্ত করে এই তথ্য/উপাত্ত চুড়ান্ত করতে সহযোগিতা করবেন আশা করি। আমি নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর এর গবেষণা টিমকে ধন্যবাদ জানাই, সেই সাথে বলে রাখি পরবর্তী মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের সময় ল্যান্ড জোনিং বিষয়টা যেন গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। সবাইকে ধন্যবাদ।

৭) জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমান (বিপ্লব), কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র, গোদাগাড়ী পৌরসভা বলেন, আজকের উপজেলায় অনেক তথ্য/উপাত্তের ঘাটতি আছে বলে আমার মনে হয়। নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর ২০০১ সালে গোদাগাড়ী পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করেছে, কিন্তু পরবর্তীতে এটি কতটুকু বাস্তবায়িত হয়েছে বা হয়নি তা কেউ বলতে পারবে না। একটি মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের চেয়ে বড় বিষয় হলো এর বাস্তবায়ন বা কার্যকারীতা মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মত বিনিময় করতে হবে, ব্যাপক প্রচার, প্রচারনা করতে হবে, তাহলেই কেবল এটি ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের এলাকায় প্রধান সমস্যা হলো জলাবদ্ধতা। একটু বেশি বৃষ্টিপাত হলেই বা অল্প বন্যাতেই অধিকাংশ এলাকায় জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। তাই আধুনিক ও উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে এবং নদী ও খাল খননের ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের গোদাগাড়ী পৌরসভার জন্য নিজস্ব একটি পরিকল্পনা রয়েছে যা ২০৩০ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা হবে। আমাদের মাষ্টারপ্ল্যানে কোন ত্রুটি নাই সবকিছু পুংখানু পুংখানুরূপে তুলে ধরা হয়েছে। শুধু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে। যাহোক মাষ্টারপ্ল্যান যে দপ্তরই প্রণয়ন করুক না কেন এটা বড় কথা না, বড় কথা হলো এর বাস্তবায়ন বা কার্যকারীতা। গোদাগাড়ী পৌরসভার পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ।

০৮) জনাবা মোছাঃ সুফিয়া খাতুন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, গোদাগাড়ী উপজেলা বলেন, একটি প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়া প্রধানত দুইটি কারণ আছে, একটি হলো মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার না করা, আর দ্বিতীয়টি হলো, জন সচেতনতার অভাব। একটি মাষ্টারপ্ল্যানে কোথায় কি হবে কিভাবে হবে এসব কিছু তুলে ধরা হয়। কিন্তু আমরা যখন উন্নয়ন কাজ করি বা অবকাঠামো নির্মাণ করি তখন যার যার প্রয়োজন এবং ইচ্ছা মাফিক করে থাকি। মাষ্টারপ্ল্যানে কি নির্দেশনা আছে আমরা তা বিবেচনায় নিই না। যেমন, গোদাগাড়ীর অনেক এলাকাকেই জলাবদ্ধতার সমস্যা আছে। মাষ্টারপ্ল্যানে ড্রেনেজ ব্যবস্থার কথাও বলা আছে। কিন্তু আমরা তা অনুসরণ না করার কারণে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। তাই সকলকে সচেতন হতে হবে, ধন্যবাদ।

০৯) জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, ভাইস চেয়ারম্যান, গোদাগাড়ী উপজেলা বলেন, বিশ্বায়নের এই যুগে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে ভাবা হচ্ছে। তাই আমাদের এই গোদাগাড়ীতেও নগরায়ন ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি ভাবতে হবে। কেননা এই গোদাগাড়ী দিয়েই পদ্মার নদী প্রবাহিত। নদীর অপর প্রান্তে উপজেলায় কিছু অংশ রয়ে গেছে। গোদাগাড়ী একটি কৃষি ভিত্তিক এলাকা। এখানে ব্যাপক ফল ও ফসল উৎপন্ন হয়।

সারা বছর পর্যায়ক্রমে আম, টমেটো, পেয়ারা, ধান, কুল, আলু, ড্রাগন ইত্যাদি চাষ হয়। তাই কৃষিকে মাথায় রেখেই গোদাগাড়ীর নগরায়নের কথা ভাবতে হবে। সরকারের প্রস্তাবিত ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে গোদাগাড়ী একটি। তাছাড়া গোদাগাড়ীতে একটি নদী বন্দর করার জন্য সরকারের কাছে আমাদের প্রস্তাব আছে। এটি হলে এলাকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি উন্নত হবে। মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের জন্য এবং গোদাগাড়ীর নগরায়নের জন্য এই বিষয়গুলো বিষদভাবে ভাবতে হবে। ধন্যবাদ।

১০) জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, চেয়ারম্যান, গোদাগাড়ী উপজেলা বলেন, গোদাগাড়ী উপজেলায় নগরায়ন নিয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা করার জন্য নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসকে ধন্যবাদ জানাই। গোদাগাড়ীর নগরায়ন নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে কেননা, আমরা গোদাগাড়ীকে একটি মডেল উপজেলায় পরিণত করতে চাই। তবে এই গবেষণার বিষয়ে গবেষকদের আমি দৃষ্টি আকর্ষন করে বলছি। আমার মনে হয়েছে গবেষণা কাজটি খুব সংক্ষিপ্ত পরিসরে করা হয়েছে। তাই ভালো ফলাফলের জন্য আরো ব্যাপক পরিসরে ও সময় নিয়ে গবেষনাটি করা দরকার। শুধু জনপ্রতিনিধি নিয়ে ঘরোয়া সভা সেমিনার করে নয় উপজেলায় বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে সর্বস্তরের মানুষের সাথে ব্যাপক আলাপ আলোচনা করা দরকার। কেননা এখন নগরায়নের ছোয়া ইউনিয়ন পর্যায়েও পৌঁছে গেছে। বিভিন্ন ইউনিয়ন পর্যায়ে এখন বড় বড় অবকাঠামো এবং প্রতিষ্ঠান তৈরী হচ্ছে। তাই সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে তাহলে আমরা এর থেকে ভাল কিছু ফল আশা করতে পারি। গোদাগাড়ী উপজেলা শহরের জন্য ১৯৮৯ সালে মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছিল। সেই মাষ্টারপ্ল্যানটি কোথায় কি অবস্থায় আছে আমরা অনেকেই জানি না। প্রায় ৩০ বছর পার হয়ে গেছে এর কোন তদারকি কেউ করেনি। দীর্ঘদিন পর আজ আবার সেটি নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। এই সমন্বয়হীনতা গুলিই মূলত প্রণীত মাষ্টারপ্ল্যান বাস্তবায়ন না হওয়ার কারন। এখানে পৌরসভার জন্য আলাদা একটি মাষ্টারপ্ল্যান আছে। এটিও পুরোপুরি বাস্তবায়ন হচ্ছে না। গোদাগাড়ীর নগরায়ন করতে হলে সব মহলের সার্বিক সহযোগিতা এবং সমন্বয় সাধন করতে হবে। তাহলে আমরা গোদাগাড়ী উপজেলাকে মডেল উপজেলায় রুপান্তর করতে পারবো। ধন্যবাদ।

১১) সভাপতির সম্মতিক্রমে জনাব মোঃ শিমুল আকতার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, গোদাগাড়ী সমাপনী বক্তব্যে বলেন, আজ এই এফজিডি সভায় মাষ্টারপ্ল্যান, নগরায়ন এবং গবেষণা বিষয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা হয়েছে। আপনারা যার যার অবস্থান থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা বার্তা গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। সবাইকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনার একটি বিশেষ উদ্যোগ হলো "আমার গ্রাম, আমার শহর" এর অর্থ হলো এখন গ্রামের মানুষ ও শহরের মানুষের মতো সকল সুযোগ সুবিধা পাবে। আবার শহরের মানুষ ও গ্রামের মতো নির্মল পরিবেশ উপভোগ করবে। মানুষকে সচেতন হতে হবে, মাষ্টারপ্ল্যান বা নগরায়ন বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে। মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নকারী সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। আবার যারা বিভিন্ন দপ্তর/কর্তৃপক্ষ মাষ্টারপ্ল্যান করে নগরায়নের বিষয়টি প্রণয়ন বা বাস্তবায়নের কাজ করবে সভার একটা সমন্বয় থাকতে হবে এবং ব্যাপক প্রচার প্রচারণা করতে হবে। সমগ্র উপজেলার মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার মাষ্টারপ্ল্যান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে। উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল কামনা করে আজকের সভা এখানেই সমাপ্ত ঘোষণা করছি। আল্লাহ হাফেজ।

২৬/৬/১৩

(মোঃ আব্দুল ওয়াহাব)
সহকারী প্ল্যানার
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, রাজশাহী

সংযুক্তি-০২

উপজেলা শহরে FGD কার্যক্রম ঃ

অবস্থানরত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঃ

গোদাগাড়ী মসজিদ

গোদাগাড়ী হাসপাতাল

জাহানাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়

গোদাগাড়ী উচ্চ বিদ্যালয়

উত্তরা ব্যাংক

কৃষি ব্যাংক

কৃষিজ ও বনজ ঃ

আম বাগান

আম বাগান

কৃষি জমি

আম বাগান

সংযুক্তি-০৩

২০০১ সালের নন গেজেটেড মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহারের জিআইএস ভিত্তিক তথ্যাবলি

FID*	Shape*	Category	Area_ sq_km
1	Polygon	Commercial	0.007734
2	Polygon	Commercial	0.074745
3	Polygon	Commercial	0.074283
4	Polygon	Commercial	0.062447
5	Polygon	Commercial	0.090078
6	Polygon	Commercial	0.067878
7	Polygon	Residential	0.087337
8	Polygon	Residential	0.058765
9	Polygon	Residential	0.040625
10	Polygon	Residential	0.003566
11	Polygon	Residential	0.056887
12	Polygon	Residential	0.087544
13	Polygon	Residential	0.097652
14	Polygon	Residential	0.075422
15	Polygon	Residential	0.086542
16	Polygon	Water body	0.007734
17	Polygon	Water body	0.106509
18	Polygon	Water body	0.034562
19	Polygon	Water body	0.009867
20	Polygon	Water body	0.004532
21	Polygon	Urban Facility	0.000125
22	Polygon	Urban Facility	0.007734
23	Polygon	Urban Facility	0.002365
24	Polygon	Urban Facility	0.006578
25	Polygon	Urban deferred	0.000874
26	Polygon	Urban deferred	0.067342
27	Polygon	Urban deferred	0.003421
28	Polygon	Urban deferred	0.002564
29	Polygon	Educational	0.012567
30	Polygon	Road	0.041567
31	Polygon	Commercial	0.003452
32	Polygon	Madrasha	0.003244
33	Polygon	Kacha Road	0.002376
34	Polygon	Semi paka road	0.000314
35	Polygon	Industrial	0.056875
36	Polygon	Road	0.002563
37	Polygon	Bus terminal	0.000343
38	Polygon	Recreational	0.002344
39	Polygon	Road	0.067234
40	Polygon	Recreational	0.002986
41	Polygon	Industrial	0.006732
42	Polygon	Urban Facility	0.021567
43	Polygon	Commercial	0.004565
44	Polygon	Agricultural	0.045661
45	Polygon	Agricultural	0.457983

সংযুক্তি-০৪

গোদাগাড়ী উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট
নগর উন্নয়ন অধিদপ্তর
রাজশাহী আঞ্চলিক অফিস, সপুরা, রাজশাহী

নমুনা নম্বর..... ফিজিক্যাল ফিচার আই ডি .....
জরিপের তারিখ.....

১.জরিপ তালিকা ঃ

১.১ গ্রাম / মহল্লার নাম ঃ ১.২ মৌজার নাম/ওয়ার্ড.....

১.৩ সাক্ষাৎকার প্রদানকারীর নাম ঃ-.

২. পরিবার পরিচিতি (Household Info.)

২.১ পরিবার প্রধানের নাম ঃ ২.২ পরিবারের মোট সদস্য ঃ.....

২.৩ পরিবারের ধরণ ঃ ১. একক ২. যৌথ

২.৪ ধর্ম ঃ ১. মুসলিম ২. হিন্দু ৩. বৌদ্ধ ৪. খ্রীষ্টান

২.৫ বর্তমান ঠিকানা ঃ বাড়ীর নম্বর/দাগ নম্বর ঃ ল্যান্ড মাকঃ রাস্তার নাম/নম্বর ঃ

৩. খানার জনসংখ্যা ও আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য (HH Pop & Socio – Economic Condition)

খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক	বয়স	লিঙ্গ ১= পুরুষ, ২= মহিলা	বৈবাহিক অবস্থা ২. কোড	শিক্ষা (বয়স ৫+) ৩. কোড	পেশা ৪. কোড

কোড ঃ

১-খানা প্রধানের সাথে সম্পর্ক	১. খানা প্রধান স্ত্রী/স্বামী ৩. পুত্র/কন্যা ৪. পিতা/ মাতা ৫. ভাই/বোন ৬. চাচা/চাচি ৭. ভাতিজা/ভাতিজি ৮. মামা/মামি ৯.ভাগ্নে/ভাগ্নি ১০. নাতি/নাত্নি ১১. পুত্রবধু/জামাতা ১২. অন্যান্য (উ.ক.)
২- বৈবাহিক অবস্থা	১. অবিবাহিত ২. বিবাহিত ৩. বিধবা/বিপত্নিক ৪. তালাক প্রাপ্ত ৫. পৃথক
৩- শিক্ষা	১.নিরক্ষর ২. প্রাথমিক ৩. নিম্ন মাধ্যমিক ৪. মাধ্যমিক ৫. এস.এস.সি/ দাখিল ৬. এইস.এস.সি/ আলিম ৭. ডিগ্রি/অনার্স/ফাযিল ৮. ডাঃ/প্রকৌঃ/এ্যাডঃ ৯. মাষ্টার্স ও উর্ধে ১০. টেকনিক্যাল ডিগ্রী ১১. অন্যান্য
৪- পেশা	১. সরকারী ২. সায়ত্বশাসিত ৩. বেসরকারী ৪. স্বনিয়োজিত (উ.ক.) ৫. ব্যবসা (ক্ষুদ্র / মাঝারি) ৬. কৃষি কাজে ৭. দক্ষ শ্রমিক ৮. অদক্ষ শ্রমিক ৯. শিল্প কারখানায় ১০. নির্মাণ কাজ ১১. পরিবহন কাজ ১২. গৃহস্থালী কর্মি ১৩. দিন মজুর ১৪.মুদি দোকান ১৫. ছাত্র ১৬. অন্যান্য (উ.ক.)

৪. পরিবারের মাসিক আয় (টাকায়)

১. ০-১০.,০০০ টাকা	২. ১০,০০০ - ১২,৫০০ টাকা	৩. ১২,৫০০ -১৫,০০০ টাকা	৪. ১৫,০০০ - ২০,০০০ টাকা
৫. ২০,০০০- ২৫,০০০ টাকা	৬. ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা	৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকা	৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা
৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা	৪৫,০০০-৫০,০০০ টাকা	৫০,০০০ + টাকা	

৫. পরিবারিক মসিক ব্যয় (টাকায়)

১. ০-১০.,০০০ টাকা	২. ১০,০০০ - ১২,৫০০ টাকা	৩. ১২,৫০০ -১৫,০০০ টাকা	৪. ১৫,০০০ - ২০,০০০ টাকা
৫. ২০,০০০- ২৫,০০০ টাকা	৬. ২৫,০০০-৩০,০০০ টাকা	৩০,০০০-৩৫,০০০ টাকা	৩৫,০০০-৪০,০০০ টাকা
৪০,০০০-৪৫,০০০ টাকা	৪৫,০০০-৫০,০০০ টাকা	৫০,০০০ + টাকা	

বাড়ী ভাড়া বাবদ	খাদ্য	যাতায়াত	স্বাস্থ্য	পোষাক	শিক্ষা	বিদ্যুৎ, জ্বালানী, টেলিফোন ইত্যাদী

৬. আপনার মাসিক সঞ্চয় কত?.....

৭. আপনার পরিবারের ইহা ছাড়া অন্যান্য চাহিদা আছে কি না (টিক চিহ্ন দিন) ১. হ্যাঁ ২. না

হ্যাঁ হলে কি ধরণের চাহিদা.....

৮. অভিগমন তথ্য ঃ

৮.১ খানা প্রধানের জন্মস্থান কি এই এলাকায় ? ১. হ্যাঁ ২. না

উত্তর না হলে খানা প্রধানের আন্তঃগমন (অন্য জেলা থেকে) সম্পর্কিত তথ্য দিন ঃ

৮.২ খানা প্রধান কোন এলাকা থেকে এসেছেন? .....

৮.৩ কত সালে এসেছেন? ... .

৮.৪ কার সাথে এসেছেন? .....

৮.৫ খানা প্রধানের আন্তঃ গমনের কারন (টিক চিহ্ন দিন)

১. কর্মস্থল	২. রাজনৈতিক	৩. বৈবাহিক	৪.ব্যবসায়িক	৫. উন্নত শিক্ষা
৬. নদী ভাঙ্গন	৭. আর্থিক স্বচ্ছলতা	৮. ঘূর্ণিঝড়	৯. বন্যা	১০. অন্যান্য

৮.৬ পরিবারের কোন সদস্য গোদাগাড়ী উপজেলার বাহিরে থাকেন কি না (টিক চিহ্ন দিন)

১. না ২. দেশে(স্থায়ী/অস্থায়ী) ৩.বিদেশে(স্থায়ী/অস্থায়ী)

৮.৭ গোদাগাড়ী উপজেলার বাহিরে থাকার কারন কি (টিক চিহ্ন দিন)

১. চাকুরী/ কর্মস্থল	২. বৈবাহিক কারন	৩. পরিবেশগত কারণে	৪. উন্নত শিক্ষা	৫. দারিদ্র
৬. সামাজিক অস্থিরতা	৭. ব্যবসায়িক	৮. অন্যান্য (উ.ক.)		

৮.৮ কতদিন পর গোদাগাড়ী ফিরে আসেন (টিক চিহ্ন দিন)

১. ১-৭ দিন ২. ৭-১৫ দিন ৩. ১৫-৩০ দিন ৪. ৩০+ দিন

৯. জমি ও গৃহ (Land and Housing)

৯.১ খানা প্রধান বসবাসের বাড়ি / জমির / ফ্ল্যাটের মালিক কি না?

১. হ্যাঁ ২. না (৯.৪ থেকে ৯.১৩ পর্যন্ত বাদ দিন)

৯.২ বাড়ীর কাঠামোর ধরণ (টিক চিহ্ন দিন)

১. পাকা ইমারত (তলা.....) ২. সেমি পাকা ৩. কাঁচা ৪. ঝুপড়ি

৯.৩ আপনার বাড়ির উঠানসহ

১) আয়তন (বর্গফুট).....২) ঘরের সংখ্যা ঃ.....৩) অন্যান্য ঃ .....

৯.৪ বাড়িটির নির্মাণ কাজ কাল ?.....

৯.৫ এই জমি ও বাড়ির আয়তন ও বর্তমান মূল্য কত?

(১.৬৫ শতাংশ=১ কাঠা, ৩৩ শতাংশ =১ বিঘা, ১০০ শতাংশ = ১ একর)

১. প্রকার	২. আয়তন	৩. মূল্য (টাকায়)
জমি	(কাঠা)-------	(প্রতি কাঠা)--------
বাড়ি/ফ্ল্যাট	(বর্গ ফুট)	(বর্গ ফুট)--------

৯.৬ বাড়ি নির্মাণে মাটি ভরাট করা হয়েছে কি না ? (টিক চিহ্ন দিন) ঃ ১. হ্যা ২. না

৯.৭ বাড়ীর ফাউন্ডেশনের ধরন ? (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১. ইট ২. আরসিসি

৯.৮ বাড়ীর মাটির ধরন ? (টিক চিহ্ন দিন)

১. বালু মাটি ২. কাঁদা মাটি ৩. লাল মাটি ৪. শিলা খন্ড

৯.৯ বাড়ীর ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর (টিক চিহ্ন দিন) ?

১.০-২৫ ফুট ২. ২৬-৫০ ফুট ৩. ৫১-১০০ ফুট ৪. ১০০+ ফুট

৯.১০ বাড়ীর নকশা /ডিজাইন কি ডিজাইনার দ্বারা তৈরী (টিক চিহ্ন দিন) ১. হ্যা ২. না

৯.১১ বাড়ীর প্ল্যান পৌরসভা কর্তৃক অনুমোদিত কি না (টিক চিহ্ন দিন) ১. হ্যা ২. না

৯.১২ বাড়ী তৈরীর সব আইন মেনে বাড়ী নির্মাণ করেছেন কি ? (টিক চিহ্ন দিন) ১. হ্যা ২. না

৯.১৩ বাড়ী নির্মাণে আইন মেনে না থাকলে কারন কি?

১. এ ব্যাপারে অবগত নন ২. তেমন বাধ্যবাধকতা নেই ৩. ঝামেলা মনে করে ৪. জায়গা কম তাই ৫. অন্যান্য(উ.ক.)

৯.১৪ খানা প্রধান মালিক না হলে (টিক চিহ্ন দিন)

১. ভাড়া থাকেন ২.ভাড়াটের ভাড়াটে(সাবলেট) ৩. দখলদার ৪. ডবনা ভাড়ায় বসবাসকারী ৫. সরকারী বাসা ৬. কোম্পানী প্রদত্ত বাসস্থান ৭. অন্যান্য (উ.ক.)

৯.১৫ এলাকায় কোন Developer গৃহ/ইমারত নির্মাণে নিয়োজিত আছে কি-না(টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.হ্যাঁ ২.না

৯.১৬ এলাকায় কোন ধরণের ভূমি ব্যবহারের চাহিদা বেশি (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.আবাসিক ২.কৃষি ৩.শিল্প প্রতিষ্ঠান ৪.বাণিজ্যিক ৫.অন্যান্য

৯.১৭ এলাকায় জমির দাম প্রতি শতাংশ ঃ
১. ২০০২ সালে ২. ২০০৭ সালে ৩. ২০১২ সালে ৪. ২০১৭ সালে

১০. অবকাঠামোগত সুবিধাদি (Infrastructural Facilities)

১০.১ বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার প্রসস্থতা (মি.)ঃ

১০.২ রাস্তার ধরণ (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.পিচ ঢালা ২.সুরকি ৩.ইট ৪.কাচা

১০.৩ বাসা থেকে প্রধান রাস্তার দূরত্ব (মি.)ঃ

১০.৪ প্রধান রাস্তার অবস্থা (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.ভাল ২.ভাল নয়

১০.৫ প্রধান রাস্তার সমস্যা (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.যানজট ২.অপ্রশস্থ ৩.বর্জ্য ও হকার দ্বারা রাস্তা দখল ৪.অন্যান্য(উ.ক.)

১০.৬ লাইটপোষ্ট (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.আছে ২.নাই

১০.৭ ড্রেন (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.পাকা ২.কাচা ৩.নাই

১০.৮ পানির উৎস (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.পাইপ লাইন ২.টিউবয়েল ৩.কমন টিউবয়েল ৪.খাল/নদী ৫.পুকুর ৭.অন্যান্য (উ.ক.)

১০.৯ পানির সরবারহ পর্যাপ্ত কি-না (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.হ্যা ২.না

১০.১০ পানি মান (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.পান যোগ্য ২.পান যোগ্য নয় ৩.আর্সেনিক যুক্ত ৪.গন্ধ যুক্ত ৫.অন্যান্য(উ.ক.)

১০.১১ পানি সংগ্রহের সমস্যা (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.সংগ্রহে দীর্ঘ সময় লাগে ২. উৎস দূরে ৩.অনিয়মিত সরবারহ ৪.অন্যান্য

১০.১২ জালানী উৎস (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.সিলিন্ডার গ্যাস ২.পাইপ গ্যাস ৩ কেরোসিন ৪.লাকড়ি ৫. বৈদ্যুতিক হিটার ৬.বায়োগ্যাস ৭.অন্যান্য

১০.১৩ আলোর উৎস (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.বিদ্যুৎ ২.কুপি/বাতি/হেরিকেন ৩ মোমবাতি ৪ সৌর বিদ্যুৎ ৫.অন্যান্য (উ.ক.)

১০.১৪পয়ঃনিষ্কাশনের ধরণ (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.কাচা ২ সেমি পাকা ৩.পাকা ৪.অন্যান্য

১০.১৫ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত কি-না (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.হ্যা ২.না

১০.১৬ আবর্জনা ফেলার স্থান (টিক চিহ্ন দিন)ঃ
১.খাল/নদীতে ২.বাড়ীর বাইরে ৩.ডাষ্টবিন ৪.বাড়ী থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া হয়
৫.মাটির গর্তে ৬.অন্যান্য

১০.১৭ বাসা থেকে ডাষ্টবিনের দূরত্ব (যদি থাকে)(মিটার)ঃ.

১০.১৮ ডাষ্টবিন থেকে গন্ধ আসে কি-না (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.হ্যা ২.না

১০.১৯ আবর্জনা পরিষ্কার করার সময়সূচী (টিক চিহ্ন দিন)ঃ ১.প্রতিদিন ২.সপ্তাহে একদিন ৩.অনিয়মিত

১১. সামজিক সুবিধাদির অবস্থা ঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা, চিত্তবিনোদনের অন্যান্য

১১.১ আপনার সন্তান বিদ্যালয়ে যায় কি না (টিক দিন) ১. হ্যাঁ ২. না (হলে ১১.৮ প্রশ্ন হবে)

১১.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব	যে প্রতিষ্ঠানে পড়ে তার নাম	যে প্রতিষ্ঠানে তার দূরত্ব	বাহন	সময়	সমস্যা	সদস্য সংখ্যা	একই প্রতিষ্ঠানে পড়ে কি না	একই প্রতিষ্ঠানে না পড়ার কারন
নার্সারী স্কুল									
প্রাথমিক বিদ্যালয়									
মাধ্যমিক বিদ্যালয়									
কলেজ									
বিশ্ববিদ্যালয়									
মাদ্রাসা									

বাহন ঃ ১. হেটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মটরসাইকেল ৬. গাড়ী ৭. বাস ৮. অন্যান্য (উ.ক.)

সমস্যা ঃ ১. যাতায়াতের সমস্যা ২. সময় বেশি লাগা ৩. যানবাহন পাওয়া যায়না ৪. খেলার মাঠ নেই ৫. অন্যান্য (উ.ক.)

একই প্রতিষ্ঠানে না পড়ার কারন ঃ ১. প্রতিষ্ঠানের মান ২. প্রতিষ্ঠানের ধরণ ৩.অন্যান্য (উ.ক.)

১১.৩ আপনার সন্তান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না যাওয়ার কারন ঃ (টিক চিহ্ন দিন)

১. আর্থিক অস্বচ্ছলতা ২. শিশু শ্রমিক ৩. শিক্ষায় পরিবারের অনিচ্ছা ৪. পিতামাতার অনাগ্রহ ৫.অন্যান্য (উ.ক.)

১১.৪ চিত্ত বিনোদনের জন্য কোথায় যাওয়া হয় (টিক চিহ্ন দিন)

১. খেলার মাঠ	২. প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যমন্ডিত স্থান	৩. শপিং মল	৪. পার্ক	৫. ক্লাব
৬. পর্যটন স্থান	৭.ব্রহ্মপুত্র নদের পাড়ে	৮. মেলা	৯. জিমনেসিয়াম	১০. সিনেমা দেখা

১১.৫ চিত্ত বিনোদনের ধরণ (টিক চিহ্ন দিন) ঃ ১. নিয়মিত ২. অনয়িমিত

১১.৬ বাসস্থান থেকে চিত্ত বিনোদনের স্থানের দূরত্ব ঃ ..... মি.

১১.৭ চিত্ত বিনোদনের স্থানের নাম ঃ

১১.৮ বাসস্থান থেকে উক্ত স্থানে যাওয়ার বাহন (টিক চিহ্ন দিন)

১. হেটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মটরসাইকেল ৬. গাড়ী ৭. বাস ৮. অন্যান্য (উ.ক.)

১১.৯ আপনার অবসর সময় কিভাবে কাটান (টিক চিহ্ন দিন) ঃ

১. টেলিভিশন দেখে২. বই পড়ে ৩.আত্মীয়ের বাসায় বেড়ানো ৪. গৃহস্থালীর কাজ করে ৫. অন্যান্য (উ.ক.)

১১.১০ সার্ভিস ঃ

সার্ভিস	দূরত্ব	বাহন	সময়	সেবার মান
বাজার				
বিপণী কেন্দ্র				
ফ্লেক্সিলোড / মোবাইল/ ফ্যাক্স				
বাস, টেম্পো স্ট্যান্ড				
পোস্ট অফিস				
ফায়ার সার্ভিস				
উপাসনালয়				
কবরস্থান / শ্মশান ঘাট				
কমিউনিটি সেন্টার /মিলনায়তন				

বাহন ঃ ১. হেটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মোটর সাইকেল ৬. গাড়ী ৭. বাস ৮.মাইক্রোবাস ৯. অন্যান্য (উ.ক.)
সেবার মান ঃ ১. ভাল ২. মোটামুটি ৩. খারাপ

১১.১১ ফায়ার সার্ভিসে যোগাযোগের মাধ্যম (টিক চিহ্ন দিন) ঃ

১. হেটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মোটর সাইকেল ৬. গাড়ী ৭. বাস ৮. মোবাইল / টেলিফোন

১২. খানা সদস্যদের প্রতিদিনের ভ্রমন সংক্রান্ত তথ্য (Daily Traveling Information of H.H member)

নং	সদস্য	ভ্রমন উৎস	গন্তব্য	ভ্রমনের উদ্দেশ্য	বাহন	শুরুর সময়	শেষ সময়	দূরত্ব	সমস্যা	দিন প্রতি ভ্রমন সংখ্যা
১										
২										
৩										
৪										
৫										
৬										
৭										
৮										
৯										
১০										
১১										
১২										
১৩										
১৪										
১৫										

ভ্রমনের উদ্দেশ্য ঃ ১. কর্মস্থলে গমন ২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ৩. কেনাকাটা ৪. আনন্দ ভ্রমন /বিনোদন খেলাধুলা ৫. আত্নীয় গৃহে গমন ৬. অন্যান্য(উ.ক.)
বাহন ঃ ১. হেটে ২. রিকসা ৩. ভ্যান ৪. সাইকেল ৫. মোটর সাইকেল ৬. গাড়ী ৭. বাস ৮. মাইক্রোবাস ৯. অন্যান্য(উ.ক.)
ভ্রমনের সমস্যা ঃ ১. রাস্তা সংকীর্ণ ২. যানজট ৩. ভাড়া বেশি ৪. যানবাহন কম ৫. সিটি সার্ভিস নেই ৬. রাস্তা খারাপ ৭. অন্যান্য (উ.ক.)

১৩. প্রাকৃতিক ও অন্যান্য দূর্যোগ (Natural and others Disaster)

১৩.১ আপনার এলাকার জলাবদ্ধতা আছে কি না? (টিক চিহ্ন দিন) ১. হ্যা ২. না

১৩.২ জলাবদ্ধতা থাকলে তার কারন (টিক চিহ্ন দিন) ঃ

১. নিচু এলাকা ২. পানি নিস্কাশনের ব্যবস্থা নেই ৩. পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা বন্ধ ৪. অন্যান্য (উ.ক.)

১৩.৩ জলাবদ্ধতা কত সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয় (টিক চিহ্ন দিন)

১. ০-১ ঘন্টা ২. ১-৩ ঘন্ট ৩. ৩-৫ ঘন্টা ৪. ৫ ঘন্টার উর্ধে

১৩.৪ নিম্ন বর্নিত সময়ে আপনাদের বসতবাড়ি বন্যায় প্লাবিত হয়েছিল কি (টিক চিহ্ন দিন)?

সাল	ভিটির নিচে (ফুট)	ভিটি পর্যন্ত (ফুট)	ভিটির উপরে (ফুট)	ক্ষতির পরিমান
১৯৮৮				
১৯৯৮				
২০০১				
২০০৪				
২০০৬				
২০১০				
২০১৪				

১৪. এলাকার অন্যন্য সমস্যা (Other Problem)

১৪.১ মহাসড়ক /রেল লাইন শহরের মধ্যখানে থাকায় শহরের কোন সমস্যা হচ্ছে কি না

(টিক চিহ্ন দিন) ১. হ্যাঁ (কেন) ২. না

১৪.২ এলাকার সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ সমস্যা কোনটি

(প্রথম হলে ১. দ্বিতীয় হলে ২. তৃতীয় হলে ৩. চতুর্থ হলে ৪. পঞ্চম হলে ৫ হিসেবে চিহ্নিত করুন) ?

লোডশেডিং	যানজট	যাতায়াত ব্যবস্থা	রাস্তাঘাট সম্পর্কিত	বর্জ নিস্কাশনের জায়গার অভাব
বিদ্যুৎ সমস্যা	জলাবদ্ধতা	পয়ঃনিস্কাশন	ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব	আইন শৃঙ্খলার অবনতি
খাবার পানির অভাব	বাজার দূরে	পাহাড়ী ঢল	অন্যান্য (উ.ক.)	

১৪.৩ গোদাগাড়ী উপজেলার একটা Icon অথবা এককথায় সবাই চেনে এমন একটি জায়গা, দালান বা এলাকার নাম?.....

১৪.৪ গোদাগাড়ী উপজেলা কে সার্বিক ভাবে এক কথায় উপস্থাপন করুন (যে কোন একটা টিক চিহ্ন দিন)

১. রাজনীতির শহর	২. শিক্ষার শহর	৩. যানজটের শহর	৪.সাংস্কৃতির শহর	৫. ব্যয়বহুল শহর
৬. মৃত শহর	৭. ঢাকার একটি স্যাটেলাইট শহর		৮. গরীবের শহর	৯. বেকারের শহর
১০. অন্যান্য (উ.ক.)				

১৪.৫ গোদাগাড়ী উপজেলাটির অর্থনৈতিক ভিত্তি কি (টিক চিহ্ন দিন)

১) কৃষি পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ২) শিল্প পণ্য উৎপাদন ও বিপণন ৩) সেবা খাত ৪) অন্যান্য (উ.ক.)

১৪.৬ গোদাগাড়ী উপজেলায় / আপনার বাসস্থান এবং পারিপার্শ্বিক এলাকায় ভূমি ব্যবহার এর পরিবর্তন হয়েছে কি(টিক চিহ্ন দিন)

১) হ্যাঁ ২) না

১৪.৭ ভূমি ব্যবহার (Land-use) কোথায় পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করুন

.....

১৪.৮ ভূমি ব্যবহারে (Land-use) কি পরিবর্তন হয়েছে উল্লেখ করুন

.....

১৪.৯ কেন ভূমি (Land-use) ব্যবহার এর পরিবর্তন হয়েছে ঃ

১. ভূমিকম্প ২. বন্যা ৩. ঝড় ৪. অর্থনৈতিক ৫. সামাজিক ৬. অন্যান্য (উ.ক.)

১৪.১০ আপনার নিজের ভূমি ব্যবহার (Service & Facilities) পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক কি না (টিক চিহ্ন দিন)

১) হ্যা ২) না

১৪.১১ আপনার বাড়ির সামনের রাস্তা প্রশস্ত করনে জমি ছাড়তে ইচ্ছুক কি না (টিক চিহ্ন দিন)

১) হ্যাঁ ২) না

১৪.১২ বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র উন্নয়ন করলে আর্থ-সামাজিক কোন উন্নয়ন হবে কি না (টিক চিহ্ন দিন) ১) হ্যাঁ ২) না

১৪.১৩ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুললে ভূমি ব্যবহারের কোন পরিবর্তন হবে কি না (টিক চিহ্ন দিন) ১) হ্যাঁ ২) না

১৪.১৪ ১৪.১৩ হ্যাঁ হলে কি ধরনের পরিবর্তন হবে.....

১৪.১৫ আপনার কোন মতামত বা পরামর্শ (যদি থাকে)

আপনার দৈনন্দিন কার্যাবলী এলাকা চিহ্নিত পূর্বক বাসার অবস্থান এবং পারিপার্শ্বিক এলাকার একটি খসড়া নকশা/ প্ল্যান আঁকন (বাসা, দোকান, বাজার, মসজিদ, শপিং মল, বাসস্ট্যান্ড, রাস্তা, নদী, ইত্যাদি উল্লেখ করুন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

সম্মতি পত্র

গোদাগাড়ী উপজেলার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে উপরোক্ত তথ্য সমূহ নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রদান করেছে-

স্বাক্ষর ঃ.....

নাম ঃ .....

তারিখ ঃ .....

মোবাইল নাম্বার ঃ .....

ঠিকানা ঃ .....

শুধু দাপ্তরিক কাজের জন্য-

ডাটা এন্ট্রিকারী ঃ ..... তারিখ ঃ.....

তথ্য নিরীক্ষক ঃ ..... তারিখঃ.....

সকল তথ্য নেয়া হয়েছে -

....

তথ্য নিরীক্ষক কর্মকর্তার স্বাক্ষর